বর্ষ-ফল

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এ

লিখিত

শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি

সম্পাদিত

বিধিলিপি গ্রন্থ-বিহার

জ্যোতিষ-পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

৫০, হালদার পাড়া রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।

পাঁচ সিকা

বিধিলিপি গ্রন্থ-বিহারের পক্ষে
৫০ নং হালদার পাড়া রোড, কালীঘাট, কলিকাতা
হইতে শ্রীবীরেন্দ্র ভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম মুদ্রণ
পৌষ ১৩৪১

আনন্দ প্রেস
২৪ নং ইন্দ্র রায় রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত

উৎসর্গ

বন্ধুরাণী

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী পালের

করকমলে

আন্তরিক প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ

অর্পিত হইল।

গ্রন্থকার

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় এ পর্য্যন্ত তাজিকোক্ত বর্ষপ্রবেশ গণনার কোন সরল গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। নীলকণ্ঠের তাজিক গ্রন্থের একখানি বঙ্গানুবাদ ৺রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও এখন দুষ্প্রাপ্য। তাহা ছাড়া, নীলকণ্ঠকৃত তাজিকের গণিতাংশে কয়েকটি ভ্রম রহিয়া গিয়াছে, যাহা এখন সংশোধন করিয়া না লইলে বর্ষপ্রবেশ বিশুদ্ধ হইবে না। ইহার উপর তাজিকের দৃষ্টি ও ইত্থশালাদি যোগগুলি বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্যেরা বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং, বর্ত্তমান সময়ে বর্ষপ্রবেশ গণনায় শুধু তাজিকের উপর নির্ভর করা যায় না। এই সকল বিবেচনা করিয়া এই গ্রন্থে সরলভাবে বর্ষপ্রবেশ বিচারের সমস্ত বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা যদি জ্যোতিষ শিক্ষার্থীর কাজে লাগে, তাহা হইলেই শ্রম সফল মনে করিব। ইতি

৫০, হালদার পাড়া রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা
২০শে পৌষ ১৩৪১

সম্পাদক

সূচী

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

বর্ষ-ফল

প্রথম অধ্যায়

তাজিকের মতে বর্ষ-প্রবেশের ফল জানিতে হইলে, গ্রহের স্বরূপ, বল, দৃষ্টি ইত্যাদি অনেকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানা প্রয়োজন। জ্যোতিষ আলোচনাকারী মাত্রেই তাহা জানেন, তবুও সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য আমি তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

বর্ষপ্রবেশ কথাটির অর্থ নূতন বর্ষ আরম্ভ। প্রত্যেক ব্যক্তির যে তারিখে জন্ম হইয়াছে, সেই তারিখ হইতে নূতন বর্ষ আরম্ভ হয়, ইহা সকলেই জানেন। সূক্ষ্ম বিচারে রবি জন্মকালে যে রাশির যত অংশ যত কলা যত বিকলায় ছিল, ঠিক সেই রাশ্যংশাদিতে আসিলে নূতন বর্ষের আরম্ভ। এই নূতন বর্ষের আরম্ভের সময় একটি কুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়া বিচার করাই বর্ষপ্রবেশের পদ্ধতি।

গ্রহের স্বরূপ

রবি

ক্ষত্রিয়, পুরুষ, চতুষ্কোণাকৃতি, মধ্যাহ্নকালে বলী, পূর্ব্বদিক্‌পতি,

স্বর্ণ-অশ্ব-গজাধিপতি, পাপগ্রহ, সত্ত্বপ্রধান, স্থিরগম্ভীর, তিক্তপ্রিয়, গোষ্ঠাধিপতি, পিত্ত-প্রকৃতি, বৃদ্ধ, শ্বেত-রক্ত-মিশ্র বর্ণ, ধান্যাদির অধিপতি, বনচারী।

চন্দ্র

বৈশ্য, স্ত্রী, আর্দ্রভূমিচারী, তপস্বী, গৌরবর্ণ, অপরাহ্নবলী, জলচারী, গৈরিকাদি ধাতুর কারক, সত্ত্বপ্রধান, বায়ুকোণাধিপতি, শ্লেষ্ম-প্রকৃতি, ভুজঙ্গ ও রৌপ্য দ্রব্যস্বামী, পুষ্টাঙ্গ, যুবা, লবণ-রস-প্রধান, শুভগ্রহ, স্নিগ্ধমণ্ডল।

মঙ্গল

ক্ষত্রিয়, পুরুষ, তমোপ্রধান, পিত্ত-প্রকৃতি, যুবা, পাপগ্রহ, বনচারী, মধ্যাহ্নবলী, গৈরিকাদি ধাতুর অধিপতি, দক্ষিণদিক্-স্বামী, অশ্ব প্রভৃতি চতুষ্পদের স্বামী, চতুষ্কোণাকৃতি, স্বর্ণ দ্রব্যের অধিপতি, দগ্ধভূমিচারী, বিকৃতাঙ্গ, কটুরসপ্রিয়, তাম্রবর্ণ।

বুধ

শূদ্র, স্ত্রী, গ্রামচারী, শুভ, নীলবর্ণ, স্বর্ণস্বামী, কুণ্ডলাকৃতি, বালক, ইষ্টক-গৃহচারী, বাত-পিত্ত-কফের সম প্রকৃতি, মনুষ্যাদি জীব-স্বরূপ, শ্মশানভূমিচারী, উত্তরদিক্-পতি, প্রভাতকালে বলী, সর্ব্বরস-প্রিয়, রজোগুণবিশিষ্ট।

বৃহস্পতি

ব্রাহ্মণ, পুরুষ, শুভ, প্রভাতকালে বলী, ঈশানকোণাধিপতি, পীতবর্ণ, দ্বিপদস্বামী, গ্রামচারী, বর্ত্তুলাকৃতি, মনুষ্যাদি জীব-স্বরূপ, বণিক-কর্ম্ম-কর্ত্তা,

মধুর-রসপ্রিয়, দেবালয়-স্বামী, বৃদ্ধ, শোভনরত্ন-স্বামী, বাত-পিত্ত-কফের সমপ্রকৃতি।

শুক্র

ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, শুভ, জলচারী, অপরাহ্নে বলী, শুক্লবর্ণ, কফ-প্রকৃতি, রৌপ্যদ্রব্যস্বামী, রজোগুণ-প্রধান, অম্লপ্রিয়, ধান্যাদির স্বামী, অগ্নি-কোণাধিপতি, মধ্যবয়স্ক, ক্রীড়ারসপ্রধান, জলভূমিচারী, স্নিগ্ধদীপ্ত, দ্বিপদ।

শনি

পক্ষীজাতি, স্ত্রী, ব্যাধের অধিপতি, বনচারী, সন্ধ্যাবলী, শূদ্রজাতি বাত-পিত্ত-কফের সমপ্রকৃতি, স্থিরস্বভাব, পাপগ্রহ, পশ্চিমদিক্‌স্বামী, দীর্ঘকায়, নীলবর্ণ।

রাহু

শনির ন্যায় কারকতা, তদ্ভিন্ন নিষাদজাতি, স্বর্ণবর্ণ, অস্থিস্বামী, নৈঋতকোণাধিপতি।

কেতু

শনি ও রাহুর ন্যায়। তদ্ভিন্ন শিখাবিশিষ্ট ও নানারূপধারী।

উপরে যে কারকতা লিখিত হইল, নীলকণ্ঠের তাজিক গ্রন্থে ঐরূপ কারকতা লিখিত হইয়াছে। এই কারকতার সকল বিষয়গুলি কিন্তু ঠিক নহে। ইহার মধ্যে যে সকল ভ্রম গবেষণার দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল—

রবির মধ্যে যে আছে পাপগ্রহ, বৃদ্ধ ও ধান্যাদির অধিপতি—তাহা ঠিক নহে। রবি বস্তুতঃ সমগ্রহ, প্রৌঢ় এবং জীবনীশক্তি-বর্দ্ধক সকল

উদ্ভিদের কারক।

সেইরূপ চন্দ্রও শুভগ্রহ নহে, উহা সমগ্রহ এবং তপস্বী বা যুবা নহে, উহা গৃহস্থ এবং বয়স্ক স্ত্রীলোকের কারক।

বুধকে শূদ্র, স্ত্রী, শুভগ্রহ, স্বর্ণ, ইত্যাদির কারক বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ উহাতে শূদ্র ও বৈশ্য উভয় প্রকৃতিই আছে, উহা স্ত্রী নহে নপুংসক, শুভ নহে সমগ্রহ, স্বর্ণ নহে পারদ ও মিশ্রধাতু প্রভৃতির কারক।

বৃহস্পতি বৃদ্ধ নহে প্রৌঢ়, শোভন রত্নের কারক নহে, স্বর্ণের কারক।

শুক্র অম্লমধুর-প্রিয়, অম্লপ্রিয় নহে; ধান্যাদির স্বামী নহে, সকল রকম সুখাদ্য বস্তুর স্বামী, এবং রৌপ্যদ্রব্যস্বামী নহে শোভনরত্নের স্বামী।

শনির বয়স উল্লেখ নাই, কিন্তু শনি ও কেতু বৃদ্ধের কারক। তাহা ছাড়া উহা স্ত্রী নহে নপুংসক, এবং উহা লৌহ প্রভৃতি ভারি দ্রব্যের অধিপতি। শনি ঠিক নীলবর্ণ নহে উহা কৃষ্ণবর্ণ এবং সেইজন্য সকল গাঢ় ও মেটে রঙের কারক।

যাঁহারা গ্রহের কারকতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে চান, তাঁহারা জ্যোতি বাচস্পতি মহাশয়ের "ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্রে"র গ্রহের স্বরূপগুলি পড়িবেন।

গ্রহের ক্ষেত্র

সূর্য্যকে কেন্দ্র ধরিয়া দূরত্ব হিসাবে গ্রহগণের পর পর অবস্থান দাঁড়ায় এইরূপ—রবি, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি।

গ্রহের মধ্যে রবি যেমন জ্যোতির্ময়, নক্ষত্রের মধ্যে মঘা তেমনি

অত্যুজ্জ্বল। সেইজন্য এই অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র মঘা যে রাশির অন্তর্গত তাহাকে রবির ক্ষেত্র বলা হইয়াছে। বাস্তবিক, সিংহ নামটির মধ্যেও যেন একটু শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞাপক অর্থের আভাস পাওয়া যায়। সিংহ যেন রাশিশ্রেষ্ঠ। তাই সিংহকে রবির ক্ষেত্র বলিয়া জ্যোতিষে ধরা হইয়াছে।

এখন সিংহ যদি হয় রবির ক্ষেত্র তাহা হইলে কন্যা হইবে বুধের ক্ষেত্র। কারণ কন্যা যেমন সিংহের নিকটতম, বুধ তেমনি রবির নিকটতম গ্রহ। সেইরূপ তুলা শুক্রের ক্ষেত্র, বিছা মঙ্গলের, ধনু ও মকর বৃহস্পতি ও শনির ক্ষেত্র।

আবার কর্কটকে যদি রবির ক্ষেত্র বলিয়া কল্পনা করা যায় তাহা হইলে বিপরীত দিক দিয়া গণনায়, কর্কটের নিকটতম রাশি মিথুন রবির নিকটতম গ্রহ বুধের ক্ষেত্র। সেইরূপ বৃষ শুক্রের ক্ষেত্র, মেষ মঙ্গলের, মীন ও কুম্ভ বৃহস্পতি ও শনির ক্ষেত্র। কিন্তু প্রাচীন ঋষিগণ কর্কটকে রবির ক্ষেত্র না বলিয়া চন্দ্রের ক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইলে রাশিচক্রে গ্রহের ক্ষেত্র দাঁড়ায় এইরূপ—

মেষ রবির ক্ষেত্র, বৃষ শুক্রের, মিথুন বুধের, কর্কট চন্দ্রের, সিংহ রবির, কন্যা বুধের, তুলা শুক্রের, বিছা মঙ্গলের, ধনু বৃহস্পতির, মকর ও কুম্ভ শনির এবং মীন বৃহস্পতির ক্ষেত্র।

তুঙ্গস্থান

যে রাশিতে যে গ্রহের উচ্চ গুণগুলি অভিব্যক্ত হয়, সেই রাশি সেই গ্রহের উচ্চ বা তুঙ্গস্থান। নীচে কোন্ রাশি কাহার তুঙ্গস্থান তাহা লেখা হইল—

রবির মেষ, চন্দ্রের বৃষ, মঙ্গলের মকর, বুধের কন্যা, বৃহস্পতির কর্কট,

শুক্রের মীন, শনির তুলা, রাহুর মিথুন ও কেতুর ধনু।

নীচস্থান

যে রাশি যে গ্রহের উচ্চস্থান, তাহার সপ্তম রাশি সেই গ্রহের নীচস্থান। রবির উচ্চস্থান মেষ, অতএব মেষের সপ্তম রাশি তুলা রবির নীচস্থান। এইরূপ চন্দ্রের নীচস্থান বৃশ্চিক, মঙ্গলের কর্কট, বুধের মীন, বৃহস্পতির মকর, শুক্রের কন্যা, শনির মেষ, রাহুর ধনু ও কেতুর মিথুন।

গ্রহগণের রাশিচক্র ভ্রমণের সময়

রবির—একরাশি ভ্রমণ করিতে রবির একমাস সময় লাগে। অর্থাৎ রবি প্রতিদিন ১° করিয়া সরিয়া সরিয়া উদয় হইয়া প্রায় ৩০ দিনে একরাশি অতিক্রম করেন। সমগ্র রাশিচক্রটা ভ্রমণ করিতে রবির ৩৬৫ দিনের কিছু উপর সময় লাগে।

চন্দ্রের—এক রাশি ভ্রমণের সময় ২ দিন ১৫ দণ্ড এবং দ্বাদশ রাশি ভ্রমণের সময় ২৭ দিন।

মঙ্গলের—এক রাশি ভ্রমণের সময় ৪৫ দিন এবং দ্বাদশ রাশি ভ্রমণের সময় ৫৪০ দিন।

বুধের—একরাশি ভ্রমণের সময় ১৮ দিন এবং দ্বাদশ রাশি ভ্রমণের সময় ২১৬ দিন।

বৃহস্পতির—একরাশি ভ্রমণের সময় ১ বৎসর এবং দ্বাদশ রাশি ভ্রমণের সময় ১২ বৎসর।

শুক্রের—এক রাশি ভ্রমণের সময় ২৮ দিন এবং দ্বাদশ রাশি ভ্রমণের সময় ৩৩৬ দিন।

গ্রহগণের রাশিচক্র ভ্রমণের সময়

শনির—এক রাশি ভ্রমণের সময় ২½ বৎসর এবং দ্বাদশরাশি ভ্রমণের সময় ৩০ বৎসর।

রাহুর—একরাশি ভ্রমণের সময় ১½ বৎসর এবং দ্বাদশ রাশি ভ্রমণের সময় ১৮ বৎসর।

কেতুর—একরাশি ভ্রমণের সময় ১½ বৎসর এবং দ্বাদশ রাশি ভ্রমণের সময় ১৮ বৎসর।

সু-উচ্চাংশ ও সু-নীচাংশ

সমগ্র রাশিচক্রটি ৩৬০ অংশে বিভক্ত এবং প্রতি ৩০ অংশে এক এক রাশি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মেষ রাশি রবির উচ্চস্থান ; কিন্তু মেষ রাশির অংশ বিশেষকে রবির সুউচ্চাংশ বলা হয়। এই সুউচ্চাংশ ভোগের সময় প্রত্যেক গ্রহ-ই সর্বাধিক ফল দান করে, তাহার কারণ উক্তস্থানে আসিলে প্রত্যেক গ্রহ-ই অত্যন্ত বলী হয়। এই সুউচ্চাংশের ঠিক ১৮০° দূরবর্ত্তী স্থান গ্রহের সুনীচাংশ। সুউচ্চাংশ ভোগের সময় গ্রহগণ যেমন অত্যন্ত বলী হইয়া সমধিক ফল দান করিয়া থাকে, সুনীচাংশ ভোগের সময় গ্রহগণ তেমনি বলহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে বলিয়া বিপরীত ফল দান করে। কোন্ রাশির কত অংশ কোন্ গ্রহের সুউচ্চস্থান বা সুনীচস্থান তাহা নীচে দেওয়া গেল —

গ্রহ	উচ্চরাশি	সুউচ্চাংশ	নীচরাশি	সুনীচাংশ
রবি	মেষ	১০°	তুলা	১০°
চন্দ্র	বৃষ	৩°	বিছা	৩°
মঙ্গল	মকর	২৮°	কর্কট	২৮°
বুধ	কন্যা	১৫°	মীন	১৫°
বৃহস্পতি	কর্কট	৫°	মকর	৫°
শুক্র	মীন	২৭°	কন্যা	২৭°
শনি	তুলা	২০°	মেষ	২০°
রাহু	মিথুন	২০°	ধনু	২০°
কেতু	ধনু	২০°	মিথুন	২০°

সুউচ্চাংশ বা সুনীচাংশ ভোগের সময় —

আমরা পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রহের এক রাশি ভ্রমণের সময় উল্লেখ করিয়াছি। এখন কোন্ গ্রহের সুউচ্চাংশ বা সুনীচাংশ কোন্ রাশির কত অংশ তাহাও বলিলাম। ইহা হইতে অতি সহজেই গ্রহের সুউচ্চাংশ বা সুনীচাংশ ভোগের সময়ও বাহির করা যাইতে পারে। যথা—

স্ব-উচ্চাংশ ও স্বনীচাংশ ভোগের সময়

রবির এক রাশি ভ্রমণের সময় ৩০ দিন অর্থাৎ রবি ৩০ দিনে ৩০° স্থান অতিক্রম করেন। তাহা হইলে,

রবি—৩০° স্থান অতিক্রম করেন ৩০ দিনে

১° স্থান অতিক্রম করেন ১ দিনে

১০° স্থান অতিক্রম করেন ১০ দিনে

আমরা জানি মেষের ১০°স্থান রবির স্বউচ্চাংশ, তাহা হইলে রবির স্বউচ্চাংশ ভোগের সময় ১০ দিন। এইভাবে প্রত্যেক গ্রহেরই স্বউচ্চাংশ বা স্বনীচাংশ ভোগের সময় বাহির করা যাইতে পারে।

গ্রহের দৃষ্টি

গ্রহগণের ৫ম ও ৯ম স্থানে ৪৫ কলা দৃষ্টি

৩য় ও ১১শে ৪০ কলা ও ১০ কলা দৃষ্টি

৪র্থ ও ১০মে ১৫ কলা দৃষ্টি

এক রাশি বা সম সপ্তমে পূর্ণদৃষ্টি

ইহার মধ্যে

৫ম ও ৯মস্থ দৃষ্টি প্রত্যক্ষ স্নেহপ্রদ

৩য় ও ১১শস্থ দৃষ্টি গুপ্ত স্নেহকারী

৪র্থ ও ১০মস্থ দৃষ্টি গুপ্ত শত্রুতাকারী

এক বা সম-সপ্তমস্থ দৃষ্টি প্রত্যক্ষ শত্রুতাকারী

তাজিকের দৃষ্টিতে যদিও একত্র, সম-সপ্তম, তৃতীয়-একাদশ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, বাস্তবিক কিন্তু এক রাশিতে, সপ্তম রাশিতে, তৃতীয় রাশিতে অথবা একাদশ প্রভৃতি রাশিতে থাকিলেই এই দৃষ্টি হইবে না। হোরা

গ্রন্থ গুলিতে যে দৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, যেমন বৃহস্পতির পঞ্চম-নবম, শনির তৃতীয়-দশম প্রভৃতি তাহা রাশি ধরিয়া। তাজিকের দৃষ্টি কিন্তু দুইটি গ্রহের মধ্যে বৃত্তাংশ (arc) ধরিয়া কল্পিত হইয়াছে। এই দৃষ্টিকে দৃষ্টি না বলিয়া জ্যোতি বাচস্পতি মহাশয়ের অনুসরণ করিয়া আমি প্রেক্ষা নামেই অভিহিত করিব।

প্রেক্ষার মধ্যে একত্র বা সম সপ্তম অর্থাৎ ০° বৃত্তাংশ বা ১৮০° বৃত্তাংশকে যে প্রত্যক্ষ শত্রুতাকারী প্রেক্ষা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। এই দুইটি প্রেক্ষা বস্তুতঃ পরিবর্তনশীল—শুভগ্রহকৃত হইলে শুভ এবং অশুভগ্রহকৃত হইলে অশুভ। চতুর্থ-দশম প্রেক্ষা অশুভ এবং তৃতীয়-একাদশ ও নবম-পঞ্চম প্রেক্ষা শুভফলদায়ী। প্রত্যক্ষ বা গুপ্ত এবং মিত্র বা শত্রু কথাগুলি দ্বারা তাজিককার কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা বলা কঠিন।

তাজিক লেখা হইবার পর পাশ্চাত্য দেশে এই প্রেক্ষাগুলি লইয়া অনেক গবেষণা হইয়াছে। এই গবেষণায় প্রেক্ষার বিজ্ঞানটি সুপরীক্ষিত হইয়া সুসম্বদ্ধ করা হইয়াছে। ইংরাজিমতের প্রেক্ষা-গুলিই এই তাজিকেও ব্যবহার করিব। নীচে ইংরাজিমতে প্রেক্ষা-গুলি দেওয়া হইল এবং তাহাদের ইংরাজি নামই বাহাল রাখা হইল—

ইংরাজি মতে গ্রহের দৃষ্টি

কন্‌জাংশন—দুইটি গ্রহের রাশি, অংশ ও কলা অবিকল এক হইলে এই প্রেক্ষা হয়। ইহার প্রতিরূপক ☌

সেমি-স্কোয়ার—দুইটি গ্রহস্ফুটের তফাৎ ৪৫ অংশ বা এক রাশি ১৫ অংশ। ইহার প্রতিরূপক ∠

সেক্সটাইল—দুইটি গ্রহস্ফুটের মধ্যে ৬০ অংশ বা দুইরাশি তফাৎ। ইহার প্রতিরূপক ✶

স্কোয়ার—দুইটি গ্রহস্ফুটের মধ্যে ৯০ অংশ বা তিনরাশি তফাৎ। ইহার প্রতিরূপক □

ট্রাইন—দুইটি গ্রহস্ফুটের মধ্যে ১২০ অংশ বা ৪ রাশি তফাৎ। ইহারপ্রতিরূপক △

সেস্কুই- কোয়াড্রেট—দুইটি গ্রহস্ফুটের মধ্যে ১৩৫ অংশ বা ৪ রাশি ১৫ অংশ তফাৎ। ইহার প্রতিরূপক ⊡

অপোজিশন—দুইটি গ্রহস্ফুটের মধ্যে ১৮০ অংশ বা ৬ রাশি তফাৎ। ইহার প্রতিরূপক ☍

ইহা ভিন্ন প্রত্যেক প্রেক্ষারই দীপ্তাংশ আছে। দীপ্তাংশের অর্থ এই, উপরে যে প্রেক্ষায় যে স্ফুটের কথা বলা হইয়াছে, গ্রহগণের স্ফুট তাহা অপেক্ষা বেশী বা কম হইলেও প্রেক্ষার ফল ফলিয়া থাকে। কোন্ প্রেক্ষার কতখানি দীপ্তাংশ তাহা নীচে দেওয়া গেল।

কন্জাংশন ও অপোজিশনের ৯ অংশ।

ট্রাইনের ৮ অংশ।

স্কোয়ারের ৭ অংশ।

সেক্সটাইলের ৬ অংশ।

সেমি-স্কোয়ার এবং সেস্কুই-কোয়াড্রেটের ৪ অংশ।

মৈত্রী।

তৃতীয়-একাদশ ও নবম-পঞ্চমে যে যে গ্রহ থাকিবে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের মিত্র।

একরাশি ও সম-সপ্তস্থ এবং চতুর্থ দশমস্থ গ্রহগণ পরস্পর পরস্পরের শত্রু।

দ্বিতীয়-দ্বাদশ এবং ষষ্ঠ-অষ্টমস্থ গ্রহগণ পরস্পর সম।

আমাদের দেশে যাঁহারা বর্ষপ্রবেশ গণনা করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ এই নিয়ম ধরিয়াই গ্রহগণের শত্রুতা-মিত্রতা নির্ণয় করেন। এবং এই হিসাবেই গ্রহগণের বলাবল নির্ণয় করিয়া থাকেন। যেমন কোন বর্ষকুণ্ডলীতে যদি মঙ্গল থাকে মীনে, বৃহস্পতি থাকে মিথুনে এবং বুধ থাকে বৃশ্চিকে, তাহা হইলে এই তিনটি গ্রহের শুধু রাশিতে অবস্থান ধরিয়াই তাঁহারা স্থির করিবেন যে, মঙ্গল আছে শত্রুক্ষেত্রে কেননা মঙ্গল ও বৃহস্পতি চতুর্থ-দশমে থাকায় তাঁহাদের মতে পরস্পরের শত্রু। তেমনি বৃহস্পতি-বুধ পরস্পরের ষষ্ঠ-অষ্টমস্থ হওয়ায়, পরস্পরের সম মনে করিয়া বৃহস্পতি মিথুনে থাকায় তাঁহারা তাহাকে বলিবেন সম ক্ষেত্রস্থ, আবার বুধ-মঙ্গল পরস্পরের পঞ্চম-নবমস্থ হওয়ায়, বৃশ্চিকস্থ বুধকে তাঁহারা মিত্র ক্ষেত্রস্থ বলিবেন। কিন্তু শত্রুমিত্রের এই ধারণা যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিরোধী। বাস্তবিক, উপরের নিয়মগুলির পিছনে যে ধরণাটি আছে তাহা এই—

যে সকল গ্রহ পরস্পরের সহিত শুভ প্রেক্ষা করে তাহারা পরস্পরের মিত্র, যাহারা পরস্পরের সহিত অশুভপ্রেক্ষা করে তাহারা পরস্পরের শত্রু এবং যাহারা কোন প্রেক্ষাই করে না তাহারা পরস্পরের সম।

অতএব এখানে শুধু রাশিস্থিতি ধরিয়া শত্রুমিত্র নির্ণয় করিলে চলিবে না, তাহাদের মধ্যে কি প্রেক্ষা হইয়াছে তাহা দেখা দরকার। প্রেক্ষা নির্ণয় করিলে, অনেক সময় দেখা যাইবে যে, পরস্পরের চতুর্থ- দশমস্থ দুটি গ্রহের মধ্যে অশুভ প্রেক্ষাও হইতে পারে, শুভ প্রেক্ষাও হইতে পারে, অথবা কোন প্রেক্ষা না-ও হইতে পারে।

উপরের উদাহরণটিতে বৃহস্পতির স্ফুট যদি হয় মিথুনের ৩০ অংশ এবং মঙ্গলের স্ফুট যদি হয় মীনের ১ অংশ, তাহা হইলে রাশিতে চতুর্থ-দশম হইলেও তাহাদের মধ্যে শুভ ট্রাইন প্রেক্ষা হইবে। এবং এখানে মঙ্গল শত্রুক্ষেত্রস্থ না হইয়া মিত্রক্ষেত্রস্থ বলিয়াই গণ্য হইবে।

কিন্তু শুধু এইটুকু ধরিলেই শত্রু-মিত্র নির্ণীত হইবে না। ইহা প্রকৃত পক্ষে তাৎকালিক শত্রুতা ও মিত্রতা। ইহা ছাড়া, গ্রহদের একটা নৈসর্গিক শত্রুতা-মিত্রতা আছে। নৈসর্গিক শত্রুতা মিত্রতা এইরূপ—

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি পরস্পরের মিত্র। বুধ, শুক্র, শনি, রাহু পরস্পরের মিত্র। রবি চন্দ্র প্রভৃতির প্রত্যেকটি বুধ শুক্র প্রভৃতির প্রত্যেকটির শত্রু।

সুতরাং গ্রহগণের শত্রুতা, মিত্রতা দেখিতে হইলে, দুইটি জিনিষ দেখা প্রয়োজন (১) নৈসর্গিক শত্রুতা-মিত্রতা (২) তাৎকালিক শত্রুতা-মিত্রতা। দুইটি গ্রহ যদি নৈসর্গিক মিত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা পরস্পরের **অতিমিত্র** হইয়া থাকে।

নৈসর্গিক মিত্র হইয়া তাৎকালিক সম হইলে **মিত্র** হয়।

নৈসর্গিক শত্রু হইয়া তাৎকালিক শত্রু হইলে **অতিশত্রু** হয়।

নৈসর্গিক শত্রু হইয়া তাৎকালিক সম হইলে **শত্রু** হয়।

'নৈসর্গিক মিত্র হইয়া তাৎকালিক শত্রু হইলে অথবা, নৈসগিক শত্রু হইয়া তাৎকালিক মিত্র হইলে **সম** হয়।
ইহা ধরিয়াই গ্রহদের বলাবল বিচার করা উচিত।

দীপ্তাংশ

রবির ১৫, চন্দ্রের ১২, মঙ্গলের ৮, বুধের ৭, বৃহস্পতির ৯, শুক্রের ৮ এবং শনির ৯ অংশ রব্যাদি গ্রহের দীপ্তাংশ। ইহার পূর্ব্বে বিভিন্ন প্রেক্ষার দীপ্তাংশ লিখিত হইয়াছে। গ্রহের দীপ্তাংশগুলির অর্থ বা প্রয়োগ ঠিক বোঝা যায় না, এবং উপরে দীপ্তাংশের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা যুক্তি ও বিজ্ঞান-সম্মত নহে। বস্তুতঃ প্রেক্ষার দীপ্তাংশই ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে মেলে এবং প্রেক্ষার দীপ্তাংশ ঠিক বুঝিতে না পারায় এই দীপ্তাংশের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দীপ্তাংশের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই।

বাম প্রেক্ষা ও দক্ষিণ প্রেক্ষা

দুইটি গ্রহের মধ্যে প্রেক্ষা হইলে, কোন্ গ্রহের প্রেক্ষাটি বলবান্ তাহা বোঝা প্রয়োজন। তাহাতে ফলাদেশের সুবিধা হয়। যদি মঙ্গল মিথুনের ১০ অংশে থাকে এবং বৃহস্পতি থাকে তুলার ১০ অংশে তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যে ট্রাইন প্রেক্ষা হইবে বৃহস্পতি মিথুনের ১০ অংশে থাকিয়া মঙ্গল তুলার ১০ অংশে থাকিলেও কি তাহাই হইবে? এখানে প্রভেদটুকু বোঝা দরকার। প্রথম উদাহরণটিতে মঙ্গল হইতে বৃহস্পতি ১২০ অংশ তফাতে আছে এবং বৃহস্পতি হইতে মঙ্গল আছে ২৪০ অংশ তফাতে, অতএব মঙ্গলের দৃষ্টি প্রবলতর। দ্বিতীয় উদাহরণটিতে বৃহস্পতি হইতে মঙ্গলের

দৃষ্টি প্রবলতর। দ্বিতীয় উদাহরণটিতে বৃহস্পতি হইতে মঙ্গলের দূরত্ব ১২০ অংশ এবং মঙ্গল হইতে বৃহস্পতির দূরত্ব ২৪০ অংশ। এখানে বৃহস্পতির প্রেক্ষা বলবত্তর। অতএব বোঝা যাইতেছে যে, দুটি গ্রহের প্রেক্ষা হইলে যে গ্রহটি উপরে থাকে অর্থাৎ যাহার প্রেক্ষা সম্মুখে বা সোজাভাবে বা দক্ষিণদিকে প্রসারিত তাহারই জোর বেশী। নবম-পঞ্চমের প্রেক্ষা হইলে নবমস্থ গ্রহের প্রেক্ষাটিই বেশী প্রবল, তৃতীয়-একাদশের বেলায় একাদশস্থ গ্রহের, চতুর্থ-দশমের বেলায় দশমস্থ গ্রহের প্রেক্ষার ফল প্রবল হইবে। দুইটি গ্রহ একত্রে বা সমসপ্তমে থাকিলে উভয়েরই প্রেক্ষার ফল প্রায় সমান। এসম্বন্ধে যাঁহারা সবিশেষ জানিতে চান তাঁহারা জ্যোতি বাচস্পতি মহাশয়ের "কোষ্ঠীর বিচার" পড়িবেন।

হর্ষস্থান

লগ্নস্থ বুধ, তৃতীয়স্থ চন্দ্র, পঞ্চমস্থ শুক্র, ষষ্ঠস্থ মঙ্গল, নবমস্থ রবি, একাদশস্থ বৃহস্পতি ও দ্বাদশস্থ শনি হর্ষিত।

লগ্ন, ২য়, ৩য়, ৭ম, ৮ম, ও ৯মস্থ পুরুষগ্রহ অর্থাৎ রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতি হর্ষিত।

৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ১০ম, ১১শস্থ ও ১২শস্থ স্ত্রী গ্রহ অর্থাৎ চন্দ্র ও শুক্র হর্ষিত। দিনে বর্ষপ্রবেশ হইলে অথবা ওজঃ রাশিতে থাকিলে পুরুষগ্রহ এবং রাত্রে বর্ষপ্রবেশ হইলে অথবা যুগ্ম রাশিতে থাকিলে স্ত্রীগ্রহ হর্ষিত হইয়া থাকে।

সম ও বিষম রাশি

রাশি চক্রের প্রথম রাশি মেস ধরিযা গণনা করিলে ৩য় রাশি মিথুন, ৫ম রাশি সিংহ, ৭ম রাশি তুলা, ৯ম রাশি ধনু, ১১শ কুম্ভ হয়। ইহাদিগকে

ওজঃ বা বিষম বিজোড় রাশি বলে। এতদ্‌ভিন্ন রাশিকে সম বা যুগ্ম রাশি বলে।

হোরা

রাশির অর্দ্ধেকের নাম হোরা, বিষম রাশির প্রথম অর্দ্ধেকের মধ্যে লগ্ন হইলে রবির হোরা এবং দ্বিতীয়অর্দ্ধেকের মধ্যে লগ্ন হইলে চন্দ্রের হোরা, সম রাশির প্রথম অর্দ্ধেকে চন্দ্রে হোরা ও দ্বিতীয় অর্দ্ধেকে রবির হোরা।

দ্রেক্কাণ

লগ্নের তিন ভাগের এক ভাগের নাম দ্রেক্কাণ বা দৃকাণ প্রথম ভাগে জন্ম হইলে লগ্নপতির দ্রেক্কাণ, দ্বিতীয়-ভাগে জন্ম হইলে পঞ্চমপতির এবং শেষভাগে জন্ম হইলে নবমপতির দ্রেক্কাণ।

দৃকাণ নির্ণয়ের যে নিয়ম দেওয়া হইল, তাহাই যুক্তি দ্বারা অনুমোদিত। পাশ্চাত্যগণও এই নিয়মেই দ্রেক্কাণ নির্ণয় করেন। তাজিকে দৃকাণ নির্ণয়ের যে নিয়ম দেওয়া হইয়াছে তাহা মোটেই যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা চলে না। তাজিকের নিয়ম এইরূপ—রাশির প্রথম দৃকাণের অধিপতি মেষ হইতে পরপর মঙ্গলাদিক্রমে গণনা করিতে হইবে অর্থাৎ, মেষের প্রথম দৃকাণের অধিপতি মঙ্গল, বৃষের প্রথম দৃকাণের অধিপতি বুধ, মিথুনের প্রথম দৃকাণের অধিপতি বৃহস্পতি ইত্যাদি। এইরূপ পর পর গণনা করিয়া গেলে মীনের প্রথম দৃকাণের অধিপতি হইবে শনি। সুতরাং, মেষ হইতে দ্বিতীয় দৃকাণের অধিপতি রব্যাদিক্রমে গণনা করিতে হইবে। যেমন, মেষের দ্বিতীয় দৃকাণপতি রবি, বৃষের দ্বিতীয় দৃকাণপতি চন্দ্র, মিথুনের মঙ্গল ইত্যাদি। এইরূপ গণনা করিয়া গেলে, মীনের দ্বিতীয়

দৃকাণপতি হইবে বৃহস্পতি। সুতরাং মেষ হইতে তৃতীয় দৃকাণের অধিপতি শুক্রাদি ক্রমে গণনা করিতে হইবে। অর্থাৎ মেষের তৃতীয় দৃকাণের অধিপতি শুক্র, বৃষের শনি, মিথুনের রবি ইত্যাদি।

সপ্তাংশ

রাশির সাত ভাগের এক ভাগের নাম সপ্তাংশ। বিষম রাশির নিজ রাশি হইতে এবং সম রাশির সপ্তম রাশি হইতে পরপর গণনা করিয়া সপ্তাংশ বাহির করিতে হয়।

মেষ রাশিতে জন্ম হইলে, মেষ বিষম রাশি বলিয়া প্রথম সপ্তাংশ-পতি হইবে মঙ্গল, দ্বিতীয় সপ্তাংশ-পতি হইবে বৃষের অধিপতি শুক্র, ইত্যাদি।

বৃষ লগ্নে জন্ম হইলে, বৃষ সম রাশি বলিয়া প্রথম সপ্তাংশ-পতি হইবে বৃষের সপ্তম রাশি বিছার অধিপতি মঙ্গল, দ্বিতীয় সপ্তাংশপতি হইবে ধনুর অধিপতি বৃহস্পতি ইত্যাদি।

নবাংশ

রাশির নয় ভাগের এক ভাগের নাম নবাংশ। নবাংশ-পতি জানিতে হইলে প্রথমে জানিতে হইবে কোন্ কোন্ রাশি চর, স্থির, এবং দ্ব্যাত্মক।

মেষ রাশি চর ; বৃষ স্থির এবং মিথুন দ্ব্যাত্মক। এইভাবে গণনায় কর্কট রাশি চর, সিংহ স্থির, কন্যা দ্ব্যাত্মক; আবার তুলা চর, বিছা স্থির, ধনু দ্ব্যাত্মক, এবং মকর চর, কুম্ভ স্থির ও মীন দ্ব্যাত্মক।

চর রাশির নবাংশ সেই রাশি হইতে, স্থির রাশির নবাংশ তাহার নবম

রাশি হইতে ও দ্ব্যাত্মক রাশির নবাংশ তাহার পঞ্চম রাশি হইতে গণনা করিতে হয়। যথা—

মেষরাশি চর। কাজেই মেষের প্রথম নবাংশপতি মেষের অধিপতি মঙ্গল। দ্বিতায় নবাংশপতি বৃষের অধিপতি শুক্র ইত্যাদি।

বৃষরাশি স্থির। কাজেই বৃষের নবম রাশি মকরের অধিপতি শনি প্রথম নবাংশপতি। দ্বিতীয় নবাংশপতি কুম্ভের অধিপতি শনি ইত্যাদি।

মিথুন দ্ব্যাত্মক রাশি। কাজেই মিথুনের পঞ্চম রাশি তুলার অধিপতি শুক্র প্রথম নবাংশপতি, দ্বিতীয় নবাংশপতি বিছার অধিপতি মঙ্গল ইত্যাদি।

হদ্দা

হদ্দার ইংরাজি নাম হইতেছে Phases। প্রত্যেক রাশিকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া, রবি চন্দ্র ভিন্ন অন্য পাঁচটি গ্রহের মধ্যে হদ্দা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গ্রহগণ যতক্ষণ নিজ হদ্দার মধ্যে থাকে, ততক্ষণ স্ব স্ব ফলদানে বাধা পায় না, কিন্তু অপর গ্রহের হদ্দার মধ্যে গিয়া পড়িলে ফলদানে বাধা পায়। কোন্ রাশির কত অংশ কাহার হদ্দা তাহা নীচে দেওয়া গেল।

মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা
বৃ ৬	শু ৮	বু ৭	ম ৭	বৃ ৬	বু ৭
শু ৬	বু ৬	শু ৬	শু ৬	শু ৫	শু ১০
বু ৮	বৃ ৮	বৃ ৬	বু ৬	শ ৭	বৃ ৪
ম ৫	শ ৫	ম ৭	বৃ ৭	বু ৬	ম ৭
শ ৫	ম ৩	শ ৪	শ ৪	ম ৬	শ ২

ষোড়শ যোগ

তুলা	বিছা	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
শ ৬	ম ৭	বৃ ১২	বু ৭	শু ৭	শু ১২
বু ৮	শু ৪	শু ৫	বৃ ৭	বু ৬	বৃ ৪
বৃ ৭	বু ৮	বু ৪	শু ৮	বৃ ৭	বু ৩
শু ৭	বৃ ৫	ম ৫	শ ৪	ম ৫	ম ৯
ম ২	শ ৬	শ ৪	ম ৪	শ ৫	শ ২

ষোড়শ যোগ

তাজিকের গ্রন্থ অনুসারে যোগ ষোলটি, এই ষোলটি যোগ এবং প্রশ্নকালে লগ্ন এবং গ্রহগণের বল ও শুভাশুভত্ব বিচার করিয়া তাজিক আচার্য্যগণ যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন। কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্ন সময় লইয়া লগ্ন কসিয়া, এই যোগের সাহায্যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাস্তবিক বিজ্ঞান-সম্মত কিনা তাহা সুধীজন-বিবেচ্য এবং গবেষণা-সাপেক্ষ। সে সম্বন্ধে আমি এস্থানে কিছুই বলিতে চাহি না। তবে বর্ষকুণ্ডলী বিচার করিবার সময় এমন অনেক প্রশ্ন উঠিতে পারে, যাহা সেই বৎসরে ঘটিবে কিনা জানা দরকার, তাহা যে এই যোগের সাহায্যে বিচার করা যায়, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাই আমি এই স্থানে উক্ত ষোলটি যোগ লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। ইক্কবাল যোগ

কেন্দ্র ও পণফরে অর্থাৎ লগ্ন, ৪র্থ, ৭ম, ১০ম, ২য়, ৫ম, ৮ম ও ১১শ স্থানে সমস্ত গ্রহ থাকিলে, এই যোগ হয়। এই যোগে রাজ্য ও সুখ লাভ হয়।

২। ইন্দুবার যোগ

আপোক্লিমে অর্থাৎ ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৯ম এবং ১২শ স্থানে সমস্ত গ্রহ থাকিলে, এই যোগ হয়। এই যোগ অশুভকর।

৩। ইত্থশাল যোগ

পরস্পর প্রেক্ষা-বিশিষ্ট দুইটি গ্রহের মধ্যে এই যোগ হয়। এই যোগ অনুসারে শীঘ্রগামী গ্রহ যত অংশে থাকিবে, তাহা হইতে অধিকাংশে মন্দগামী গ্রহ থাকিলে, শীঘ্রগামী গ্রহ মন্দগামী গ্রহকে স্বীয় তেজ প্রদান করে।

৪। ইস্‌রাফ যোগ

যদি মন্দগামী গ্রহ শীঘ্রগামী গ্রহ হইতে এক অংশ কম হয়, তাহা হইলে এই যোগ হয়, অশুভগ্রহকৃত ইস্‌রাফ যোগ অশুভ এবং শুভগ্রহ কৃত হইলে শুভ।

৫। নক্তং যোগ

দুইটি গ্রহের যদি পরস্পর দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে অন্য কোন শীঘ্রগামী গ্রহ উভয়ের দ্বারা দৃষ্ট হইয়া যদি একের তেজ অন্যকে দান করে, তাহা হইলে এই যোগ হয়।

৬। যময়া যোগ

যদি দুইটি গ্রহের মধ্যে পরস্পর দৃষ্টি না থাকে এবং মন্দগামী গ্রহের স্ফুট শীঘ্রগামীর স্ফুট অপেক্ষা বেশী হয়, এবং উক্ত উভয় গ্রহ অপেক্ষা মন্দগামী কোন এক গ্রহ অধিকাংশে থাকিয়া উভয়কে দৃষ্টি করে, তাহা হইলে এই যোগ হয়। এই যোগ শুভ।

৭। মনউ যোগ

যদি দুইটি গ্রহ কন্‌জাংশন, স্কোয়ার অথবা অপোজিশন প্রেক্ষা সম্পূর্ণ করে, এবং মঙ্গল ও শনি তাহাদের উভয়ের সহিত কন্‌জাংশন, স্কোয়ার অথবা অপোজিশন প্রেক্ষা করিয়া তাহাদের দীপ্তাংশ গত হয়, এবং গ্রহদ্বয়ের মধ্যে যে শীঘ্রগামী তাহার স্ফুট বেশী হয়, তাহা হইলে এই যোগ হইয়া থাকে। এই যোগ অশুভ।

৮। কম্বুল যোগ

যদি দুইটি গ্রহের ইত্থশাল যোগ হয়, এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও সহিত চন্দ্রের ইত্থশাল হয়, তাহা হইলে এই যোগ হয়। এই যোগ অতি শুভ।

৯। গৈরি কম্বুল যোগ

যদি দুর্ব্বল চন্দ্র দুই গ্রহের মধ্যে কাহারও সহিত ইত্থশালী না হয়, এবং পর রাশিস্থ কোন বলবান্ গ্রহের সহিত অদৃষ্ট ইত্থশালী হয় তাহা হইলে এই যোগ হয়।

১০। অদৃষ্ট মুথশীল যোগ

অদৃষ্ট ইত্থশাল যোগ বলিতে বুঝায় যে, শীঘ্রগামী গ্রহ মন্দগামী গ্রহের অগ্ররাশির ত্রিংশৎ অংশে স্থিত এবং মন্দগামী গ্রহ তাহার দীপ্তাংশের অন্তর্ভুক্ত।

১১। খল্লাসর যোগ

উভয় গ্রহের মধ্যে কাহারও সহিত যদি চন্দ্রের ইত্থশাল না থাকে, অথবা তাহাদের কোনটির সহিত চন্দ্র যুক্ত না হয়, তাহা হইলে এই যোগ হয়।

১২। রদ্দ যোগ

যে গ্রহ নীচস্থ, অস্তগত, শত্রুক্ষেত্রগত, বক্রগত বা হীনদীপ্ত, সেই গ্রহ অত্যন্ত দুর্ব্বল। এইরূপ দুর্ব্বল গ্রহের সহিত কোন ভাবাধিপতির ইত্থশাল থাকিলেও, সেই গ্রহ কোন গ্রহের তেজ গ্রহণ করিতে পারে না। এইরূপ স্থানে এই রদ্দযোগ হয়।

কেন্দ্রস্থ গ্রহের সহিত অপোক্লিমস্থ গ্রহের ইত্থশাল হইলে, তাহাতে ভালমন্দ মিশ্রফল হয়।

১৩। দিবীর যোগ

কোন ব্যাপারের নির্দ্দেশক দুইটি গ্রহ যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে, সেই ব্যাপারের সম্বন্ধে অশুভ হইবার কথা। কিন্তু উক্ত দুইটি গ্রহই যদি স্বক্ষেত্রাদি গুণযুক্ত অন্য একটি গ্রহের সহিত ইত্থশালী হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যাপার সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে শুভ ফল হইয়া থাকে। যেমন কর্কট লগ্ন, শনি দশমে মেষে এবং দশমদর্শী রবি তুলায়, উভয়েই কর্ম্মহানির সূচক। কিন্তু ঐ দুইটি গ্রহ যদি ধনুস্থ বৃহস্পতির সহিত ইত্থশালী হয়; তাহা হইলে কর্ম্ম-স্থানে বাধাবিঘ্ন হইলেও, ষষ্ঠভাবের সাহায্যে পরোক্ষভাবে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

ইহার পর যে তিনটি যোগ তম্বীর, কুত্থ এবং দুরফ তাজিক গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের বাস্তবিক স্বতন্ত্র যোগ বলা চলে না। তম্বীর যোগটি ইত্থশালেরই প্রকার-ভেদ। কুত্থ যোগটির অর্থ গ্রহের বলবত্তা অর্থাৎ গ্রহ স্বক্ষেত্র, তুঙ্গ, প্রভৃতি গুণ পাইলে, এই যোগ হয়। দুরফ যোগ কুত্থের ঠিক বিপরীত। ইহার অর্থ গ্রহের দৌর্ব্বল্য। যাঁহারা

ফলিত-জ্যোতিষের প্রথম শিক্ষণীয় বিষয়গুলি জানেন, কিসে গ্রহ সবল ও কিসে দুর্ব্বল হয়, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞাত নহে।

এই ষোলটি যোগ ধীরচিত্তে বিচার করিলে দেখা যায়, তাজিকাচার্য্যগণ চন্দ্রকে একটা বিশেষ স্থান দিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য প্রথমেই চন্দ্রের বলাবল নির্ণয় করা বিশেষ প্রয়োজন।

সূর্য্য হইতে ১২শস্থ কিংবা বৃশ্চিকের আদ্যখণ্ডস্থ বা তুলার অন্তখণ্ডস্থ চন্দ্র দুর্ব্বল চন্দ্র যে রাশিতে থাকে তাহার অধিপতির দ্বারা দৃষ্ট না হইলেও দুর্ব্বল হয়। শূন্যমার্গগত অর্থাৎ স্বক্ষেত্রাদি পদ রহিত চন্দ্রও দুর্ব্বল, ক্ষীণ চন্দ্র এবং রাশির অন্তিমস্থ চন্দ্র দুর্ব্বল। শুক্লপক্ষে দিবাতে বিষমস্থ চন্দ্র শনিদৃষ্ট এবং কৃষ্ণপক্ষে রাত্রিতে সমস্থ চন্দ্র মঙ্গল দৃষ্ট হইলে বিশেষ দুর্ব্বল ও অনিষ্টকারী হয় না। ইহার বিপরীত হইলে ফলও বিপরীত হয়।

উপরোক্ত ষোলটি যোগের মধ্যে ইত্থশাল ও ইস্‌রাফ যোগ দুইটি প্রধান। ইত্থশাল ও ইস্‌রাফ যোগ দুইটিকে ইংরাজিতে যথাক্রমে Applying ও Separating aspect বলা হইয়া থাকে। যদি শীঘ্রগামী গ্রহের স্ফুট মন্দগামী গ্রহের স্ফুট অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে ইত্থশাল যোগ হয়। ইহার দ্বারা এই বুঝা যায় যে, শীঘ্রগামী গ্রহের গতি মন্দগামী গ্রহের গতি অপেক্ষা বেশী হওয়ায়, অতি অল্পসময়ের মধ্যে একটি প্রেক্ষা সম্পূর্ণ হইবে। অপর পক্ষে মন্দগামী গ্রহের স্ফুট অপেক্ষা যদি শীঘ্রগামী গ্রহের স্ফুট বেশী হয়, তাহা হইলে ইস্‌রাফ যোগ হইয়া থাকে, অর্থাৎ দুইটি গ্রহের দ্বারা কোন একটি প্রেক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে, এবং উক্ত দুইটি গ্রহের মধ্যে যেটি শীঘ্রগামী তাহার স্ফুট বেশী হওয়ায় বোঝা যাইতেছে, গ্রহটি

অতি অল্পসময়ের মধ্যেই ঐ প্রেক্ষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে সরিয়া যাইবে, এইজন্য ইহাকে Separating aspect বলে। কিন্তু তাজিককারগণ যে, ইত্থশাল ও ইস্‌রাফকে যথাক্রমে শুভ ও অশুভ যোগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। বস্তুতঃ, এ ধারণার মূলে কোন ভিত্তি নাই। ধরা যাক্, দুইটি গ্রহের মধ্যে যেটি শীঘ্রগামী তাহার স্ফুট মন্দগামী গ্রহের স্ফুট অপেক্ষা কম, এবং গ্রহদুইটির দ্বারা অশুভ স্কোয়ার প্রেক্ষা সম্পূর্ণ হইবে। তাজিকের মতে ইহাতে ইত্থশাল যোগ হইলেও, কখনই শুভফল হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে অশুভ ফল আরও প্রবলভাবে হইবে। অপর পক্ষে ইসরাফ যোগে গ্রহ যখন অশুভ স্কোয়ার প্রেক্ষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন মন্দফলের জোর কমিতে থাকে এবং তাহাকে কখনই পূর্ণ অশুভদায়ী বলিতে পারা যায় না। মোট কথা ইত্থশাল ও ইস্‌রাফ যোগ শুভ ও অশুভ যোগ নহে। ইহার দ্বারা বুঝায় এই যে, যখন ইত্থশাল যোগ হইবে, তখন প্রেক্ষা সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, ফলে প্রেক্ষার ফল শুভই হউক, আর অশুভই হউক, তাহা অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে। আবার ইস্‌রাফ যোগে গ্রহ প্রেক্ষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে চলিয়া যাওয়ায়, প্রেক্ষার যাহা ফল তাহা কমিতে থাকে এবং তাহার ফল অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না। সেই জন্য ইত্থশাল ও ইস্‌রাফ যোগকে শুভ ও অশুভ না বলিয়া প্রবল ও দুর্ব্বল যোগ বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বর্ষ-প্রবেশের সময়-নির্ণয়

আমি পূর্বে বলিয়াছি, রবি নাক্ষত্রিক চক্রের যে বিন্দুতে উপস্থিত হইলে জাতকের জন্ম হয়, পুনরায় রবি যে সময়ে সেই বিন্দুতে ফিরিয়া আসে, সেই সময়কে জন্ম সময় মনে করিয়া চক্র প্রস্তুত করিতে হইবে। নাক্ষত্রিক চক্রের একবিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া, ঠিক সেই বিন্দুতে ফিরিয়া আসিতে রবির লাগে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মি ৯'৫৫ সেকেণ্ড। এই সময়ের নাম Sidereal year বা নাক্ষত্রিক বর্ষ। এতদ্দেশীয় বহু জ্যোতিষীই তাজিকের বর্ষ-ফল নির্ভুলভাবে মিলাইতে পারেন না, তাহার প্রধান কারণ তাঁহারা নাক্ষত্রিক বর্ষমান না ধরিয়া, সিদ্ধান্ত-রহস্যের বর্ষমান ধরিয়া লগ্ন বাহির করেন। পুরাতন তাজিক গ্রন্থগুলিতে ঐ ভ্রমপূর্ণ বর্ষমানই গ্রহণ করা হইয়াছে। নীলকণ্ঠের তাজিকগ্রন্থে বর্ষপ্রবেশের সময় ঠিক করিবার নিয়ম এইরূপ আছে—গতবর্ষের সহিত তাহার চতুর্থাংশ যোগ করিতে হইবে, এবং গত বর্ষ সংখ্যাকে ২১ দিয়া গুণ করিয়া ৪০ দিয়া ভাগ করিলে যে দণ্ড পলাদি হইবে, তাহা উক্ত গতবর্ষ এবং তাহার চতুর্থাংশের সহিত যোগ করিলেই বর্ষপ্রবেশের, সময় হইবে, ইহাতে বর্ষমান হয় ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩০ বিপল। কিন্তু এই বর্ষমান দৃক্-সিদ্ধ নহে। অতএব এই বর্ষমান গ্রহণ করিলে, ফল মেলা সম্ভব নয়।

নিম্নলিখিত বিশুদ্ধ বর্ষমান গ্রহণ করিয়া বর্ষপ্রবেশ না করিলে, ফল মিলিবার আশা করা বৃথা।

নাক্ষত্রিক বর্ষহিসাবে বর্ষারম্ভ বাহির করিতে হইলে, প্রতি বৎসর ১বার ১৫দণ্ড, ২২ পল ৫২ বিপল হিসাবে বৃদ্ধি করিয়া, তাহার সহিত জন্ম বার দণ্ড, পল ইত্যাদি যোগ করিতে হইবে। বারাঙ্ক গণনার নিয়ম—রবি ১ সোম ২ মঙ্গল ৩ ইত্যাদি। যদি বারাঙ্ক সাতের বেশী হয়, তাহা হইলে তাহাকে সাত দিয়া ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই বারাঙ্ক বুঝিতে হইবে। জন্মবার, দণ্ড, পলের সহিত কোন্ বৎসর কত যোগ করিতে হইবে তাহার খণ্ডা নীচে দেওয়া গেল।

বৎসর	বার	দণ্ড	পল	বিপল	বৎসর	বার	দণ্ড	পল	বিপল
১	১	১৫	২২	৫৪	১০	৫	৩৩	৪৯	০
২	২	৩০	৪৫	৪৮	২০	৪	৭	৩৮	০
৩	৩	৪৬	৮	৪২	৩০	২	৪১	২৭	০
৪	৫	১	৩১	৩৬	৪০	১	১৫	১৬	০
৫	৬	১৬	৫৪	৩০	৫০	৬	৪৯	৫	০
৬	০	৩২	১৭	২৪	৬০	৫	২২	৫৪	০
৭	১	৪৭	৪০	১৮	৭০	৩	৫৬	৪৩	০
৮	৩	৩	৩	১২	৮০	২	৩০	৩২	০
৯	৪	১৮	২৫	৬	৯০	১	৪	২১	০

একটা উদাহরণ লওয়া যাক্। এক ব্যক্তির ১৩১০ সালে ৯ই শ্রাবণ শনিবার বেলা ১৩ দণ্ড ২৫ পল সময়ে জন্ম হইয়াছে। তাহার ১৩৪১ সালের

শ্রাবণ মাসে কোন দিন কোন সময়ে ৩১ বর্ষ পূর্ণ হইয়া ৩২ বর্ষ আরম্ভ হইবে ?

এখানে গতবর্ষ হইতেছে ১৩৪১ — ১৩১০ = ৩১ বৎসর। সুতরাং, আমাদের খণ্ডা হইতে এইভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

	দিন	দণ্ড	পল	বিপল
৩০ বৎসর	= ২	৪১	২৭	০
১ বৎসর	= ১	১৫	২২	৫৪
৩১ বৎসর	= ৩	৫৬	৪৯	৫৪

ইহার সহিত যোগ করিতে হইবে জন্মবারের জন্য ৭ দিন এবং জন্ম দণ্ডাদি ১৩।২৫—অর্থাৎ

	দিন	দণ্ড	পল	বিপল
	৩	৫৬	৪৯	৫৪
+	৭	১৩	২৫	
হইল	১১	১০	১৪	৫৪

দিনের সংখ্যা ৭ এর বেশী হওয়ায় ৭ বাদ দিয়া হইল বারাদি ৪।১০।১৪।৫৪ অর্থাৎ ১৩৪১ সালের ৯ই শ্রাবণ বা তাহার কাছাকাছি যে দিন বুধবার হইবে, সেইদিন ১০ দণ্ড ১৪ পল ৫৪ বিপল সময়ে জাতকের ৩২ বর্ষপ্রবেশ হইবে। ঐ সময়ের গ্রহসংস্থান ও লগ্নাদিভাবের স্ফুট ঠিক করিয়া যে কুণ্ডলী হইবে, তাহাই জাতকের ৩২ বৎসরের ঘটনার নির্দ্দেশক।

মুন্থা

বর্ষপ্রবেশের মুন্থা একটি বিচিত্র জিনিষ। মুন্থার অর্থ চালিত লগ্ন। এইরূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে যে, জন্মলগ্ন যেন প্রতি বৎসর একরাশি বা ৩০

অংশ করিয়া সরিয়া যাইতেছে। জন্ম বৎসরে জন্মলগ্ন ও মুন্থা একই। দ্বিতীয় বর্ষে মুন্থা জন্মলগ্ন হইতে দ্বিতীয় রাশিতে, তৃতীয় বর্ষে তৃতীয় রাশিতে এইরূপ ভাবে দ্বাদশ বর্ষে দ্বাদশ রাশি অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষে জন্মলগ্নে আসিয়া উপস্থিত হয়; এবং পুনরায় চতুর্দ্দশ বর্ষে দ্বিতীয় রাশিতে, পঞ্চদশ বর্ষে তৃতীয় রাশিতে, এই ভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। বার বৎসর অন্তর মুন্থা একই রাশিতে পড়ে; এই মুন্থা হইতে বর্ষ প্রবেশের অনেক কিছু বিচার করিতে হয়। বস্তুতঃ বর্ষপ্রবেশ বিচারে মুন্থার গুরুত্ব খুব বেশী। নিম্নে সাধারণভাবে মুন্থার ভাবস্থিতি ফল লিখিত হইল। এই ভাবস্থিতি বর্ষ লগ্ন হইতে বিশেষভাবে বিচার্য্য।

মুন্থা ফল

জন্মলগ্নের উপর মুন্থা পড়িলে, সেই বর্ষে শত্রুক্ষয়, সম্মান বৃদ্ধি, সুত লাভ, বাহন লাভ, প্রতাপ বৃদ্ধি, বিবিধ উদ্যম, রাজানুগ্রহ ও চাকুরী লাভ, ধনলাভ এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। সেইরূপ—

ধনভাবে—উৎসাহ, অর্থাগম, রাজাশ্রয়ে লাভ, সম্মান, উত্তম ভোজন, বল-পুষ্টি-সৌখ্যলাভ।

ভ্রাতৃভাবে—স্বীয় বিক্রমে বিত্ত-যশঃ-সুখলাভ, সৌন্দর্য্য, সৌখ্য, দেব-দ্বিজে ভক্তি, সর্ব্বপ্রকার তনু পুষ্টি, কীর্ত্তি, নৃপাশ্রয়।

বন্ধুভাবে—দেহপীড়া, শত্রুভয়, আত্মীয়ের সহিত বিরোধ, মনস্তাপ, নিরুদ্যম, লোকনিন্দা, রোগবৃদ্ধি, ও দুঃখ।

পুত্রভাবে—সদ্বুদ্ধি, সৌখ্য-পুত্র-বিত্ত লাভ, প্রতাপ-বৃদ্ধি, বিবিধ বিলাস, দেবদ্বিজার্চ্চনা, রাজপ্রসাদ।

রিপুভাবে—শরীরের কৃশতা, শত্রুবৃদ্ধি, রোগভয়, চৌরভয়, রাজভয়, কার্য্যনাশ, অর্থক্ষতি, দুর্ব্বুদ্ধি, কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতাপ।

জায়াভাবে—স্ত্রী-বন্ধু-নাশ, ব্যসন, শত্রুভয়, উৎসাহ-ভঙ্গ, ধন ও ধর্ম্ম নাশ, রোগ, মোহ, বিরুদ্ধ চেষ্টা।

মৃত্যুভাবে—শত্রু ও তস্কর হইতে ভয়, ধর্ম্ম-অর্থ নাশ, রোগ, বলক্ষয়, দূরগমন।

ধর্ম্মভাবে—প্রভুত্ব, রাজা হইতে অর্থ-প্রাপ্তি, ধর্ম্মে উৎসাহ, পুত্র-কলত্র-সৌখ্য, দেবদ্বিজে ভক্তি, পরম যশঃ, ভাগ্যোদয়।

কর্ম্মভাবে—রাজানুগ্রহ, স্বজনের উপকার, সৎকার্য্য, সিদ্ধি, দেব-দ্বিজেভক্তি, যশোবৃদ্ধি, বিবিধ প্রকারে অর্থলাভ, পদপ্রাপ্তি।

লাভভাবে—বিলাস, সৌভাগ্য, আরোগ্য, মনঃপ্রসাদ, রাজাশ্রয়ে ধন-প্রাপ্তি, মিত্র-পুত্র-সৌখ্য।

ব্যয়ভাবে—ব্যয়াধিক্য, দুষ্টসঙ্গ, রোগ, বিভ্রম, স্বজন হইতে শত্রুতা।

কোন্ ভাবে মুন্থা পড়িলে তাহার কি ফল হইবে, তাহা বলা হইল। কিন্তু এই ফল বিচার করিবার সময় ইহাও লক্ষ্য রাখা উচিত যে, মুন্থা কোন পাপ গ্রহের দ্বারা অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত কিনা, যদি তাহা হয় তবে উপরোক্ত শুভ ফলের বদলে বিপরীত অশুভ ফলই হইবে।

মুন্থার উপর কি প্রেক্ষা হইতেছে তাহা জানিতে হইলে, মুন্থার স্ফুট জানা প্রয়োজন। বর্ষপ্রবেশকালে মুন্থার স্ফুট নির্ণয় করা খুবই সহজ। জন্ম লগ্নের স্ফুটের রাশি, অংশ, কলা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া, তাহার রাশির সংখ্যার সহিত গত বর্ষের সংখ্যা যোগ করিলে, যে রাশ্যংশাদি হইবে তাহাই

মুন্থার স্ফুট। অবশ্য যোগ করিয়া ১২র বেশী হইলে, ১২ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগশেষ গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন কাহারো জন্মলগ্ন স্ফুট ৯।১৭।২৩ এবং বর্ষ-প্রবেশের গত-বর্ষ সংখ্যা ৩১। এখানে যোগ করিয়া হইবে, ৪০।১৭।২৩; এখন ৪০ কে ১২ দিয়া ভাগ করিলে করিলে ভাগশেষ থাকে ৪। অতএব ঐ বর্ষের মুন্থা-স্ফুট হইবে ৪।১৭।২৩।

জন্মলগ্নের ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ১২শস্থ মুন্থা যদি পাপযুক্ত, পাপদৃষ্ট বা পাপ গ্রহের সহিত ইত্থশালী বা ইস্‌রাফ যোগযুক্ত হয়, তবে সেই ভাবের ফল নাশ করে।

মুন্থার সহিত শুভগ্রহ ও যে ভাবে মুন্থা পড়িয়াছে সেই ভাবাধিপতি গ্রহের যোগ, দৃষ্টি, ও ইত্থশাল দ্বারা শুভ হয়। কিন্তু পাপদৃষ্ট বা যুক্ত মুন্থা অথবা পাপগ্রহের সহিত তাহার ইত্থশাল অশুভ দায়ী।

এইখানে প্রথম শিক্ষার্থীর কয়েকটি বিষয় জানা প্রয়োজন। সাধারণ হোরা গ্রন্থগুলির মতে দুঃস্থান তিনটি, ষষ্ঠ অষ্টম ও দ্বাদশ। কিন্তু তাজিকের মতে আরও দুইটি অতিরিক্ত দুঃস্থান কল্পিত হইয়াছে, সেই দুইটি চতুর্থ ও সপ্তম। হোরা গ্রন্থ গুলির মধ্যে ষষ্ঠ ভাব উপচয় হইলেও, যেমন তাহার দুঃস্থানত্বও আছে, তেমনি তাজিকের মতে চতুর্থ, সপ্তম কেন্দ্র হইলেও দুঃস্থান। অতএব মুন্থা পাপপীড়িত হইয়া বর্ষলগ্ন হইতে চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম অষ্টম ও দ্বাদশ ভাবের কোন একটি ভাবে থাকিলে, তাহা জন্ম লগ্ন হইতে যে ভাবে পড়িবে সেই ভাবের হানি হইবে।

উপরে বিভিন্ন গ্রহের সহিত মুন্থার কৃত প্রেক্ষা, ইত্থশাল, ইস্‌রাফ, প্রভৃতি যোগের কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা মুন্থার স্ফুট হইতে বিচার

করিতে হইবে। অর্থাৎ মুন্থাকেও ঠিক একটী গ্রহের মত কল্পনা করিয়া এই যোগগুলি নির্ণয় করিতে হইবে। মুন্থার গতি প্রতি বৎসরে ৩০ অংশ। অতএব উহা শনি ও রাহুর অপেক্ষা শীঘ্রগামী এবং অন্য সকল গ্রহ হইতেই মন্দগামী। ইত্থশাল, ইসরাফ বিচারের সময় এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে।

বর্ষপ্রবেশকালে লগ্ন হইতে অশুভ ভাবস্থ মুন্থা যদি জন্মলগ্ন হইতেও অশুভ ভাবস্থ হয়, তাহা হইলে সেই বর্ষে বিশেষ কিছু শুভ হয় না। ঐরূপ মুন্থা পাপপীড়িত হইলে বর্ষটিই দুর্বৎসর বুঝিতে হইবে।

এই গেল মুন্থা সম্বন্ধে সাধারণ ফল। এতদ্ভিন্ন তাজিক গ্রন্থগুলিতে মুন্থার সহিত গ্রহের সম্বন্ধ বা মুন্থা যে রাশিতে পতিত হইয়াছে সেই রাশ্যধিপতির সহিত মুন্থার সম্বন্ধ বিচার করিয়া ফল বলার রীতি আছে। নীচে কোন গ্রহের ক্ষেত্রে মুন্থা পড়িলে কি ফল হয় তাহা দেওয়া গেল।

মেষ ও বিছা—মঙ্গলের ক্ষেত্র। মঙ্গলের ক্ষেত্রে মুন্থা পড়িলে, অথবা মঙ্গল ও মুন্থা এক গৃহগত হইলে, কিংবা মুন্থার উপর মঙ্গলের দৃষ্টি থাকিলে, পিত্তরোগ, অস্ত্রোপচার, অস্ত্রাঘাত ও রক্তপাত হয়। শনি গৃহগত বা শনিদৃষ্ট মুন্থা মঙ্গল যুক্ত হইলেও ঐরূপ ফল হয়।

বৃষ, তুলা, মিথুন, কন্যা—বুধ বা শুক্রের গৃহগত মুন্থা বুধ বা শুক্র দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে, স্ত্রীর সহিত হৃদ্যতা, বুদ্ধির দ্বারা লাভ, সুখ, ধর্ম্ম ও যশঃ হয়। পাপ দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে অশুভ হয়।

ধনু বা মীন—মুন্থা গুরুগৃহগত, গুরু দৃষ্ট বা গুরু যুক্ত হইলে স্ত্রী-পুত্রের সুখ, স্বর্ণ ও বস্ত্র লাভ হয়। উক্তরূপ মুন্থার সহিত শুভগ্রহের ইত্থশাল

হইলে অত্যন্ত শুভ হয় এবং সেই ব্যক্তির অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে ধনাগম হইতে থাকে।

মকর বা কুম্ভ—মুন্থা শনিগৃহগত, শনি দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে বাত রোগ, মানহানি, অগ্নিভয়, ধনক্ষয় হয়। উক্ত মুন্থাতে গুরুর দৃষ্টি থাকিলে শুভ হয়।

কর্কট—চন্দ্রের গৃহ কর্কটে মুন্থা পড়িলে, অথবা চন্দ্র ও মুন্থা একগৃহ-গত হইলে অথবা মুন্থা চন্দ্রদৃষ্ট হইলে, আরোগ্য ও সন্তোষ লাভ হয়। কিন্তু উক্ত মুন্থাতে পাপ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে অতি দুঃখ হয়।

সিংহ—রবির গৃহ সিংহে মুন্থা পড়িলে অথবা মুন্থা সূর্য্যযুক্ত হইয়া এক রাশি গত হইলে, অথবা সূর্য্যদৃষ্ট হইলে, রাজ্য, রাজসঙ্গম, গুণের উৎকর্ষ ও স্থানলাভ হয়।

এতদ্ভিন্ন মুন্থা রাহুর মুখ, পৃষ্ঠ বা পুচ্ছের উপর পড়িলে, কি কি ফল হইতে পারে, তাহার কথাও তাজিক গ্রন্থে উল্লেখ আছে। বর্ষ প্রবেশ কালে যে রাশিতে রাহু থাকিবে সেই রাশির যত অংশ রাহুর ভোগ হইয়াছে তাহা রাহুর পৃষ্ঠ, আর যত অংশ ভোগ হইবে তাহা রাহুর মুখ, রাহু ভোগ্য রাশির সপ্তম রাশি রাহুর পুচ্ছ। অর্থাৎ কেতুই রাহুর পুচ্ছ। সুতরাং কোন গ্রহ অথবা মুন্থা কেতুযুক্ত হইলেই, রাহুর পুচ্ছগত হইবে। রাহুর সহিত যুক্ত কোন গ্রহের স্ফুট যদি রাহুর চেয়ে বেশী হয়, তাহা হইলে সেই গ্রহ রাহুর পৃষ্ঠগত হইবে, এবং রাহুর চেয়ে স্ফুট কম হইলে, তাহা রাহুর মুখে পড়িয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

মুন্থা রাহুর মুখগত হইলে ধনলাভ, যশঃ, সুখ ও ধর্ম্মের উন্নতি হয়।

উক্তরূপ মুন্থাতে গুরু বা শুক্রের দৃষ্টি থাকিলে অথবা মুন্থা গুরু কি শুক্র যুক্ত হইলে, উচ্চপদ, স্বর্ণ, রত্ন ও বস্ত্র লাভ হয়।

মুন্থা রাহুর পৃষ্ঠগত হইলে শুভ ; কিন্তু পুচ্ছগত হইলে, শত্রুভয় ও কষ্ট-দায়ক হয়। উক্তরূপ মুন্থাতে পাপ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, সুখহানি হয়। জন্মকুণ্ডলীতে এইরূপ মুন্থা পাপাদৃষ্ট হইয়া থাকিলে, গৃহসুখ নাশ করে।

যদি মুন্থাপতি বর্ষলগ্ন হইতে ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ১২শস্থ হইয়া অস্তগত, বক্রী কিম্বা পাপযুক্ত বা দৃষ্ট হয়, অথবা পাপ হইতে ৪র্থ বা ৭মস্থ হয়, তবে শুভ ফল হয় না। সেরূপ ক্ষেত্রে রোগ ও ধনক্ষয় হয়।

যদি মুন্থাপতি বর্ষলগ্নের ৮ম পতির সহিত একত্রিত ও ক্ষুত প্রেক্ষার দ্বারা পীড়িত হয়, তাহা হইলে কিছুতেই শুভ ফলের আশা করা যায় না। এই যোগে মৃত্যুতুল্য ও অত্যন্ত দুঃখদায়ক ফল হয়।

মুন্থা ও মুন্থাপতি জন্মকালে শুভযুক্ত ও শুভদৃষ্ট হইয়া বর্ষ-প্রবেশ কালে অশুভ হইলে, বর্ষের প্রথমে শুভ, কিন্তু শেষে অশুভ ফল হয়। আর জন্মকালে অশুভ এবং বর্ষ-প্রবেশকালে শুভ হইলে, প্রথমে অশুভ পরে শুভ হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চাধিকারী

বর্ষপতি বাহির করিতে হইলে, পাঁচটি অধিপতি গ্রহ নির্ণয় করিতে হয়। যথা—জন্মলগ্নের অধিপতি, বর্ষলগ্নের, অধিপতি, যে রাশিতে মুন্থা পড়িবে তাহার অধিপতি, ত্রিরাশিপতি, দিবাতে বর্ষপ্রবেশ হইলে সূর্য্য ভোগ্য এবং রাত্রিতে বর্ষপ্রবেশ হইলে চন্দ্র ভোগ্য রাশিপতি। বর্ষপতি গ্রহের প্রকৃত অর্থ বলীগ্রহ, অর্থাৎ যে গ্রহ বলবান্ হইয়া লগ্ন বা দশমের সহিত ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষা করিবে, সেই গ্রহই বর্ষপতি হইবে। কিন্তু তাজিককারগণ যে উপরোক্ত পঞ্চাধিকারীর মধ্য হইতেই বর্ষপতি নির্ণয় করিতে বলিয়াছেন, তাহা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তবে উপরোক্ত পঞ্চাধিকারীর মধ্যে যদি কোন গ্রহ বলী হইয়া লগ্ন বা দশমের সহিত ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষা করে, তাহার ফলও যে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় তাহা সত্য।

পঞ্চাধিকারীর মধ্যে জন্মলগ্নের অধিপতি, বর্ষলগ্নের অধিপতি, সূর্য্যভোগ্য রাশিপতি এবং চন্দ্রভোগ্য রাশিপতি বাহির করা অতি সহজ। কি করিয়া বাহির করিতে হয় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন মুন্থাপতি ও ত্রিরাশি-পতি কি করিয়া বাহির করিতে হয়, তাহাই বলিব।

ত্রিরাশি-পতি

তাজিক গ্রন্থে ত্রিরাশিপতি এক অভিনব ব্যাপার। জ্যোতিষ শাস্ত্রে

প্রত্যেক রাশির যেমন এক একটি অধিপতি গ্রহ আছে সেইরূপ প্রত্যেক রাশির এক একটি করিয়া ত্রিরাশিপতি কল্পিত হইয়াছে। তবে দিবা ও রাত্রি ভেদে ত্রিরাশিপতি গ্রহ বদলাইয়া যায়। যেমন দিবাতে বর্ষপ্রবেশ হইলে, বর্ষপ্রবেশ লগ্ন যদি মেষ হয় তাহা হইলে ত্রিরাশিপতি হইবে রবি। সেইরূপ রাত্রিতে বর্ষপ্রবেশ হইয়া বর্ষপ্রবেশ লগ্ন মেষ হইলে ত্রিরাশিপতি রবি না হইয়া বৃহস্পতি হইবে। এইভাবে দিবা ও রাত্রি ভেদে ত্রিরাশিপতি গ্রহ নির্ণয় করিতে হয়।

নীচে দিবা ও রাত্রিভেদে প্রত্যেক রাশির ত্রিরাশিপতি গ্রহের টেবিল দেওয়া হইল।

রাশি	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বিছা	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
দিবা	র	শু	শ	শু	বৃ	চ	বু	ম	শ	ম	বৃ	চ
রাত্রি	বৃ	চ	বু	ম	র	শু	শ	শু	শ	ম	বৃ	চ

পঞ্চবর্গী বল

বর্ষফল জানিতে হইলে প্রেক্ষা-বিচার যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, সেইরূপ প্রত্যেক গ্রহের বল-নির্ণয়ও অবশ্য কর্ত্তব্য। গ্রহগণের বলের তারতম্য হেতু তাহাদের ফলেরও তারতম্য হইয়া থাকে। সেইজন্য তাজিক গ্রন্থে বলা হইয়াছে, বর্ষপতি জানিতে হইলে পঞ্চাধিকারী বাহির করিয়া পরে তাহাদের পঞ্চবর্গী বল নির্ণয় করিবে। পঞ্চবর্গীর অর্থ, গ্রহের পাঁচটি বর্গের বলের সমষ্টি। ক্ষেত্র, উচ্চাংশ, হদ্দা, দ্রেক্কাণ ও নবাংশ এই পাঁচটি লইয়া পঞ্চবর্গ। ইহাদের কোন্ স্থানে কিরূপ বল ধরিতে হইবে, তাহা নীচে দেওয়া গেল।

নিজ ক্ষেত্রে	৩০	কলা
স্বচ্চাংশে	২০	,,
হদ্দায়	১৫	,,
দৃকাণে	১০	,,
নবাংশে	৫	,,
মোট—	৮০	কলা ইহাই গ্রহের পূর্ণবল।

উপরে গ্রহের স্বচ্চাংশ বলের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু তুঙ্গ-বলের কথা বলা হয় নাই। তুঙ্গ বল সাধনের নিয়ম এই—গ্রহস্ফুট রাশ্যাদি হইতে গ্রহের নীচ রাশ্যাদি বাদ দিয়া (যদি রাশির সংখ্যা ৬এর অধিক হয়, তাহা হইলে তাহা ১২ হইতে বাদ দিতে হইবে) বিয়োগাবশিষ্ট রাশিকে অংশ করিয়া ৯ দিয়া ভাগ দিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই সেই গ্রহের তুঙ্গবল। ইহা হইতে বোঝা যায়, গ্রহগণের স্বচ্চাংশ বল ২০ কলা, স্বচ্চাংশ হইতে যত দূরবর্ত্তী হইতে থাকিবে গ্রহের বলও তত কমিতে থাকিবে এবং শেষে স্বনীচাংশে বল শূন্য হইবে। পরে স্বনীচাংশ পার হইয়া গ্রহগণ যত স্বচ্চাংশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে তাহাদের বলও তত বৃদ্ধি পাইবে।

তাহা ছাড়া পঞ্চবর্গীবল সাধনের প্রথমেই বলা হইয়াছে, গ্রহের নিজ ক্ষেত্র হদ্দা প্রভৃতির বল কত, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের কথা কিছুই বলা হয় নাই। নীচে কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ বল ধরা উচিত, তাহা দেওয়া গেল।

অতিমিত্র ক্ষেত্রে	স্বক্ষেত্রবলের		$\frac{3}{4}$	ভাগ
মিত্র ক্ষেত্রে	,,	,,	$\frac{1}{2}$	,,
সম ক্ষেত্রে	,,	,,	$\frac{1}{4}$	,,

শত্রু ক্ষেত্রে স্বক্ষেত্রবলের ১/৪ ভাগ
অতিশত্রু ক্ষেত্রে ,, ,, ১/৮ ,,

বর্ষপতি

বর্ষপতি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পঞ্চাধিকারী গ্রহের মধ্যে যে গ্রহ পঞ্চবর্গী বলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলী হইয়া লগ্ন অথবা দশমের সহিত ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষা করিবে, সেই গ্রহই বর্ষপতি গ্রহ। তাহা ছাড়া, ইহাও বলিয়াছি, তাজিককার যে পঞ্চাধিকারীর মধ্য হইতেই বর্ষপতি নির্ণয় করিতে বলিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কাজেই সমস্ত গ্রহের বল নির্ণয় করিয়া দেখা কর্ত্তব্য কোন্ গ্রহ অধিক বলবান হইয়া লগ্ন বা দশমের সহিত ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষা করিতেছে। যদি এইরূপ হয় যে, কোন গ্রহ পঞ্চবর্গী বলে অধিকতর বলবান্, কিন্তু লগ্ন বা দশমের সহিত কোনরূপ প্রেক্ষা নাই, তাহা হইলে সেই গ্রহ বর্ষপতি হইবে না। অথবা যদি এমন হয় যে, গ্রহগণের বল সমান, তাহা হইলে যে গ্রহ লগ্ন বা দশমের সহিত ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষা করিবে, সেই গ্রহই বর্ষপতি হইবে।

যদি কোন গ্রহই লগ্ন বা দশমকে প্রেক্ষা না করে, তাহা হইলে যে গ্রহ মুন্থাধিপতি সেই গ্রহই বর্ষাধিপতি হইবে।

চন্দ্র বর্ষপতি সম্ভব হইলে, উক্ত পঞ্চগ্রহের মধ্যে যাহার সহিত চন্দ্রের কোনরূপ ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষা হইবে, সেই গ্রহ বর্ষপতি হইবে। যদি কোনরূপ প্রেক্ষা না থাকে, তাহা হইলে চন্দ্রভোগ্য রাশিপতি বর্ষপতি হইবে।

বর্ষপতির ফল

১। বর্ষপতি বর্ষলগ্নের ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ১২শ ভিন্ন অন্যস্থানস্থ হইয়া

পঞ্চবর্গী বলে বলবান্ হইলে, সেই বর্ষে সর্ব্বপ্রকার শুভফল হইয়া থাকে। শরীর নীরোগ, অর্থ, বল ও সুখ লাভ হয়।

২। বর্ষপতি পূর্ণবলী হইলে শুভফল, মধ্যবলী হইলেশুভা শুভ মিশ্রফল, এবং হীনবল হইলে দুঃখ, শত্রুভয় ও নানাপ্রকার শোক হয়।

৩। বর্ষপতি জন্মকালে পূর্ণবলী থাকিলে শুভফল, মধ্যবলী হইলে মাধ্যমিক এবং হীন বল হইলে অশুভ।

গ্রহের স্বাভাবিক কারকতা ধরিয়া কোন্ গ্রহ বর্ষপতি হইলে কি ফল হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

রবি

১। রবি বর্ষপতি হইয়া বলবান্ হইলে চাকুরী, অর্থ, সুখ, ও পুত্রাদি লাভ হয়।

২। রবি বর্ষপতি হইয়া মধ্যবলী হইলে সকল বিষয়ে মধ্যফল। উক্ত রবির সহিত কোন শুভ গ্রহের শুভ ইত্থশাল না থাকিলে, স্বজনের সহিত কলহ, স্থান-চ্যুতি, অসুখ, কৃশ শরীর, রাজভীতি প্রভৃতি অশুভ ফল হয়।

৩। বর্ষপতি রবি হীনবল হইলে বিদেশ-গমন, ধনক্ষয়, শোক, শত্রুভয়, লোক-নিন্দা, উগ্র ব্যাধি, অতি দুঃখ, পিতা হইতে অশান্তি, সুত-মিত্র-ভীতি, প্রভৃতি অশুভ ফল হইয়া থাকে।

চন্দ্র

চন্দ্র বর্ষপতি হইলে, যে গ্রহের সহিত চন্দ্রের ইত্থশাল যোগ থাকে সেই গ্রহকেই বর্ষপতি মনে করিয়া ফল বিচার করিতে হইবে। চন্দ্র যদি শুভ প্রেক্ষায় কম্বুল যোগ বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ পরস্পর শুভপ্রেক্ষায় ইত্থশালী

দুইটি গ্রহের কোনটির সহিত যদি চন্দ্রেরও শুভপ্রেক্ষায় ইত্থশাল্ থাকে, এবং যদি বর্ষপ্রবেশ রাত্রে হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত শুভ হইয়া থাকে। চন্দ্রের যদি কাহারও সহিত ইত্থশাল না হয়, তাহা হইলে অশুভ হয়।

১। বর্ষপতি চন্দ্র পূর্ণবলী হইলে বিত্ত, কলত্র, পুত্র, আলয় এবং নৃপসখিত্ব প্রভৃতি লাভ হয়।

২। বর্ষপতি চন্দ্র মধ্যবলী হইলে শুভাশুভ মিশ্রফল হইয়া থাকে। কিন্তু পাপসহ চন্দ্রের অশুভ ইস্‌রাফ যোগ থাকিলে পুত্র-মিত্র সহ শত্রুতা, স্থানান্তর গমন, শরীর কৃশতা এবং শ্লেষ্মোদ্ভব ব্যাধি হয়।

৩। বর্ষপতি চন্দ্র অস্তগত হইলে, শীতকফাদি রোগ, চৌর্য্যাদি ভয়, স্বজনবিগ্রহ, এবং হীন বল হইলে বিদেশ গমন, স্ত্রী-পুত্র-সুখ বঞ্চিত ও মৃত্যু-তুল্য ফল হয়।

মঙ্গল

১। বর্ষপতি মঙ্গল বলবান্ হইলে, কীর্ত্তি, জয়, শত্রুনাশ, জন-নায়কত্ব, কুলোচিতধন লাভ, লোক পূজা এবং সুত-মিত্র-কলত্র সুখ হয়।

২। বর্ষপতি মঙ্গল মধ্যবলী হইলে রক্তপাত, কোপ, শত্রুদ্বারা ক্ষতি, আত্মীয়গণের উপর কর্ত্তৃত্ব, বল ও গৌরব লাভ এবং মধ্য প্রকার সুখ হয়।

৩। বর্ষপতি মঙ্গল হীনবল হইলে রিপু-তস্কর-অগ্নি ভয়, লোকনিন্দা ও বুদ্ধিভ্রংশ হয়। উক্ত মঙ্গলের প্রতি বৃহস্পতির দৃষ্টি না থাকিলে, কার্য্যে বিঘ্ন, রোগভয়, বিদেশগমন ও ধনক্ষয় হয়।

বুধ

১। বর্ষপতি বুধ বলবান্ হইলে সদ্ব্যবহার, বিজয়, অর্থলাভ, কলা-গণিত জ্ঞান, চিকিৎসা জ্ঞান, রাজাশ্রয়ে খ্যাতি ও মন্ত্রিত্ব লাভ হয়।

২। বর্ষপতি বুধ মধ্যবলী হইলে দেশভ্রমণ হয়। বুধের সহিত অন্য শুভ গ্রহের শুভপ্রেক্ষা বা ইত্থশাল হইলে, বাণিজ্য ও পুত্রমিত্র-সুখ হয়। অশুভ গ্রহের পাপ প্রেক্ষায় ইত্থশালে বিপরীত ফলেরই আশা করা যায়।

৩। বর্ষপতি বুধ হীনবল হইলে, বলবুদ্ধিহানি, ধনক্ষয়, বুদ্ধির দোষে অথবা নিজের কথার জন্য ক্ষতি ও বিবাদ, বিপক্ষ হইতে বিপদ, এবং ব্যবসায়ে ও অপরের সহিত লেন-দেনের ব্যাপারে ক্ষতি, পুত্রহানি, ধননাশ ও বন্ধুবিচ্ছেদ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি

১। বর্ষপতি বৃহস্পতি পূর্ণবলী হইলে পারিবারিক সুখ, ধর্ম্ম ও গুণ-বৃদ্ধি ; ধন, কীর্ত্তি, পুত্র, মিত্র ও বিক্রমপ্রাপ্তি ; কার্য্য লাভ, রাজসুখ ও শত্রুনাশ হয়।

২। বর্ষপতি বৃহস্পতি মধ্যবলী হইলে নৃপসঙ্গ, বিদ্যায় ও শাস্ত্রে পারদর্শিতা প্রভৃতি ফল হয়। কিন্তু যদি অশুভ গ্রহের সহিত ইস্‌রাফ যোগ হয় তাহা হইলে দারিদ্র্য, অর্থক্ষয় ও কলত্র-পীড়ার আশঙ্কা থাকে।

৩। বর্ষপতি গুরু হীনবল হইলে ধন, ধর্ম্ম ও সুখের হানি, স্ত্রী পুত্র ও বন্ধুর সহিত বিচ্ছেদ, লোকনিন্দা, অতি কষ্ট, কফ রোগ এবং শত্রুর সহিত বিবাদ হয়।

শুক্র

১। বর্ষপতি শুক্র বলী হইলে, নিরোগিতা, বিলাস, ভোগ, সুন্দর ভোজ্যলাভ, কল্যাণ, প্রতাপ, বিজয়, স্ত্রীজনিত সুখ এবং রাজকর্ম্ম হইতে ধন লাভ হয়।

২। বর্ষপতি শুক্র মধ্যবলী হইলে উপরোক্ত ফলগুলি মধ্যবিধ হইয়া থাকে। যদি উক্ত শুক্র পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হয় তাহা হইলে, অর্থনাশ ও বিপদ হয়।

৩। বর্ষপতি শুক্র হীনবল হইলে মনস্তাপ, লোকোপহাস, বিপদ, নিজবৃত্তিনাশ, স্ত্রী ও বন্ধুর সহিত বিবাদ, বিফলতা এবং শৌর্য্যহানি হয়।

শনি

১। বর্ষপতি শনি পূর্ণবলী হইলে নূতন গৃহ, ভূমি, ও ক্ষেত্র প্রাপ্তি হয়। ম্লেচ্ছ বা রাজার নিকট হইতে ধনলাভ, উদ্যান-নির্ম্মাণ, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, সৌখ্য, অঙ্গপুষ্টি এবং কুলোচিত পদপ্রাপ্তি হয়।

২। বর্ষপতি শনি মধ্যবলী হইলে মধ্যম ফল ও পরিশ্রমের দ্বারা ধন লাভ হইতে পারে। পাপযুক্ত বা পাপগ্রহের ক্ষুত প্রেক্ষাবিশিষ্ট হইলে অশুভ হয়।

৩। বর্ষপতি শনি বলহীন হইলে অর্থহানি, বিপদ ও শত্রুভয় হইয়া থাকে। স্ত্রী, পুত্র ও বন্ধুর সহিত বিবাদ ও কদন্ন ভোজন করিতে হয়। শুভযুক্ত বা বলবান শুভ গ্রহের সহিত মিত্র প্রেক্ষায় ইত্থশাল হইলে সামান্য কিছু শুভ হইতে পারে।

বর্ষপতি গ্রহের ফল জানিতে হইলে শুধু বর্ষপ্রবেশকালে সেই গ্রহের

বল নির্ণয় করিলে চলিবে না। জন্মসময়ে সেই গ্রহের বল কিরূপ ছিল তাঁহাও নির্ণয় করা প্রয়োজন। কারণ বর্ষপতিগ্রহের ফল জন্মসময়ের ও বর্ষপ্রবেশ সময়ের বলের উপর নির্ভর করে। কোন গ্রহ যদি বর্ষপ্রবেশকালে পূর্ণবলী হয় কিন্তু জন্মকালে হীনবল থাকে তাহা হইলে সেই গ্রহ কখনই তাহার পূর্ণবলের পূর্ণ শুভ ফল দিতে পারে না। ধরা যাক্, কোন জাতকের জন্মকুণ্ডলীতে শনি হীনবলী হইয়া অর্থকষ্টের নির্দ্দেশ করিতেছে। এখন উক্ত জাতকের বর্ষপ্রবেশের সময় শনি যদি পূর্ণবলী হইয়া অর্থলাভের সূচনা করে, তাহা হইলেও জাতক অর্থশালী হইতে পারে না। বড় জোর তাহার কোনরূপ অর্থ-কষ্ট না হইতে পারে। ঠিক সেই রূপ, কোন গ্রহ যদি জন্ম সময়ে শুভফলের সূচনা করে, তবে বর্ষপ্রবেশ সময়ে মন্দ ফলের সূচনা করিলেও, পূর্ণমাত্রায় মন্দফল হইতে পারে না।

তাহা ছাড়া, বর্ষপতি গ্রহের ফল বাহির করিবার সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যে, বর্ষপতি গ্রহের সহিত অন্য গ্রহের কোন প্রেক্ষা আছে কিনা। যদি থাকে, তবে সেই প্রেক্ষার স্বভাব অনুযায়ী বর্ষপতি গ্রহের ফল কল্পনা করিতে হইবে।

ইত্থশাল যোগ হইলে, ইহাও দেখা কর্ত্তব্য যে, বর্ষপতির সহিত যে গ্রহের ইত্থশাল হইয়াছে, সেই গ্রহ শত্রু কিংবা মিত্র হদ্দাতে অবস্থিত। শত্রু কিংবা মিত্র হদ্দাতে অবস্থিত যেরূপ হইবে তাহাদের ফলেরও সেইরূপ তারতম্য হইবে।

ইহা ভিন্ন জন্মকালে যে গ্রহ যেরূপ ফলপ্রদ ছিল, তাহার সহিত বর্ষলগ্নপতি ও বর্ষপতির অশুভ ইসরাফ যোগ হইলে, জন্মকালের ন্যায় ফল দিবে না।

শুভ ইত্থশাল যোগ হইলে শুভফল ও অশুভ ইস্‌রাফ হইলে অশুভ হইবে।

তাজিককারগণের গ্রন্থ রচনার পরে, আরও দুইটি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইংরাজিতে ইহাদের নাম ইউরেনাস বা হার্সেল ও নেপচুন। বাঙ্গলায় ইহাদের যথাক্রমে নাম দেওয়া হইয়াছে প্রজাপতি ও বরুণ। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণ বরুণ ও প্রজাপতি লইয়া গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই দুইটি গ্রহের শক্তি মানব জীবনের উপর যেরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে, তাহাতে উক্ত গ্রহ দুইটিকে কোনমতেই অবহেলা করা চলে না। মানব জীবনে এমন অনেক ঘটনা ছিল, এতদিন জ্যোতির্ব্বিদেরা তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ খুজিয়া পাইতেছিলেন না। কিন্তু গ্রহ দুইটি আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে অনেক ঘটনারই সুসঙ্গত কারণ পাওয়া যাইতেছে। কাজেই এই গ্রহ দুইটিকে বাদ দেওয়া সঙ্গত নয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি বর্ষপতি গ্রহ জানিয়া তাহার ফল বলিতে হইলে, প্রথমে বল নির্ণয় করা উচিত। অন্যান্য গ্রহের যেরূপ ভাবে পঞ্চবর্গী বল নির্ণয় করিবার কথা বলিয়াছি বরুণ ও প্রজাপতিরও ঠিক সেইভাবে পঞ্চবর্গী বল নির্ণয় করিতে হইবে। পঞ্চবর্গী বল নির্ণয় করিতে হইলে ক্ষেত্র ও তুঙ্গস্থান জানা প্রয়োজন। বরুণের ক্ষেত্র মীন এবং তুঙ্গস্থান সিংহ, প্রজাপতির ক্ষেত্র কুম্ভ এবং তুঙ্গস্থান বৃশ্চিক।

বর্ষপতি গ্রহের ফল বলিবার সময় প্রত্যেক গ্রহেরই প্রেক্ষাগুলি বিচার করা প্রয়োজন। প্রেক্ষা সম্বন্ধে গবেষণার দ্বারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ফল আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন, তাহা নীচে দেওয়া গেল।

রবি

রবি ☌ চন্দ্র অথবা চন্দ্রের সহিত যে কোন শুভপ্রেক্ষার ফল,— সর্ব্ববিষয়ে সাফল্য, পারিবারিক সুখ ও শান্তি, স্বাস্থ্যলাভ, গুরুজন অথবা উচ্চতম কর্ম্মচারীর নিকট সুনাম, কার্য্যে উন্নতি অথবা রবি বা চন্দ্র যে ভাবে স্থিত সেই ভাবের শুভ।

রবি ও চন্দ্রের **অশুভ প্রেক্ষার** ফল—শুভ প্রেক্ষার বর্ণিত ফলের বিপরীত, অথবা রবি ও চন্দ্র যে ভাবে স্থিত কিংবা যে ভাবের অধিপতি সেই ভাবের অশুভ, পারিবারিক অশান্তি, স্বাস্থ্যভঙ্গ, চাকুরী বা দেশের কার্য্যে ঝঞ্ঝাট।

রবি ☌ বুধ

রবি ও বুধের ☌ বিচার করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে বুধ কখনই রবি হইতে ২৮° অংশের বাহিরে যায় না। কাজে কাজেই বুধ যদি রবি স্ফুট হইতে ৫ অংশের মধ্যে না থাকে তাহা হইলে ☌ এর বিশেষ কোন মূল্য নাই।

স্থৈর্য্য, কার্য্যে প্রেরণা ; গবেষণা ও পড়াশুনার ব্যাপারে শুভ।

রবি ☌ শুক্র

স্নেহ বা প্রীতিপূর্ণ হৃদয় ; বন্ধু, সমাজ, আমোদ-প্রমোদ ও সঙ্গী হইতে আনন্দ; প্রণয় ব্যাপারে শুভ, বিবাহ ও উত্তম বস্ত্র লাভ; গান বাজনা অথবা শিল্পকার্য্যে প্রেরণা ; চাকুরী অথবা পিতামাতার নিকট হইতে অর্থপ্রাপ্তি।

রবি ∠ শুক্র

শুক্র রবি স্ফুট হইতে কখনই ৪৮ ডিগ্রীর বাহিরে যায় না। কাজে

কাজেই রবির সহিত শুক্রের ∠ একমাত্র অশুভ প্রেক্ষা। কিন্তু ইহা বিশেষ অশুভ নহে। এই প্রেক্ষা হইলে, উপরোক্ত শুভ প্রেক্ষার ফলগুলিই ঘটিয়া থাকে, তবে কায্যক্ষেত্রে সামান্য বাধা বিপত্তি সৃষ্টি হইতে পারে।

রবি ও মঙ্গলের শুভ প্রেক্ষায়

স্বাস্থ্যোন্নতি, কার্য্যে প্রেরণা, আত্মনির্ভরতা, দুঃসাহসিক কার্য্য, গঠন মূলক কার্য্যে দক্ষতা, প্রভুত্বের প্রবল বাসনা, পিতৃসম্পতি লাভের সম্ভাবনা ও সন্তান সম্ভাবনা। সৈনিক, নাবিক, ডাক্তার অথবা রাজ-কর্ম্মচারীর পক্ষে শুভ। যদি রবি ও মঙ্গল বায়ু রাশিগত হয়, তাহা হইলে বিদ্যালাভের পক্ষে শুভ।

রবি ♂ মঙ্গল অথবা অশুভ প্রেক্ষায়

কার্য্যে প্রেরণা এবং সাহস ও আত্মনির্ভরতা থাকিলেও দুর্ব্বুদ্ধি ও হঠকারিতা প্রকাশ পাইবে, পিতা কিংবা সন্তানের মৃত্যু অথবা তাহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ। গুরুজন অথবা উপরওয়ালার সহিত বিবাদ, পরিবারবর্গ, গুরুজন অথবা জনসাধারণের নিকট হীন প্রতিপন্ন। জ্বর, দৈব দুর্ব্বিপাক, রক্ত-দুষ্টি, কলহ প্রভৃতি অনর্থোৎপত্তি। 'কন্‌জাংশন' প্রেক্ষায় প্রাপ্য সম্পত্তির উদ্ধার হইতে পারে। অন্য যে কোন অশুভ প্রেক্ষায় প্রাপ্য সম্পত্তি হস্তচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা।

রবি ♂ বৃহস্পতি অথবা শুভ প্রেক্ষায়

সততা ও দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ, সম্মান-লাভ, স্বাস্থ্যোন্নতি, কার্য্যসিদ্ধি, জনপ্রিয়তা, সামাজিক ব্যাপারে প্রতিষ্ঠা। ধর্ম্মব্যবসায়ী, আইনজ্ঞ ও

ভ্রমণশীল কর্ম্মচারীর পক্ষে শুভ। যে ভাবে উক্ত গ্রহদ্বয় স্থিত সেই ভাবের পক্ষেও শুভ।

রবি ও বৃহস্পতির অশুভ প্রেক্ষায়

ঝঞ্ঝাট, এবং ধর্ম্ম, আইন ও ভ্রমণের দ্বারা ক্ষতি, হঠকারিতা, ব্যয়-বাহুল্য এবং কখন কখন দ্বিধা ও সঙ্কোচের ভাব প্রকাশ পায়।

রবি ও শনির শুভ প্রেক্ষায়

স্থৈর্য্য, আত্মসংযম, ভবিষ্যতের দৃষ্টি, গঠনমূলক ও দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যেদক্ষতা। পিতা অথবা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে সাহায্য ও অর্থপ্রাপ্তি।

রবি ও শনি অথবা অশুভ প্রেক্ষায়

কর্ম্ম, বৈকল্য; পিতা, গুরুজন বা উপরওয়ালার সহিত মনোমালিন্য কিংবা তাহাদের দ্বারা ক্ষতি, বাধা-বিঘ্ন, শত্রুতা। স্বাস্থ্যহানি।

রবি ও প্রজাপতির শুভ প্রেক্ষায়

মৌলিকতা, স্বাধীনতা, সাধারণের সম্মানলাভ, দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রেরণা, উচ্চাভিলাষ, যে সমস্ত কার্য্যে জনসাধারণের সংশ্রবে আসিতে হয় সেইরূপ কার্য্যপ্রাপ্তি।

রবি ও প্রাজাপতি অথবা অশুভ প্রেক্ষায়

কার্য্য ও সাধারণের নিকট সম্মান লাভের পক্ষে অশুভ, হঠকারিতা। এই প্রেক্ষায় জাতব্যক্তি হঠাৎ অন্যের আত্মসম্মানে আঘাত করিয়া বসে, ফলে নিজেও সেইরূপ আঘাত পায় ও শত্রুতা বৃদ্ধি হয়।

রবি ও বরুণ অথবা শুভ প্রেক্ষায়

উচ্চচিন্তা ও উচ্চভাব, সৌন্দর্য্য, বিলাস, আমোদপ্রিয়।

রবি ও বরুণ অশুভ প্রেক্ষায়

কাব্যে ঝঞ্ঝাট, সাধারণের সমালোচনার পাত্র, কুৎসা প্রচার, আশা-ভঙ্গ, ভ্রষ্ট চরিত্র, কর্ত্তৃপক্ষের কুনজরে পতিত।

চন্দ্রের প্রেক্ষা

চন্দ্র ও বুধ অথবা শুভ প্রেক্ষায়

মনে দৃঢ়তা, জ্ঞানার্জ্জন বা লেখাপড়ার ব্যাপারে শুভ; বিদ্যা, পড়াশুনা, পরীক্ষা বিষয়ে শুভ, ভ্রমণ, কেরানীদের পক্ষে শুভ।

চন্দ্র ও বুধ অশুভ প্রেক্ষায়

হঠকারিতা। মিথ্যা কলহ। লেখাপড়ার ব্যাপারে অথবা দলিলপত্র লইয়া ঝঞ্ঝাট। আত্মীয়বিরোধ। গৃহস্থালীর বিশৃঙ্খলা।

চন্দ্র ও শুক্র অথবা শুভ প্রেক্ষায়

পারিবারিক শান্তি, বন্ধুপ্রীতি; বৈষয়িক উন্নতি, স্ত্রীসৌখ্য। গৃহসুখ। কর্ম্মসিদ্ধি।

চন্দ্র ও শুক্র অশুভ প্রেক্ষায়

অংশী, প্রণয়, বিবাহ ও বন্ধুত্বের ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট। পারিবারিক অশান্তি, বন্ধু বিচ্ছেদ। সামাজিক ঝঞ্ঝাট। মিথ্যা অপবাদ। সঞ্চিত অর্থের নাশ।

চন্দ্র ও মঙ্গল অশুভ প্রেক্ষায়

সাহস ও ধৈর্য্যবৃদ্ধি, দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্তি,মর্ম্মবৃদ্ধি। ভূসম্পত্তি ব্যাপারে শুভ।

চন্দ্র ও মঙ্গল অথবা অশুভ প্রেক্ষায়—

হঠকারিতা বৃদ্ধি। ক্রোধ ও অহমিকার প্রাবল্য। অত্যন্ত উত্তেজনা।

পতনাদি দুর্ঘটনা, জর, অগ্নিভয়। ব্যয়বাহুল্য। বিবাদ, অংশীর দ্বারা ক্ষতি, মাতা বা মাতৃতুল্যের কষ্ট।

চন্দ্র ৫ বৃহস্পতি অথবা শুভ প্রেক্ষায়

ধর্ম্মবৃদ্ধি। গৃহসুখ। সামাজিক প্রতিষ্ঠা। গুরুলাভ বা জ্ঞানবৃদ্ধি। পারিবারিক শান্তি। মাতৃসুখ। ভ্রমণে আনন্দ।

চন্দ্র ও বৃহস্পতির অশুভ প্রেক্ষায়

সাংসারিক বিপর্য্যয়। মাতা, ধর্ম্ম ও ভ্রমণের দিক দিয়া ঝঞ্ঝাট। অপব্যয়। অমিতাচারের জন্য স্বাস্থ্যহানি দেহ পুষ্টির ক্ষয়। অজীর্ণাদি রোগ।

চন্দ্র ও শনি শুভ প্রেক্ষায়

পারিবারিক শান্তি, সংযম, মিতব্যয়িতা। অর্থ বা সম্পত্তির উদ্ধার গৃহভূমির ব্যাপারে ও সঞ্চয়ের ব্যাপারে শুভ।

চন্দ্র ৫ অথবা অশুভ প্রেক্ষায়

সাংসারিক অশান্তি। মাতাপিতার সঙ্গে বিচ্ছেদ বা তাঁহাদের পীড়াদি কষ্ট ব্যবসায়ে ক্ষতি। স্বাস্থ্যহানি, আত্মপরতা। অবনতি।

চন্দ্র ও প্রজাপতি শুভ প্রেক্ষায়

মানসিক উৎকর্ষ। উচ্চ প্রতিষ্ঠা। সহসা ভ্রমণ। অপ্রত্যাশিত লাভ।

চন্দ্র ৫ প্রজাপতি অথবা অশুভ প্রেক্ষায়

মানসিক ও পারিবারিক অশান্তি। গৃহস্থালীর বিশৃঙ্খলা। বাসকষ্ট পতনাদি দুর্ঘটনার আশঙ্কা।

চন্দ্র ☌ বরুণ অথবা শুভ প্রেক্ষায়

ভাব, তন্ময়তা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি। মাতার দিক দিয়া লাভ। দেহ পুষ্টি। আনন্দজনক ভ্রমণ।

চন্দ্র ও বরুণ অশুভ প্রেক্ষায়

স্ত্রীলোকজনিত অশান্তি। মিথ্যা অপবাদ। গুপ্তশত্রুর ভয়।

বুধ

বুধ ☌ অথবা * শুক্র

আনন্দবৃদ্ধি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা; আত্মীয় সুখ, কুটুম্ব-সম্মিলন। আনন্দোৎসবাদি।

বুধ ∠ শুক্র

এই প্রেক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

বুধ ও মঙ্গল শুভ প্রেক্ষায়

মনের উৎকর্ষ, মৌলিকত্ব, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনায় শুভ, এবং ভ্রাতাভগিনীর দিক দিয়া লাভ বা সুখ।

বুধ ☌ মঙ্গল অথবা অশুভ প্রেক্ষায়

হঠকারিতা, কলহ, মিথ্যা কুৎসা রটনা এবং ভ্রাতা, জ্ঞাতি বা কর্ম্মচারীর দ্বারা ক্ষতি অথবা তাহাদের কাহারও মৃত্যু। ভ্রমণে বিপদ।

বুধ ☌ বৃহস্পতি অথবা শুভ প্রেক্ষায়

ধৈর্য্য ও উদারতা। ধর্ম্মবৃদ্ধি। বিবাদে জয়। বিদ্যার্জ্জনের পক্ষে শুভ। ভ্রমণে আনন্দলাভ।

বুধ ও বৃহস্পতি অশুভ প্রেক্ষায়

গোঁড়ামি বৃদ্ধি। অনর্থক কলহ। বিদ্যার্জ্জনে বাধাবিঘ্ন এবং ভ্রমণের দ্বারা অনর্থ-স্থষ্টি।

বুধ ও শনি শুভ প্রেক্ষায়

শৃঙ্খলা, গাম্ভীর্য্য এবং স্মরণশক্তির উৎকর্ষ। শক্তি, অর্থ ও সম্মান লাভ।

বুধ ♂ শনি অথবা অশুভ প্রেক্ষায়

সন্দিগ্ধচিত্ত, ভ্রাতা-ভগিনী, কর্ম্মচারী অথবা ভ্রমণের দ্বারা ঝঞ্ঝাট।

বুধ ♂ প্রজাপতি অথবা শুভ প্রেক্ষায়

জ্ঞানবৃদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা। লেখাপড়া, গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চ্চার পক্ষে শুভ।

বুধ ও প্রজাপতি অশুভ প্রেক্ষায়

শুভপ্রেক্ষায় লিখিত ঘটনার সংশ্রবে ঝঞ্ঝাট, উদ্বেগ ও অশান্তি। অনর্থক দুশ্চিন্তা। বায়ুরোগের প্রবণতা।

বুধ ♂ বরুণ অথবা শুভ প্রেক্ষায়

ধর্ম্মবৃদ্ধি। আধ্যাত্মিক প্রেরণা। বহুমুখীনতা। অদ্ভুত স্বপ্নাদি দর্শন। জন্মকুণ্ডলীতে অনুকূল যোগ থাকিলে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি।

বুধ ও বরুণ অশুভ প্রেক্ষায়

ভ্রাতাভগ্নী বা আত্মীয়স্বজনের জন্য উদ্বেগ ও অশান্তি। চিঠিপত্রে অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ প্রাপ্তি। ভ্রমণে বিপদ। আত্মীয় বা ভৃত্যাদির দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা।

শুক্র

শুক্র ও মঙ্গল শুভ প্রেক্ষায়

প্রণয়ের ব্যাপারে আনন্দ। স্ত্রী-সৌখ্য। স্ত্রীপক্ষ হইতে লাভ। অংশীর সংশ্রবে কিংবা উত্তরাধিকারসূত্রে অর্থপ্রাপ্তি। উদারতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা।

শুক্র ও মঙ্গল অশুভ প্রেক্ষায়

প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে অশুভ। চরিত্রহানি, পত্নীবিচ্ছেদ। স্ত্রীপক্ষ হইতে অথবা অংশীদারের দ্বারা ক্ষতি। ব্যয় বাহুল্য। বিবাদবিসম্বাদ। স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট। সামাজিক প্রতিষ্ঠার হানি।

শুক্র ও বৃহস্পতি শুভ প্রেক্ষায়

প্রণয়, সামাজিকতা, বন্ধুত্ব প্রভৃতি ব্যাপারে শুভ। সাহিত্য, ধর্ম্ম ও ভ্রমণের দ্বারা লাভ। স্ত্রী-পুত্রের সুখ।

শুক্র ও বৃহস্পতি কিম্বা অশুভ প্রেক্ষায়

স্ত্রী-পুত্রের জন্য অশান্তি ও উদ্বেগ। পারিবারিক ঝঞ্ঝাট। প্রণয়ভঙ্গ। অপব্যয়। ধর্ম্মহানি। বিবাদে পরাজয়।

শুক্র ও শনি শুভ প্রেক্ষায়

অর্থাগম, কর্ম্মোন্নতি; ব্যবসায়ের দ্বারা অথবা অর্থপ্রয়োগের দ্বারা লাভ। অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতার দ্বারা অর্থ ও সম্পত্তি বৃদ্ধি। রাজার বা গুরুজনের অনুগ্রহলাভ।

শুক্র ও শনি অশুভ প্রেক্ষায়

ব্যবসায়ে ক্ষতি। কর্ম্মহানি। অর্থাগমে বাধা। অংশীর দ্বারা

ক্ষতি। স্ত্রীজনিত অশান্তি বা স্ত্রীর সহিত বিচ্ছেদ। গুরুজনের অসন্তোষ বা গুরুজনের জন্য কষ্ট। অর্থকষ্ট। ৫ কন্‌জ্যাংশনে শুভাশুভ মিশ্রফল হইয়া থাকে।

শুক্র ও প্রজাপতি শুভ প্রেক্ষায়

উদ্ভাবনীশক্তি বৃদ্ধি। অভিনব উপায়ে অর্থাগম। সহসা লাভ। অদ্ভুত প্রকৃতির বন্ধুর সাহচর্য্য। কোন সংসদ্ পরিষদের সংশ্রবে লাভ। প্রণয়ের ব্যাপারে রোমান্স।

শুক্র ও প্রজাপতি অশুভ প্রেক্ষায়

স্ত্রীলোক হইতে ঝঞ্ঝাট। কুৎসা-রটনার আশঙ্কা। প্রণয় ব্যাপারে হঠকারিতা। প্রণয়ভঙ্গ বা প্রণয়ে বাধাবিঘ্ন।

শুক্র ৫ বরুণ কিম্বা শুভ প্রেক্ষায়

সঙ্গীতাদি শিল্পকলা অনুশীলনের পক্ষে শুভ, এবং প্রণয় বা বিবাহের ব্যাপারে আনন্দ ।

শুক্র ও বরুণ অশুভ প্রেক্ষায়

নিজের বুদ্ধির দোষে বা চুরি ও প্রতারণার দ্বারা ক্ষতি। স্ত্রীজনিত অশান্তি। স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে অপবাদ। অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থনাশ।

মঙ্গল

মঙ্গল ও বৃহস্পতি শুভ প্রেক্ষায়

উদারতা বৃদ্ধি। ভাগ্যবৃদ্ধি ও সহসা লাভ। সর্ব্ববিষয়ে উৎসাহবৃদ্ধি ও উদ্যোগশীলতা। ধর্ম্মবৃদ্ধি। শক্রনাশ ও বিবাদে জয়। স্পেকুলেশনে লাভ।

মঙ্গল ও বৃহস্পতি অথবা অশুভ প্রেক্ষায়

অপব্যয় ও অপচয়। হঠকারিতা বৃদ্ধি। স্পেকুলেশনে বা দ্যূতক্রীড়ায় ক্ষতি। জ্বরাদি পীড়া ও লিভারের বিকৃতি। উদর ও দন্তরোগাদি।

মঙ্গল ও শনি শুভ প্রেক্ষায়

উচ্চাভিলাষ বৃদ্ধি। উন্নতির চেষ্টা। সাহস ও তেজোবৃদ্ধি। গুরুজন বা মুরুব্বীর নিকট সাহায্যলাভ। ভূসম্পতি সম্বন্ধে শুভ।

মঙ্গল ও শনি অথবা অশুভ প্রেক্ষায়

উচ্ছৃঙ্খলতা। সাধারণের অপ্রিয়ভাজন। কুৎসা প্রচার এবং মামলা-মোকদ্দমায় মানহানি। গুরুজনের সহিত মনোমালিন্য। ভূসম্পত্তির ক্ষতি।

মঙ্গল ও প্রজাপতি শুভ প্রেক্ষায়

অনেকটা মঙ্গল ও শনির শুভ প্রেক্ষার মত, তবে মস্তিষ্ক ও মনের উপর এই প্রেক্ষার ফল শুভ নহে। আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা ও অসীম কার্য্য-ক্ষমতা। এই কার্য্যক্ষমতা ভূলপথেও নিয়োজিত হইতে পারে।

মঙ্গল ও প্রজাপতি কিম্বা অশুভ প্রেক্ষায়

সহজে উত্তেজিত। ক্রোধ বৃদ্ধি। বন্ধুবিচ্ছেদ। পতনাদি দুর্ঘটনার আশঙ্কা। শত্রুবৃদ্ধি।

মঙ্গল ও বরুণ শুভ প্রেক্ষায়

এই প্রেক্ষায় হৃদয়ের ভাব ও অনুভূতিবৃদ্ধি এবং উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা আহারবিহারের সুখ ও দেশভ্রমণে আনন্দের সূচক।

মঙ্গল ☌ বরুণ কিম্বা অশুভ প্রেক্ষায়

অসংযত মনোবৃত্তি। ভ্রমণে বিপদ। জল, জলীয়পদার্থ ও বিষ হইতে বিপদের আশঙ্কা। বরুণের সহিত মঙ্গলের শুভ ও অশুভ যে কোন প্রেক্ষাতেই আত্মসম্মান লাভের প্রবল ইচ্ছা দেখা যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভোগের ব্যাপারে একটা অসংযমও লইয়া আসে।

বৃহস্পতি

বৃহস্পতি ☌ শনি অথবা শুভ প্রেক্ষায়

সৌভাগ্যবৃদ্ধি। অর্থ লাভ। কর্ম্মস্থানে প্রতিষ্ঠা, উন্নতি ও সম্মানলাভ। আয়বৃদ্ধি। ব্যবসায়ে লাভ; শেয়ার, কোম্পানীর কাগজ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সংক্রান্ত ব্যাপারে শুভ। বৃহস্পতি ☌ শনি অপেক্ষা বৃহস্পতি △ শনি বেশী শুভ।

বৃহস্পতি ও শনি অশুভ প্রেক্ষায়

বিপদ। ব্যবসায়ে ক্ষতি। ভাগ্যহানি। পিতা ও গুরুজনের দিক দিয়া ক্ষতির সম্ভাবনা। মুরুব্বীর অপ্রসন্নতা। অর্থাগমে বাধা। ধর্ম্মবিষয়ে উদাসীনতা।

বৃহস্পতি ও প্রজাপতি শুভ প্রেক্ষায়

বৃহস্পতি ও শনির শুভ প্রেক্ষার মত। তাহা ছাড়া, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি। সহসা অর্থপ্রাপ্তি।

বৃহস্পতি ও প্রজাপতি অশুভ প্রেক্ষায়

অর্থহানি। কর্ম্মস্থানে ঝঞ্ঝাট, সহসা কর্ম্মবৈকল্য। মামলামোকর্দ্দমার আশঙ্কা। ভ্রমণে বিপদ। আকস্মিক দৈবদুর্ঘটনা।

বৃহস্পতি ও বরুণ অথবা শুভ প্রেক্ষায়

ভাব, অনুভূতি ও প্রেরণা বৃদ্ধি। একাগ্রতা, ধর্ম্মবৃদ্ধি। সাধুসঙ্গ। দেবানুগ্রহ লাভ। প্রতিভার স্ফূরণ। অসাধারণ কার্য্যকুশলতা। তীর্থাদি দর্শন।

বৃহস্পতি ও বরুণ অশুভ প্রেক্ষায়

জলভীতি। বিচিত্র অভিজ্ঞতা। অপব্যয় ও অপচয়ের জন্য বিপদ। দৈবদুর্ঘটনায় ক্ষতি ও ভাগ্যনাশ। আধ্যাত্মিক সাধনায় বিপদের আশঙ্কা।

শনি ও প্রজাপতির প্রেক্ষায়

শুভ বা অশুভ যে কোন প্রেক্ষাতেই চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি হয় ও মনের একাগ্রতা জন্মে। অশুভ প্রেক্ষাতে সাংসারিক ঝঞ্ঝাট ও বিপদ হইতে পারে।

শনি ও বরুণের প্রেক্ষায়

শুভ হইলে অর্থ ও উন্নতির পক্ষে শুভ এবং অশুভ হইলে অর্থ ও সম্পত্তি-হানি ও কুৎসা প্রচার হইয়া থাকে।

প্রজাপতি

প্রজাপতি ও বরুণের প্রেক্ষায়

আধ্যাত্মিক আলোচনার দিকে প্রেরণা জন্মে। শুভপ্রেক্ষায় দৈবানুগ্রহে সহসা প্রভূতলাভ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

বর্ষরিষ্ট

কোষ্ঠী বিচার করিবার সময় প্রত্যেক কোষ্ঠী-বিচারকেরই প্রথম কর্ত্তব্য রিষ্ট বিচার করা। কারণ জাতকের জীবনের রিষ্ট বিচার করার প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য বিচারের প্রয়োজনীয়তার অপেক্ষা অত্যন্ত বেশী।

বর্ষরিষ্ট বিচারের মধ্যে রিষ্টি বিচারের সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সম্ভব কারণেরও উল্লেখ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং রিষ্টযোগ দেখিলে, কেহ যেন ভালরূপ বিচার না করিয়াই, রিষ্ট হইয়াছে বলিয়া না দেন। তাহার কারণ রিষ্টযোগ যেমন নানারূপ হইতে পারে, সেইরূপ রিষ্টভঙ্গ যোগও বহুবিধ আছে। রিষ্টভঙ্গ যোগগুলিও ভালরূপ আয়ত্ত করিয়া দেখা কর্ত্তব্য রিষ্টভঙ্গ হইয়াছে কিনা।

নীচে কিরূপ যোগে কি কি রিষ্ট হয় তাহা দেওয়া গেল :—

(১) যদি বর্ষলগ্নপতি বর্ষলগ্ন হইতে ৮মস্থ হইয়া মঙ্গল দৃষ্ট হয় অথবা বর্ষলগ্নের ৮মপতি বর্ষলগ্নস্থ হইয়া মঙ্গল দৃষ্ট হয় এবং বুধ ও বৃহস্পতি অস্তগত থাকে তবে শাস্ত্রাঘাত, বিপদ. এমন কি মৃত্যুর আশঙ্কা বুঝিতে হইবে।

(২) বর্ষলগ্নপতি ও বর্ষলগ্নের ৮মপতি উভয়েই বর্ষলগ্ন হইতে ৪র্থ, ৮ম বা ১২স্থ হইয়া মুন্থাযুক্ত হইলে মৃত্যুর আশঙ্কা উপস্থিত হয়। মৃত্যুর কারণ বর্ষলগ্নপতি ও ৮মপতির স্বভাব হইতে বিচার করিতে হইবে—

(৩) জন্মলগ্নপতি যদি বর্ষপ্রবেশকালে বলহীন হয় এবং বর্ষলগ্নের ৮মপতি লগ্নস্থ হইয়া যদি রবির অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত হয় তবে মৃত্যুতুল্য ফল হয়। এই ক্ষেত্রে কুষ্ঠ, কণ্ডু অথবা অন্য কোনরূপ ক্ষতাদি রোগও হইতে পারে।

(৪) মুন্থাপতি ও বর্ষলগ্নপতি অস্তগত হইয়া শনির অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত হইলে স্ত্রী-পুত্র বিয়োগ, মৃত্যু, কষ্ট, শোক, ভয় ও ব্যাধিভয় হয়।

(৫) বর্ষপতির সহিত পাপগ্রহের অশুভ প্রেক্ষায় ঘনিষ্ঠ ইস্‌রাফ্ যোগ হইলে এবং জন্মলগ্নপতি পাপপীড়িত, অস্তগতাদি দোষযুক্ত হইলে শুভ-গ্রহের সহিত কম্বুলযোগ থাকিলেও বিপদ ও মৃত্যুতুল্য ফল হয়। মুন্থা ও বর্ষলগ্নপতির এইরূপ যোগ থাকিলেও, উক্ত ফল কল্পনীয়।

(৬) বর্ষপ্রবেশ কালে পাপগ্রহ পঞ্চবর্গী বলে বলবান ও শুভগ্রহ বলহীন হইয়া বর্ষলগ্নের ৬ষ্ঠ বা ৮মস্থ হইলে নানারূপ বিপদ, বিবাদ, ক্ষতি ও রোগভয় হয়।

(৭) শুক্র যে কোন ভাবস্থিত হইয়া নীচস্থ হইলে অর্থাৎ কন্যারাশি-গত হইলে এবং বৃহস্পতি যে কোন ভাবস্থিত হইয়া নীচস্থ বা শত্রু গৃহগত হইয়া বর্ষপতি হইলে সেই বর্ষে কোনরূপ সুখ হয় না। অধিকন্তু এই যোগে বর্ষলগ্নপতি বর্ষলগ্নের ৮মস্থ ও বর্ষলগ্নের ৮মপতি লগ্নস্থ হইলে মৃত্যু হয়।

(৮) বর্ষলগ্নের দ্বিতীয়াধিপতি ও নবমাধিপতি যদি হীনবল হয় ও পাপগ্রহ বর্ষলগ্নগত হয় তাহা হইলে বহুকালের সঞ্চিত ধনও নাশ হয়।

(৯) চন্দ্র যে কোন ভাবস্থ হইয়া যদি নীচরাশিগত হয় অর্থাৎ বিছাতে থাকে ও সেই চন্দ্র বর্ষপতি হয়, এবং শুভ গ্রহগুলি অস্তগত হয় তাহা হইলে

আত্মীয় বিয়োগ, শরীর পীড়া, মৃত্যু, শোক ও ব্যাধিভয় হয়।

(১০) জন্মলগ্ন অথবা জন্মরাশি হইতে ৮মস্থানে বর্ষলগ্ন হইলে কষ্ট ও ব্যাধি ভয় হয়, এইরূপ ক্ষেত্রে বলগ্ন পাপদৃষ্ট বা যুক্ত হইলে মৃত্যু হয়।

(১১) জন্মকালের ৮মস্থ পাপগ্রহ যদি বর্ষপ্রবেশকালে লগ্নগত হয়, তবে রোগ ও শোক হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে বর্ষপ্রবেশকালে চন্দ্র ও লগ্নপতি নষ্টবলী হইলে মৃত্যু হয়।

(১২) বর্ষলগ্নের ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ১২শ স্থানের কোন একস্থানে জন্মলগ্নপতি, বর্ষপতি ও মুন্থা একত্র থাকিলে মৃত্যু হয়, এবং যদি ইহাদের উপর পাপগ্রহের ক্ষুতপ্রেক্ষা থাকে তাহা হইলে মৃত্যু সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকে না।

(১৩) জন্মলগ্নপতি ও বর্ষলগ্নপতি পাপযুক্ত হইয়া বর্ষলগ্নের দুঃস্থানস্থ অর্থাৎ চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম বা দ্বাদশ স্থানস্থ হইলে, রোগ ও শোক হয়, এবং যদি তাহাদের উপর শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে অথবা তাহারা অস্তগত হয় তবে মৃত্যু হয়।

(১৪) বর্ষলগ্নের দ্বাদশস্থানে চন্দ্র শনির কন্‌জাংশন হইলে এবং ষষ্ঠে শুভ-গ্রহ থাকিলে অর্থনাশ হয়। উক্ত চন্দ্র ও শনির সহিত যদি কোন পাপগ্রহের অশুভ প্রেক্ষায় ইস্‌রাফ্‌ থাকে তাহা হইলে বুদ্ধি বিভ্রাট হয়। কিন্তু উহাদের উপর শুভগ্রহের শুভ প্রেক্ষা থাকিলে বুদ্ধি বিভ্রাট হয় না।

(১৫) অস্তগত চন্দ্র বর্ষলগ্নের চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ স্থ হইলে বায়ু-পিত্ত-কফ ত্রিদোষ-বিকার-জনিত রোগ হয়। যদি চন্দ্রের উপর বৃহস্পতির শুভ প্রেক্ষা থাকে তাহা হইলে শুভ হয়।

(১৬) বর্ষলগ্নের হদ্দাপতি ও লগ্নপতি যদি বর্ষলগ্নের সপ্তম, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ হইয়া পাপযুক্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত হদ্দাপতি বা লগ্নপতির দশাতে মৃত্যু হয়। শুভগ্রহের শুভদৃষ্টি থাকিলে শুভ ফল হয়।

(১৭) বর্ষলগ্নের দ্বাদশস্থানে মার্গী পাপ ও দ্বিতীয় স্থানে বক্রী পাপ থাকিলে রোগ হয়। সেইরূপ বর্ষলগ্নপতি, বর্ষপতি, জন্মলগ্নপতি যে যে স্থানে থাকিবে তাহাদের দ্বাদশ স্থানে মার্গী ও দ্বিতীয় স্থানে বক্রী গ্রহ থাকিলে বন্ধন হয়। ইহার নাম **কর্ত্তরী যোগ**।

(১৮) ত্রিরাশিপতি গ্রহ নীচস্থ বা পাপদৃষ্ট হইলে ঈপ্সিত কার্য্য নষ্ট হয়। মুন্থাপতি বা বর্ষপতি শত্রু ক্ষেত্রস্থ হইলে রোগ দ্বারা বিপদ হয়।

(১৯) চন্দ্র বর্ষপ্রবেশকালে লগ্ন, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ হইয়া পাপ-গ্রহের অশুভ প্রেক্ষা পাইলে বিপদ বা মৃত্যুতুল্য ফল হয়। উক্ত চন্দ্রের উপর মঙ্গলের অশুভ প্রেক্ষা থাকিলে অগ্নিভয়, শনির অশুভ প্রেক্ষা থাকিলে অস্ত্রাঘাত ভয়, রাহুর ক্ষুত প্রেক্ষায় শত্রুভয়, কেতুরযোগে বায়ুজনিত রোগভয় এবং রবির অশুভ প্রেক্ষায় ধননাশ হয়। কিন্তু গুরুর শুভদৃষ্টিতে শুভ ফল হইয়া থাকে।

(২০) পাপপীড়িত বা দুর্ব্বল মুন্থা শনি দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে রোগ-শোক হয়। জন্মলগ্ন হইতে চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ মুন্থা বর্ষলগ্নের অষ্টমস্থ হইয়া পাপযুক্ত হইলে মৃত্যু হয়।

রিষ্টভঙ্গ যোগ ও সৌভাগ্য যোগ

(১) বর্ষলগ্নের অধিপতি বলবান্ এবং শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইয়া লগ্ন, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৯ম বা দশমস্থ হইলে রিষ্টভঙ্গ হয়।

(২) বৃহস্পতি কেন্দ্র বা ত্রিকোণে থাকিয়া যদি পাপদৃষ্ট না হয়,

উপরন্তু শুভ গ্রহের দ্বারা দৃষ্ট হয় তাহা হইলে লগ্ন, চন্দ্র ও মুন্থাজনিত রিষ্ট নাশ করিয়া অর্থ ও সুখ দান করে।

(৩) বর্ষপ্রবেশ লগ্নের ৪র্থ ভাব স্বামীযুক্ত বা শুভদৃষ্ট হইলে সুখ, অর্থ, ও যশোলাভ হয়। বর্ষলগ্নে বা তাহার তৃতীয় স্থানে বৃহস্পতি ও চতুর্থে জন্মলগ্নপতি থাকিলে সুখ ও অর্থলাভ হয়।

(৪) বর্ষলগ্নের সপ্তমপতি ও বৃহস্পতি বর্ষলগ্নস্থ হইয়া পাপ দৃষ্ট না হইলে ও শুভ বা মিত্রগ্রহের শুভ প্রেক্ষা পাইলে, রিষ্ট নাশ করিয়া অর্থ, যশ ও সুখপ্রদ হয় এবং উক্ত সপ্তমপতি ও বৃহস্পতি নিজ দশাতে রাজ-সম্মান প্রদান করে।

(৫) বর্ষলগ্নের দ্বিতীয় ও নবমপতি বলবান ও পাপ গ্রহের দ্বারা দৃষ্ট না হইয়া বর্ষলগ্নস্থ হইলে, রিষ্ট নাশ করে এবং রাজ্য, গজ, অশ্ব, বস্ত্র, রত্ন ও অতুল যশের কারণ হয়।

(৬) যদি বর্ষলগ্নের ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ১১শ স্থানে পাপগ্রহ থাকে, এবং শুভগ্রহ কেন্দ্র বা ত্রিকোণে থাকে, তবে রিষ্ট নাশ হইয়া রক্তবস্ত্র, স্বর্ণ, যশ, সুখ ও স্বাস্থ্য লাভ হয়।

(৭) যদি বর্ষলগ্নপতি, মুন্থাপতি ও জন্মলগ্নপতি বলবান্ হইয়া লগ্ন, ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৯ম, ১০ম বা ১১শ ভাবস্থ হয়, তবে সুখ, অর্থ, স্বর্ণ ও বস্ত্র লাভ হয়।

(৮) বৃহস্পতি, শুক্র অথবা শনি যদি উচ্চস্থ হইয়া শুভ গ্রহের সহিত শুভ প্রেক্ষায় ইত্থশালী হয় তবে ম্লেচ্ছ হইতে ধনলাভ হয়। মঙ্গল বলবান হইয়া বর্ষলগ্নের দ্বিতীয়স্থ হইলে সহসা যশ, অর্থ, ক্ষমতা ও সুখ লাভ হয়।

রিষ্টভঙ্গ যোগ ও সৌভাগ্য যোগ

(৯) যদি রবি, গুরু ও শুক্র ইহাদের পরস্পরের শুভ প্রেক্ষায় ইত্থশাল যোগ থাকে, তাহা হইলে রাজ্য, যশ, সুখ ও অর্থ লাভ হয়। আর মুন্থা যে ঘরে পতিত হয় সেই ঘর হইতে ৩।৬।১০।১১শ স্থানের মধ্যে যে কোন স্থানে রবি বা মঙ্গল থাকিলে যশোলাভ ও গৃহে বিবাহাদি মঙ্গল উৎসব হইয়া থাকে।

(১০) যদি বর্ষপ্রবেশকালে শুক্র ও বুধ স্ব-হদ্দায় এবং চন্দ্র মিত্রহদ্দায় থাকে, অপিচ রবি ও মঙ্গল তৃতীয় বা একাদশস্থ হয়, তাহা হইলে বাহুবলে স্বর্ণ, সুখ ও যশোলাভ হয়।

(১১) বুধ ও শুক্রের মধ্যে যদি ♂ অথবা * প্রেক্ষায় ইসরাফ্ থাকে এবং বৃহস্পতি তৃতীয়স্থ হয় তাহা হইলে রাজ্য, যশ, স্বর্ণ, মুক্তা ও প্রবালাদি লাভ হয়।

(১২) যদি বর্ষপতি মঙ্গল মিত্র-ক্ষেত্রস্থ হয় এবং স্বক্ষেত্র, স্বোচ্চ বা স্ব-হদ্দাস্থিত কোন গ্রহের সহিত শুভপ্রেক্ষায় ইত্থশালী হইয়া স্বোচ্চ বা স্বক্ষেত্রস্থিত চন্দ্রের সহিতও শুভ প্রেক্ষায় ইত্থশাল করিয়া কম্বূল-যোগ-বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে হস্তী, অশ্ব, কাঞ্চন, বস্ত্র, ভূমি ও সুখ লাভ হয়।

এই যোগ বিচার করিবার সময় গ্রহগুলির জন্মকালীন ও বর্ষপ্রবেশ-কালীন বলের উপর দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এই যোগের ফল গ্রহগুলির বলের উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করে, ইহা একরূপ রাজ-যোগ।

(১৩) বর্ষপতি, বর্ষলগ্নপতি, মুন্থাপতি ও জন্মলগ্নপতি গ্রহগুলি পাপযুক্ত বা দৃষ্ট হইয়া অস্তগত বা নীচস্থ হইলে, অথবা বর্ষপ্রবেশকালে

শুভ গ্রহগুলি দুর্ব্বল হইলে উপরোক্ত রাজ-যোগ ভঙ্গ হয়।

উপরে যে রিষ্টযোগ ও রিষ্টভঙ্গ যোগ ও সৌভাগ্যযোগের তালিকা নীলকণ্ঠের তাজিক হইতে উদ্ধৃত হইল, উহা ছাড়া যে আর রিষ্টযোগ বা রিষ্টভঙ্গ যোগ হইতে পারে না, এমন নহে। বস্তুতঃ, যোগগুলি উদাহরণ স্বরূপ মাত্র দেওয়া হইয়াছে, ইহার পিছনে যুক্তিমূলক বিচারের একটা পদ্ধতি আছে; এবং সে পদ্ধতি এত স্পষ্ট যে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মোট কথা, বর্ষপতি, বর্ষলগ্নপতি, জন্মলগ্নপতি এবং মুন্থা ইহাদের বলাবল, ইহাদের শুভাশুভভাবে স্থিতি, ইহাদের উপর শুভাশুভ গ্রহের শুভাশুভ প্রেক্ষা ইত্যাদি সুস্থভাবে বিচার করিতে পারিলে বর্ষটি অরিষ্টসূচক কি সৌভাগ্যসূচক তাহা অনায়াসেই নির্ণয় করা যায়। যে বর্ষে শুভাশুভ দুইপ্রকার যোগই পাওয়া যায়, সে বর্ষে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য দুই-ই ঘটে। দুই যোগ কাটাকাটি হইয়া একটা মাঝামাঝি ফলে পর্য্যবসিত হয় না। এই ব্যাপার ভাব-বিচারের আলোচনায় আরও স্পষ্টীকৃত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভাব বিচার

কোন্ ভাব হইতে কি ব্যাপারের বিচার করিতে হয়, তাহা প্রায় সকল গ্রন্থেই পাওয়া যায়। কিন্তু সব গ্রন্থেই এ সম্বন্ধে কম বেশী মত-ভেদ আছে। তাজিকের মতে কোন্ ভাবে কিসের বিচার হইয়া থাকে, তাহা লিখিত হইল—

লগ্ন—শরীর, বর্ণ, শরীরস্থ চিহ্ন, আয়ু, বয়সের পরিমাণ, সুখ, দুঃখ, জাতি ও স্বভাব।

ধন—স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু ও রত্ন, ঐশ্বর্য্য, মিত্র।

সহজ—ভ্রাতা, ভৃত্য, পথ, পিতৃসম্পর্কিত, কার্য্যনাশ, সাহসিক কার্য্য প্রভৃতি।

বন্ধু—পিতৃবিত্ত, সঞ্চিত অর্থ ক্ষেত্র, গৃহ ও ভূমির শুভাশুভ।

পুত্র—মন্ত্র, ধনোপায়, গর্ভ, বিদ্যা ও পুত্র।

রিপু—মাতুল, রোগ, শত্রু, চতুষ্পদাদি জন্তু, পরাশ্রয় ভয় ও ব্রণাদি রোগ।

জায়া—কলত্র, বাণিজ্য, নষ্টবস্তু ও বিস্মৃত ব্যাপারের আলোচনা, হৃতদ্রব্যের গমনপথ, কলহ, যাত্রা।

মৃত্যু—পুরাতন দ্রব্য, মৃত ব্যক্তির ধন, যুদ্ধ, শত্রু, দুর্গমস্থান, মরণ, নষ্টবস্তু, কুটুম্ব ও মানসিক ক্লেশ বা শোক।

ধর্ম্ম—ধর্ম্মসাধন, ক্রীড়া ও যাত্রা।

কর্ম্ম—মুদ্রা, উৎকৃষ্ট পুণ্য, পিতৃপক্ষের সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি।

আয়—সর্ব্বদ্রব্য, ধান্যাদির মূল্য, কন্যা, মিত্র, বাহন, রাজবিত্ত, কুটুম্ব ও লাভোপায়।

ব্যয়—শত্রু, বন্ধন, পীড়া ও ব্যয়।

উপরে ভাবের যে কারকতা দেওয়া হইল তাহা কিন্তু সম্পূর্ণ নহে, এবং বর্ত্তমান যুগে ইহার কিছু ইতর-বিশেষ করাও প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, অনেক ব্যাপারের কারকতা ঠিক একটি ভাব হইতে পাওয়া যায় না। দুই তিনটি ভাবের সংমিশ্রণে তাহার কারকতা স্থির করিতে হয়। আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত দুই-তিনটি ভাব হইতে একই ব্যাপারের বিচার করিতে হয়, সেখানে সেই একই ব্যাপারকে বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখা হইয়া থাকে। সুতরাং, ভাবের কারকতাগুলি সেইভাবে লিপি-বদ্ধ করা কর্ত্তব্য। ভাববিচারের সময় কোন ব্যাপারের বিচার করিতে হইলে তাহা যেমন একটি বিশেষভাব হইতে বিচার করা দরকার, তেমনি উক্ত ব্যাপারের কারক গ্রহ হইতেও বিচার করিতে হয়। তাহা ছাড়া, তাজিকের মতে কতকগুলি ব্যাপারের জন্য রাশিচক্রে এক একটি বিন্দু কল্পনা করা হইয়া থাকে। ঐ বিন্দুগুলিকে **সহম** বলে। ভাব ও কারক গ্রহের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এই সহমগুলির অবস্থা দেখাও প্রয়োজন। সহম কি এবং কি করিয়া সহম নির্ণয় করিতে হয়, তাহা পরে বলিতেছি। তাহার পূর্ব্বে, কোন্‌ভাব হইতে বর্ষপ্রবেশকালে কি ব্যাপারের বিচার করিতে হয় এবং উক্ত ব্যাপারগুলির সহিত কোন্ কোন্ গ্রহ বা সহমের

সম্বন্ধ আছে তাহা লিখিত হইতেছে।

লগ্ন—বর্ষের সাধারণ শুভাশুভ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠা, (রবি ও পঞ্চাধিকারী গ্রহগণ, বিশেষ করিয়া বর্ষপতি গ্রহ, পুণ্য সহম). দেহ-সৌখ্য (রবি, চন্দ্র, পঞ্চাধিকারী গ্রহগণ, মৃত্যু সহম, রোগ সহম, দেহ সহম), বর্ষপ্রবেশকালে লগ্ন হইতে মুখ্যতঃ এই কয়েকটির বিচার হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়—অর্থ ও দ্রব্যাদি প্রাপ্তি (শুক্র, বৃহস্পতি, চন্দ্র ও শনি, পুণ্য সহম, ধন সহম), সাফল্য ও কার্য্যসিদ্ধি (রবি, শনি, পুণ্যসহম, কার্য্যসিদ্ধি সহম)। বর্ষপ্রবেশে দ্বিতীয়ভাব হইতে মুখ্যতঃ এইগুলিরই বিচার হইয়া থাকে।

তৃতীয়—ভ্রাতা (মঙ্গল, ভ্রাতৃ সহম), ভগ্নী (বুধ), আত্মীয়-কুটুম্ব (বুধ, বন্ধু সহম), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমণ (চন্দ্র, বুধ, ব্যাপার সহম), লেখাপড়ার ব্যাপার, কণ্ট্র্যাক্ট, এগ্রিমেণ্ট, দলীলপত্রের ব্যাপার (বুধ, বৃহস্পতি, ব্যাপার সহম) সাহসিক কার্য্য (মঙ্গল, শৌর্য্য সহম)। বর্ষপ্রবেশে তৃতীয়ভাব হইতে প্রধানতঃ এইগুলির বিচার হইয়া থাকে।

চতুর্থ—মাতা (চন্দ্র, শুক্র, মাতৃ সহম), পরিবারস্থ ব্যক্তি ও প্রতিবেশী (চন্দ্র, বুধ, বন্ধুসহম). গৃহ (বৃহস্পতি, চন্দ্র, অম্বুসহম), ভূমি (মঙ্গল), ক্ষেত্র (চন্দ্র), যান-বাহন (শুক্র, অশ্বসহম)। গৃহের বিচারে নবম ভাবের বিচারও প্রয়োজন, এবং যান-বাহনের ব্যাপারে চতুর্থভাবের সহিত দ্বিতীয় ও নবম ভাব বিচার করা দরকার।

পঞ্চম—পুত্র (বৃহস্পতি, পুত্রসহম), বিদ্যা (বুধ, শাস্ত্র সহম ও বিদ্যা সহম), মন্ত্র-সিদ্ধি (শুক্র, পুণ্য সহম), প্রণয় (শুক্র, মন্মথ সহম), গর্ভ (বৃহস্পতি, প্রসূতি সহম)।

ষষ্ঠ—রোগ (বুধ, মঙ্গল, রোগ সহম, দেহ সহম), ব্যসন (মঙ্গল, পরদার সহম, ব্যাপার সহম), পালিত পশু ও ভৃত্য (শনি, কেতু, অশ্ব সহম), পরাশ্রয় বা পরের চাকুরী (শনি, অন্যকর্ম্ম সহম), শারীরিক পরিশ্রম (শনি, সামর্থ্য সহম)।

সপ্তম—বিবাহ, স্ত্রী (শুক্র, বিবাহ সহম, মন্মথ সহম), প্রকাশ্য শত্রু ও কলহ (মঙ্গল, রিপু সহম, কলি সহম), অংশী (বুধ, ক্ষমা সহম), বাণিজ্য (বুধ, বণিক সহম)।

অষ্টম—মৃত্যু (শনি, মঙ্গল, মৃত্যু সহম), মৃত ব্যক্তির ধন (মঙ্গল, বৃহস্পতি), মানসিক ক্লেশ (চন্দ্র, বুধ, সন্তাপ সহম), ঋণ (মঙ্গল, দারিদ্র্য সহম)।

নবম—ধর্ম্ম (বৃহস্পতি, পুণ্য সহম), গুরুর অনুগ্রহ (বৃহস্পতি, গুরু সহম), তীর্থ যাত্রা (বৃহস্পতি, বরুণ, দেশান্তর সহম), সমুদ্র যাত্রা (রাহু, বরুণ, চন্দ্র, জলপথ সহম), বিচারালয় ও বিচারপতি (বৃহস্পতি, মঙ্গল, কলি সহম), পিতা (রবি, শনি, পিতৃ সহম)।

দশম—কর্ম্ম বা উপজীবিকা (রবি, শনি, কর্ম্ম সহম, উপায় সহম), যশ (রবি, চন্দ্র, যশ সহম), প্রতিষ্ঠা (শনি, গুরুতা সহম), রাজসম্মান (রবি, শনি, গৌরব সহম, রাজ সহম)।

একাদশ—হিতকারী বন্ধু বা মুরুব্বী (বৃহস্পতি, রবি, মিত্র সহম) অনুচর ও সহচর (বুধ, বন্ধু সহম), আশা (বৃহস্পতি, আশা সহম), কন্যা (শুক্র, কন্যা সহম), লাভ, (শুক্র, ব্যাপার সহম)।

দ্বাদশ—ব্যয় (রাহু, বৃহস্পতি, অর্থ সহম), বন্ধন (মঙ্গল, রাহু,

বন্ধন সহম), জড়তা বা পঙ্গুত্ব (কেতু, বরুণ, জাড্য সহম), গুপ্ত শত্রু (বরুণ, কেতু, রিপু সহম), অধঃপতন ও অর্থহানি (মঙ্গল, কেতু, দারিদ্র্য সহম) দূর প্রবাস (রাহু, দেশান্তর সহম)।

প্রত্যেক ভাব বিচার করিবার সময় দেখিতে হইবে, সেই ভাবের অধিপতি গ্রহের অবস্থান কোথায় এবং সেই ভাবের উপর কোন্ কোন্ গ্রহের দৃষ্টি আছে। শুভাশুভ গ্রহের স্থিতি ও দৃষ্টি এবং ভাবাধিপতি গ্রহের সহিত অন্যান্য গ্রহের শুভাশুভ প্রেক্ষা ভেদে ফলেরও তারতম্য হইয়া থাকে। যদি কোন ভাবভাবাধিপতি অথবা শুভ গ্রহের দ্বারা দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই ভাবের ফল শুভ। কিন্তু যদি পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই ভাবের ফল অশুভ হয় এবং শুভাশুভ দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে মিশ্র ফল হইয়া থাকে। জন্মকুণ্ডলীতে প্রথমে প্রত্যেক ভাবাধিপতি গ্রহের অবস্থান লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন। জন্ম-কুণ্ডলীই মূল কুণ্ডলী। জন্মকুণ্ডলীতে গ্রহগণ যেরূপ বলী অথবা শুভাশুভ দৃষ্ট বা যুক্ত হইয়া যে ফলের নির্দ্দেশ করে, বর্ষ-প্রবেশ কালে গ্রহগণ কিছুতেই তাহার অধিক ফলদান করিতে পারে না। কাজেই যে ভাবই বিচার করা যাক্ না কেন, প্রথমেই দেখা কর্ত্তব্য জন্মকালে সেই ভাবাধিপতি গ্রহ কিরূপ বলী বা শুভাশুভ দৃষ্ট বা যুক্ত হইয়া কি ফল নির্দ্দেশ করিতেছে। নীচে প্রত্যেক ভাবের ফল দেওয়া গেল।

তনু ভাব

লগ্নপতি বলী হইলে সুখ, আরোগ্য ও ধন লাভ হয়। মধ্যবলী হইলে সুখ-দুঃখ ও মিশ্রফল এবং হীন-বলী হইলে দুঃখ-কষ্ট বিপদ, হয়।

জন্মলগ্নপতি, বর্ষলগ্নপতি, মুন্থাপতি এবং ত্রিরাশির অধিপতি ও দিবা-রাত্রি ভেদে রবি-চন্দ্র রাশিপতি এই পঞ্চাধিকারী নষ্ট-বলী হইলে নিম্নলিখিতরূপ ফল হয়।

রবি—চর্ম্মরোগ, চক্ষুরোগ, উৎসাহহীন, নীচ প্রবৃত্তি এবং পিতামাতা হইতে কষ্ট।

চন্দ্র—চক্ষুর জ্যোতির্নাশ, দারিদ্র্য, পরাজয়, বাসকষ্ট এবং স্বাস্থ্য-হানির ভয়।

মঙ্গল—চঞ্চলতা, অস্থিরতা, ভয় ও রক্ত-দূষিত রোগ।

বুধ—মোহান্ধ, পরাজয়, ক্ষিপ্ততা, শিরঃ-পীড়া, অজীর্ণ, কর্ণরোগ, বায়ুরোগ, কুষ্ঠ, শূল, গ্রহণী এবং মৃগী রোগের ভয় থাকে।

বৃহস্পতি—ধর্ম্মহানি, গোঁড়ামি-বৃদ্ধি, জীবনবৃত্তির কষ্ট, শ্বাসযন্ত্রের রোগ, বাতপিত্ত, উদরাময়, কণ্ঠ তালু যকৃৎ হইতে রোগ এবং আচার্য্য, দেবতা, গুরু বা ব্রাহ্মণের শাপজনিত শোক হয়।

শুক্র—বিলাসাদি সুখের অভাব, স্ত্রীলোকের সহিত বিবাদ, বহুমূত্র, ধাতুর পীড়া, মেহ, উপদংশ, গর্ভাশয়ের রোগ এবং সমস্ত রকম ঘৃণিত রোগ হইতে পারে।

শনি—ভৃত্য হইতে অশান্তি, বায়ুরোগ, শ্বাসরোগ, পক্ষাঘাত, যক্ষ্মা, শূল, বধিরতা, বাতরোগ, কৃমিরোগ, প্লীহা-বৃদ্ধি, দরিদ্রতা, অভাব এবং উপবাস নিবন্ধন বহু প্রকার ব্যাধি হইতে পারে।

বর্ষলগ্ন পাপযুক্ত হইয়া শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত না হইলে, বিবাদ, বঞ্চনা ও কদন্ন-ভোজন প্রভৃতি অশুভ ফল হয়।

ধন ভাব

জন্মলগ্নপতি, বর্ষলগ্নপতি, মুন্থা ও বর্ষপতি এবং অষ্টমাধিপতি, ইহারা বলবান হইয়া বর্ষলগ্ন হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ ভিন্ন অন্য রাশিগত হইলে, বর্ষফল শুভ হইয়া থাকে এবং যদি ইহারা বলহীন হইয়া ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ হয় তাহা হইলে অশুভ।

জন্মকুণ্ডলীর ধনদাতা গ্রহ ও ধনাধিপতি গ্রহ যে বর্ষে নষ্টবলী হইবে, সেই বর্ষে ধননাশ ও অন্য ব্যক্তির গচ্ছিত ধনের জন্য অপবাদ ঘটে।

ধন ভাব

জন্মকুণ্ডলীর ধনাধিপতি বৃহস্পতি বর্ষকুণ্ডলীর ধনস্থ হইয়া বর্ষলগ্নের সহিত ইত্থশালী হইলে, সমস্ত বর্ষই ধনাগম হয়। কিন্তু, যদি উক্ত বৃহস্পতির সহিত কোন পাপ গ্রহের অশুভ প্রেক্ষা থাকে, তাহা হইলে ধন-সম্পত্তির হানি হয়।

যে গ্রহ জন্মকালে ধনভাবদর্শী তাহা, যে বর্ষে বর্ষপতি হইবে, সেই বর্ষে বিনা ক্লেশে বহু ধনাগম হইবে।

জন্মকালে বৃহস্পতি যে ভাবাধিপতি, বর্ষপ্রবেশ কালে সেই ভাবস্থ হইয়া যদি বর্ষলগ্নের অধিপতির সহিত ইত্থশালী বা অন্য কোন শুভ প্রেক্ষায় বদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই ভাবের শুভ হয়।

জন্মলগ্নের ষষ্ঠাধিপতি বুধ যদি বর্ষপ্রবেশকালে ষষ্ঠস্থ হয়, তাহা হইলে অতি অল্পই ধনাগম হইয়া থাকে।

বর্ষলগ্নের ধনস্থ বৃহস্পতি শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে, রাজ্যসুখ হয়। মুন্থা যে রাশিগত হইবে, জন্ম সময়ে ও বর্ষপ্রবেশ সময়ে সেই রাশি যদি শুভ গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বিশেষরূপ রাজ্যসুখ হয়।

শুক্র ধনস্থ হইয়া বর্ষপতি হইলে, অনেক দ্রব্য ও ধান্যাদি লাভ হয়। বর্ষলগ্নপতি ও ধনপতি সংযুক্ত হইলে ধন-সুখের নাশ হইয়া থাকে। তবে শুভাশুভ গ্রহের প্রেক্ষা অনুসারে এই ফলের হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

জন্মকালে যে কোন লগ্নগত শুভ গ্রহ যদি বর্ষ-প্রবেশ কালে ধনস্থ হয়, তাহা হইলে সেই গ্রহ ধনপ্রদ হয়।

ধন সহম বর্ষলগ্নের ধনস্থ হইলে এবং ধনভাব বুধ, বৃহস্পতি বা শুক্র যুক্ত বা দৃষ্ট হইলে, প্রচুর ধনলাভ হয়। ধন সহম কি, তাহা পরে বলা হইবে।

বর্ষপ্রবেশকালে ধন সহমপতি ও ধনভাবপতি বলবান হইয়া শুভগ্রহ কর্ত্তৃক মিত্র-দৃষ্টি বা শুভ প্রেক্ষায় বদ্ধ হইলে অতি অনায়াসেই ধন লাভ হয়। কিন্তু শুভ গ্রহ কর্ত্তৃক ক্ষুত দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে অথবা শুভগ্রহের সহিত অশুভ প্রেক্ষাবিশিষ্ট হইলে, যত্নের দ্বারা ধন-লাভ হইতে পারে।

বর্ষলগ্নপতি ও ধনপতির পরস্পর মিত্র দৃষ্টি থাকিলে এবং ইহারা ইত্থশালী বা অন্য কোন শুভ প্রেক্ষায় আবদ্ধ হইলে অনায়াসেই ধনাগম হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে অশুভ প্রেক্ষা হইলে, ধন নাশ ও দুষ্কার্য্য জনিত ভীতি হইয়া থাকে।

জন্মকালে বৃহস্পতি যে রাশিগত, সেই রাশি বর্ষলগ্ন হইয়া স্বামী ও শুভ দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে, নীরোগ, বন্ধু ও ধন লাভ হয়।

জন্মকালে লগ্নস্থ রবি বর্ষপ্রবেশকালে ধনস্থ হইলে, ধন-সুখপ্রদ হয়। বর্ষকুণ্ডলীর ধনভাবে শনি থাকিলে, কর্ম্মনাশ, সামান্য লাভ ও অর্থব্যয় হইয়া থাকে।

বর্ষলগ্নের ধনস্থ শনি যদি গুরুযুক্ত হয়, তাহা হইলে ভ্রাতার সুখ, এবং তাহাতে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি হয়। পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হইলে বিপরীত ফল হইবে।

জন্মকালে ধনপতি গুরু বর্ষপতি হইয়া যে ভাবস্থ হয়, সেই ভাবের শুভ হইয়া থাকে। নীলকণ্ঠের মতে সেই ভাবের বৃদ্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ ধনগত হইলে ধনবৃদ্ধি এবং রিপুস্থ হইলে শত্রুবৃদ্ধি।

সহজ ভাব

রবি বা শুক্র বলবান ও পাপযোগ বা দৃষ্টি রহিত হইয়া বর্ষপতি হইলে সহোদরগণের মধ্যে সুখ শান্তি থাকে। কিন্তু সহজ ভাব যদি দুর্ব্বল বা পাপ-পীড়িত হয়, তাহা হইলে কষ্ট হয়।

ভ্রাতৃপতি বর্ষপতি হইয়া অস্তগত থাকিলে, অথবা রবি বা শুক্র বর্ষপতি হইয়া অস্তগত হইলে, ভ্রাতার সহিত বিরোধ হয়। বৃহস্পতি বলহীন হইয়া ভ্রাতৃস্থ হইলে সহোদরগণের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি হয়। বর্ষপতির সহিত সহজপতির ইস্রাফ যোগ বা অশুভ প্রেক্ষা হইলে, আত্মীয় ও ভ্রাতৃ-বিরোধ ঘটে।

সহজপতির সহিত বর্ষলগ্নপতি বা বর্ষপতির ইত্থশাল বা শুভ প্রেক্ষা থাকিলে, অথবা গুরু বর্ষলগ্নের তৃতীয়স্থ হইলে, সহোদর হইতে সুখ হয়। চন্দ্র ও মঙ্গল গুরুদৃষ্ট বা যুক্ত না হইয়া, তৃতীয়স্থ হইলে ভ্রাতৃবিরোধ ঘটে।

বর্ষকুণ্ডলীর সহজপতি ও পঞ্চাধিকারী গ্রহের মধ্যে কোন গ্রহের সহিত বর্ষলগ্নের ইত্থশাল বা শুভ প্রেক্ষা থাকিলে, সহোদরগণের মধ্যে প্রীতি ও সৌখ্য থাকে।

৮. সহজপতির সহিত পাপগ্রহের ইসরাফ্ যোগ অথবা অশুভ প্রেক্ষা হইলে, সহোদরগণের মধ্যে বিবাদ হয়। মেষ বা বৃশ্চিক বর্ষলগ্নের তৃতীয় স্থান হইলে, তাহাতে যদি শনি থাকে, তাহা হইলে সহোদরগণের রোগ হয়। মিথুন বা কন্যা বর্ষলগ্নের তৃতীয়স্থান হইয়া মঙ্গল যুক্ত হইলে, সহোদরগণের নিশ্চিত রোগ হইবে।

যদি মকর বা কুম্ভ বর্ষলগ্নের তৃতীয়স্থান হইয়া মঙ্গলযুক্ত অথবা মেষ বা বৃশ্চিক তৃতীয় স্থান হইয়া বুধযুক্ত হয়, এবং উক্তরূপ তৃতীয়স্থানে যদি শুভ গ্রহের দৃষ্টি বা যোগ সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভ্রাতৃগণের সুখ বৃদ্ধি হয়।

যদি বুধ, শুক্র বা বৃহস্পতি জন্মকালে ও বর্ষ-প্রবেশ-কালে বলবান থাকিয়া বর্ষলগ্নের তৃতীয়স্থ হয়, তাহা হইলে সহোদর এবং বন্ধুর সুখ হয়। শুক্র পঞ্চাধিকারীর মধ্যে কোন অধিকারী হইয়া চন্দ্রভোগ্য রাশিগত হইলে, উক্ত রাশি যদি তৃতীয় স্থান হয়, তাহা হইলে সহোদর ও বন্ধুগণের সুখ বৃদ্ধি হয়।

বর্ষলগ্নের তৃতীয়স্থান বা ভ্রাতৃ সহমে পাপগ্রহ থাকিলে এবং তৃতীয়াধিপতি ও ভ্রাতৃ-সহমাধিপের পরস্পর দৃষ্টি না থাকিলে, সহোদর হইতে দুঃখ, কষ্ট ও বিপদ হয়। তৃতীয়াধিপতি ও ভ্রাতৃ-সহমাধিপতি অস্তগত থাকিলে, সহোদরের মৃত্যু হয়।

বর্ষকুণ্ডলীর ভ্রাতৃপতি যে রাশিতে থাকে, সেই রাশি হইতে সপ্তমে যদি বর্ষপতি বা বর্ষলগ্নপতি থাকে, তাহা হইলে সহোদরগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হয়। জন্মলগ্নের তৃতীয়াধিপতি তৃতীয়স্থানে এবং বর্ষলগ্নের

তৃতীয়াধিপতি বর্ষলগ্নের তৃতীয় স্থানে থাকিলে সহোদরগণের মধ্যে সুখ ও শান্তি নষ্ট হয় না।

চতুর্থ ভাব

বর্ষলগ্নের চতুর্থস্থানে পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট রবি ও চন্দ্র থাকিলে পিতামাতার পীড়া হয়। জন্মকুণ্ডলীতে যে রাশিতে রবি আছে, যে বর্ষে সেই রাশিতে শনি আসিবে, সেই বর্ষে পিতার অপমান, কলহ ও শত্রুতা বৃদ্ধি হইবে।

জন্মকালের চন্দ্রস্থিত রাশিতে যে বর্ষে শনি থাকিবে, সেই বর্ষে মাতার সহিত শত্রুতা ও কলহ হইয়া থাকে। বর্ষলগ্নের চতুর্থে চতুর্থাধিপতি থাকিলে মাতার সুখ হয় এবং চতুর্থাধিপতি বলবান হইয়া লগ্নপতির সহিত ইত্থশালী হইলে বা অন্য কোন শুভ প্রেক্ষা করিলে, পিতা ও মাতার সুখ হয়।

জন্মলগ্নের বন্ধুপতি জন্মকালে ও বর্ষপ্রবেশকালে নষ্টবলী হইলে, পিতা মাতার অনিষ্ট হয় এবং পিতৃ সহম ও মাতৃ সহম পাপযুক্ত বা দৃষ্ট হইয়া অস্তগত ও মুন্থার চতুর্থস্থানগত হইলে, পিতা মাতার বিনাশ হয়। শুধু পাপপীড়িত হইলেও এই ফল হয়।

জন্মলগ্নের চতুর্থস্থান ও চতুর্থপতি যে স্থানে ছিল, এই দুইস্থানের যে কোন স্থানে শনি বা মঙ্গল থাকিলে এবং তাহার উপর কোন শুভ গ্রহের দৃষ্টি না থাকিলে পিতামাতার কষ্ট হয়।

মাতৃ সহম, পিতৃ সহম, বা বন্ধুভাবের সহিত বর্ষলগ্নের ইত্থশাল যোগ হইলে, পিতামাতার সুখ হয়। উহাদের সহিত ৮ম পতির ইত্থশাল ও পাপের ইসরাফ্ যোগ হইলে পিতামাতার বিপদ হয়।

পঞ্চম ভাব

যদি গুরু, রবি, মঙ্গল, বুধ অথবা শুক্র বর্ষপতি হইয়া পঞ্চমস্থ বা একাদশস্থ হয় এবং পাপদৃষ্ট বা পাপযুক্ত না হয়, তাহা হইলে সৎপুত্র হইতে পিতামাতার সুখ হয়। পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হইলে, পুত্র হইতে দুঃখ হয়।

পুত্র সহম বর্ষলগ্নের ৫মস্থ হইলে পুত্রলাভ হয়। উক্ত পুত্র সহমে শুভগ্রহের দৃষ্টি অথবা বর্ষপতির স্থিতি হইলে, পুত্র হইতে অতিশয় সুখ হয়।

মঙ্গল ও বুধ শুভ ক্ষেত্রস্থ হইলে এবং উক্ত স্থান বর্ষলগ্নের ৫ম বা ১১শ হইলে, পুত্র সুখ হইয়া থাকে। যদি বুধ ও মঙ্গল বলহীন হইয়া পাপক্ষেত্রস্থ ও বর্ষলগ্নের ৫মস্থ বা ১১শস্থ হয়, তবে পুত্রের ক্লেশ হয়।

জন্মকালে যে রাশিতে বৃহস্পতি ছিল, যে বর্ষে সেই রাশি বর্ষলগ্নের ৫মস্থ হইবে এবং বৃহস্পতি যুক্ত হইবে, সেই বর্ষে পুত্র সুখ হইবে। আর বৃহস্পতি যুক্ত না হইয়া যদি মঙ্গল বা বুধ যুক্ত হয় এবং মঙ্গল বা বুধ যদি বর্ষপতি হয়, তাহা হইলে পুত্রলাভ হইবে।

জন্মকুণ্ডলীর যে রাশিতে বুধ, বৃহস্পতি বা শুক্র অবস্থিত, যে বর্ষে সেই রাশি বর্ষলগ্ন হইবে, সেই বর্ষে পুত্রলাভ হইয়া থাকে।

জন্মকালে যে রাশিতে শনি বা মঙ্গল অবস্থিত, সেই রাশি বর্ষলগ্ন অথবা বর্ষলগ্ন হইতে পঞ্চমস্থ হইলে, পুত্রের পীড়া অবশ্যম্ভাবী।

পুত্র সহম বর্ষলগ্নের পঞ্চমস্থ হইয়া শুভযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে এবং বর্ষলগ্নপতি বা বর্ষলগ্নের পঞ্চমপতি বলবান হইয়া বর্ষলগ্নের পঞ্চমস্থ হইলে, পুত্র-লাভ

হয়। চন্দ্র, বৃহস্পতি বা শুক্র বর্ষলগ্নের পঞ্চমস্থ হইয়া তুঙ্গী হইলেও পুত্র হইয়া থাকে।

মঙ্গল বক্রী হইয়া বর্ষলগ্নের পঞ্চমস্থ হইলে পুত্রনাশ হয়।

জন্মকালীন পঞ্চমপতি শুক্র যে বর্ষে বর্ষলগ্নপতির সহিত ইত্থশালী হইয়া পঞ্চমস্থ হইবে, সেই বর্ষে পুত্রলাভ হইবে। যে বর্ষে পাপগ্রহ পঞ্চাধিকারীর মধ্যে কোন অধিকারী এবং শনি জন্মকালীন রাশিগত হইয়া বর্ষলগ্নের পঞ্চমস্থ হইবে, সেই বর্ষে পুত্রের পীড়া হইবে।

ষষ্ঠ ভাব

বক্রী, পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট গ্রহ বর্ষপতি হইয়া ষষ্ঠস্থ হইলে, পীড়াদায়ক হয়। কোন্ গ্রহের দ্বারা কিরূপ পীড়া হইবার সম্ভাবনা, তাহা নীচে দেওয়া গেল।

রবি—পিত্তবিকারজনিত রোগ, জ্বর, ক্ষয়, মস্তকের পীড়া, হৃৎকম্প, চক্ষু ও মুখের পীড়া। কিন্তু দ্বাদশস্থ হইলে, চক্ষুশূল রোগ হইয়া থাকে।

চন্দ্র—কফ-বিকারজনিত রোগ, গলা, বক্ষ, উদর ও দক্ষিণ বাহুর অসুখ, উদরাময়, শূল, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগও হইতে পারে।

মঙ্গল—রক্তদূষিত রোগ, পিত্তজনিত রোগ, ব্রণ, স্ফোটক, বসন্ত, জ্বর, অস্ত্রোপচার, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছ এবং কুৎসিত ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা।

বুধ—বায়ুজনিত রোগ, উদর ও গুহ্যে বায়ুরোগ, মন্দাগ্নি ও ক্ষিপ্ততা।

বৃহস্পতি—বায়ুজনিত রোগ রক্ত-বাহিনী নাড়ী, হৃদয়, হস্ত, ফুসফুস প্রভৃতির রোগ এবং কাম-বৃদ্ধি। বৃহস্পতির সহিত অন্য কোন

শুভগ্রহের কম্বুল যোগ থাকিলে উপরোক্ত ফলের গুরুত্ব কম হইতে পারে।

শুক্র—পিত্তরোগ এবং সমস্তপ্রকার নিন্দিত রোগ হইতে পারে। যদি শুক্র বর্ষপতি হইয়া পুরুষ-সংজ্ঞক রাশিতে অষ্টমপতি যুক্ত বা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শ্লেষ্মাজনিত রোগ হয়।

জন্মকালের লগ্নাধিপ পাপগ্রহ বর্ষলগ্নপতি কর্তৃক ক্ষুত দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে রোগ, এবং পাপ-যুক্ত হইলে, মৃত্যুতুল্য ফল হয়।

জন্মকালে যে রাশিতে শনি স্থিত, সেই রাশি বর্ষলগ্ন হইলে রোগ হয় এবং উক্ত লগ্নে পাপগ্রহ থাকিলে মৃত্যু-তুল্য ফল হয়।

জন্মকালের মঙ্গলস্থিত রাশি বর্ষলগ্ন হইয়া মঙ্গলের ক্ষুত দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে, রক্তপিত্ত রোগ, অগ্নিভয় ও অন্যান্য পীড়া হইয়া থাকে। কিন্তু মঙ্গল যদি শুভ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত ফলের গুরুত্ব কম হয়।

বর্ষপতি ও বর্ষলগ্নপতি ইহাদের মধ্যে কাহারও সহিত ষষ্ঠপতির ইত্থশাল হইলে, ষষ্ঠপতিগ্রহের স্বভাবানুযায়ী রোগ হয়।

জন্মকালের শুক্রস্থিত রাশি বর্ষপ্রবেশে ষষ্ঠস্থ হইলে, এবং তাহাতে অথবা ষষ্ঠ, অষ্টম, বা দ্বাদশে রবি থাকিলে, সমস্ত প্রকার কুৎসিত ব্যাধি হইতে পারে। রোগ সহম পাপযুক্ত হইলে রোগ হয়।

বর্ষপ্রবেশকালে পাপযুক্ত বৃহস্পতি অষ্টমে ও মঙ্গল লগ্নে থাকিলে, মূর্চ্ছা ও নিদ্রাল্পতা রোগ হয়। চন্দ্রযুক্ত মঙ্গল অথবা চন্দ্র বা পাপযুক্ত বৃহস্পতি অষ্টমস্থ হইলে, অঙ্গহানি হয়।

জন্মকালের কেন্দ্রস্থ পাপগ্রহ বর্ষপ্রবেশে লগ্নপতি এবং শুক্র পুরুষরাশিস্থ পাপ গ্রহের দ্বারা দৃষ্ট হইলে রোগ হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রায় কফঘটিতরোগ হয়।

ষষ্ঠ ভাব

দিবা বর্ষপ্রবেশকালে রবি বা মঙ্গল পঞ্চাধিকারীর কোন এক অধিকারী হইয়া লগ্নস্থ হইলে, জ্বর হয়। ইহারা শুভদৃষ্ট হইলে বৎসরের শেষ ভাগ শুভ হয়। রাত্রিতে জন্ম হইলে, বর্ষপ্রবেশকালে শুক্লপক্ষের চন্দ্রের সহিত যদি মঙ্গলের ইত্থশাল প্রেক্ষা থাকে তবে রোগ হয় না, কিন্তু শনির সহিত ইত্থশাল অথবা শনিযুক্ত হইলে রোগ-বৃদ্ধি হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে, যদি দিবাতে জন্ম হয়, তাহা হইলে ফল বিপরীত হইবে। অর্থাৎ মঙ্গলের ইত্থশালে রোগবৃদ্ধি ও শনির ইত্থশালে রোগ নাশ।

বর্ষপ্রবেশকালে কেতু ও বুধ যুক্ত রবির সহিত মঙ্গলের ইত্থশাল হইলে, সমস্ত বৎসর ধরিয়া রোগভোগ করিতে হয়। যে কোন বলবান গ্রহ পঞ্চাধিকারীর মধ্যে যে কোন এক অধিকারী হইয়া কেতু বা বুধযুক্ত হইলেও উক্ত ফল হয়।

বর্ষপ্রবেশকালে লগ্নের ৪র্থস্থ বা ৭মস্থ মুন্থা শনি কর্তৃক ক্ষুত দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে শূল পীড়া হয়। শনি-দৃষ্ট উক্ত মুন্থায় অন্যান্য পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে ভবিষ্যতে শূল রোগ হইবে তাহা নিশ্চিত।

জন্মকালে বৃহস্পতি বা শুক্রস্থিত রাশিতে বর্ষপ্রবেশকালে অস্তগত মঙ্গল থাকিলে, ব্যাধি, গণ্ডমালা বা বসন্ত প্রভৃতি রোগ হয়। বর্ষপ্রবেশকালে উক্ত স্থানে চন্দ্রযুক্ত বুধ থাকিলে, কুষ্ঠ হইয়া থাকে।

জন্মলগ্নপতি ও মুন্থাপতি উভয়েই দুর্বল হইয়া এবং পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হইয়া বর্ষলগ্নের ষষ্ঠস্থ হইলে, জ্বর ও অঙ্গ-বৈকল্যাদি বিবিধ অশান্তির সৃষ্টি হয়। বর্ষলগ্নপতি ও মুন্থাপতি পাপমধ্যস্থ হইলে রোগ হয়।

জন্মকালের ষষ্ঠপতি মঙ্গল বর্ষপ্রবেশকালে ষষ্ঠস্থ হইলে, রোগ হয় এবং

উক্ত মঙ্গল পাপসহ ইত্থশালী হইলে, রোগ বৃদ্ধি হয়। শুভ দৃষ্টি বা যোগে কথঞ্চিৎ শুভ হয়।

সপ্তম ভাব

বলী শুক্র বর্ষপতি হইয়া সপ্তমস্থ হইলে, স্ত্রী-পক্ষ হইতে সুখলাভ হয়। উক্ত শুক্রের প্রতি বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকিলে সুখ বৃদ্ধি হয়। মঙ্গল পঞ্চাধিকারীর এক অধিকারী হইয়া উক্ত শুক্রের উপর দৃষ্টি করিলে, প্রণয় হইয়া থাকে। উক্ত শুক্রের প্রতি বুধের দৃষ্টিতে অল্পবয়স্কা নারী এবং শনির দৃষ্টিতে অধিক বয়স্কা নারীর সহিত অবৈধ প্রেম হয়। কিন্তু বৃহস্পতির দৃষ্টিতে বিবাহ হয় ও সন্তান লাভ হইয়া থাকে।

জন্মলগ্নপতি বলী হইয়া বর্ষলগ্নের সপ্তমস্থ হইলে স্ত্রীপক্ষ হইতে সুখ হয়। জন্মকালের শুক্রস্থিত রাশি বর্ষলগ্নের সপ্তমস্থ হইয়া বর্ষপতি শুক্রযুক্ত হইলে বিবাহ হয়। বর্ষলগ্নপতি ও সপ্তমপতি ইত্থশালী হইলেও বিবাহ হইয়া থাকে।

স্ত্রী-সহম যদি বিনষ্ট হয় অর্থাৎ অস্তগত, পাপাক্রান্ত, পাপযুক্ত ও পাপদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে স্ত্রীপক্ষ হইতে ক্লেশ হয়।

বর্ষপ্রবেশকালে শুক্রযুক্ত চন্দ্র যদি পাপযুক্ত বা দৃষ্ট, অস্তগত বা পাপপ্রেক্ষায় পীড়িত হয়, তাহা হইলে স্ত্রীর সহিত ভালরূপ মিল হয় না। কিন্তু জন্মকালের শুক্রস্থিত রাশিতে বর্ষপ্রবেশকালে বলবান মঙ্গল থাকিলে, স্ত্রীর সহিত উত্তমরূপ মিল হইয়া থাকে।

জন্মলগ্নের সপ্তমপতি বর্ষপতি শুক্র দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে স্ত্রী-সহবাসে সুখ হয়। জন্মকালের শুক্রস্থিত রাশিতে বর্ষপ্রবেশকালে বৃহস্পতি স্থিত

হইয়া বর্ষলগ্নের কেন্দ্রস্থ হইলে স্ত্রী হইতে সুখ হয়। জন্মকালের শুক্রযুক্ত গ্রহ বর্ষপ্রবেশকালে ইন্দাপতি হইয়া কেন্দ্রস্থ হইলেও স্ত্রী হইতে সুখ হইয়া থাকে। ঐরূপ গ্রহ যদি বর্ষপ্রবেশকালে বিবাহ সহমপতি হইয়া কেন্দ্রগত হয়, তাহা হইলেও উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে।

পঞ্চাধিকারীর কোন অধিকারীর সহিত রবি যুক্ত হইলে, সর্ব্বদা স্ত্রী হইতে ব্যাকুলতা ঘটে। কিন্তু, মুন্থাযুক্ত কোন এক অধিকারীর উপর বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকিলে, বিবাহ হয়।

বর্ষলগ্নের সপ্তমস্থ মুন্থায় রবি ও মঙ্গলের দৃষ্টি থাকিলে, স্ত্রীপুত্র হইতে ক্লেশ হইয়া থাকে। স্ত্রী সহম বর্ষলগ্নের সপ্তমস্থ হইয়া পাপযুক্ত হইলে স্ত্রী-পুত্র হইতে কষ্ট হয়।

শুক্র জন্ম সময়ে সপ্তমপতি ও বলী হইয়া বর্ষলগ্নের সপ্তমস্থ হইলে এবং লগ্নপতির সহিত ইথশালী হইলে, স্ত্রী-লাভ হয়। বর্ষপতি মঙ্গল শুক্র দৃষ্ট কিংবা বর্ষপতি শুক্র মঙ্গলদৃষ্ট এবং স্ত্রী-সহম যথাক্রমে শুক্র কিংবা মঙ্গল দৃষ্ট হইলে বিবাহ হইয়া থাকে।

জন্মকালে স্ত্রী-সহম ও শুক্র মঙ্গল দৃষ্ট এবং বর্ষপ্রবেশকালে তৎস্বামী ও জায়া সহম শুক্র দৃষ্ট হইলে বিবাহ হয়।

জন্মকালের সপ্তমপতি যদি বর্ষপ্রবেশকালে স্ত্রী-সহমপতি হয় তাহা হইলে স্ত্রীর সুখ হয়। জন্মকালের সপ্তমপতি, বর্ষপ্রবেশকালের মুন্থাপতি ও বর্ষপতি দশমস্থ হইলেও এই ফল হয়।

বর্ষপ্রবেশকালে মুন্থার সপ্তমে চন্দ্র থাকিলে এবং উক্তস্থান চন্দ্রের উচ্চস্থান বা স্বস্থান হইলে বিদেশ গমন হয়। উক্তস্থানে

পাপ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে কষ্ট হয়।

অষ্টম ভাব

বর্ষপতি মঙ্গল পাপপীড়িত ও বলহীন হইলে, লৌহ বা অস্ত্রাঘাত হয়। উক্ত মঙ্গল অগ্নিরাশিগত হইলে অগ্নিভয় এবং দ্বিপদরাশিগত হইলে চৌরাদি দুর্জ্জন হইতে মৃত্যু হয়। উক্ত মঙ্গল যদি দশমস্থ হয়, তাহা হইলে রাজমন্ত্রী, শত্রু ও তস্করাদির ভয়, চতুর্থস্থ হইলে মাতা, পিতা, পিতৃব্য, মাতুল ও গুরুজন হইতে ভয় হয়।

লগ্নপতি, মুন্থাপতি ও বর্ষপতির সহিত অষ্টমপতির ইথশাল থাকিলে এবং দশাগণনায়ও যদি রিষ্ট সম্ভব হয় তাহা হইলে মৃত্যু হয়।

দিবাতে বর্ষপ্রবেশকালে মঙ্গল যদি রবিযুক্ত হয় তাহা হইলে রাজভীতি হয়।

জন্মকালে রবির সহিত শুক্রের ইসরাফ যোগ এবং রবি বর্ষপ্রবেশ কালে কোন এক অধিকারী হইয়া কেন্দ্রস্থ হইলে, রাজভয় ও রোগভয় হইয়া থাকে। জন্মকালে মঙ্গলাস্থিত রাশিতে বর্ষপ্রবেশকালে বুধস্থিত হইলে এবং বুধ পঞ্চাধিকারীর কোন এক অধিকারী হইলে, রোগভয় হয়। পঞ্চাধিকারীর কোন এক অধিকারী বুধ যদি মঙ্গল কর্ত্তৃক ক্ষুত দৃষ্টিতে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে রোগ এবং উক্তরূপ বুধ যদি মঙ্গলের রশ্মিমধ্যগত বা পরাজিত হয়, তাহা হইলে বিদেশে বন্ধন বা মৃত্যু হয়।

জন্মকালের মঙ্গলস্থিত রাশিতে বর্ষপ্রবেশকালে কোন এক অধিকারী হইয়া চন্দ্র থাকিলে গুপ্ত রাজ-ভয় হইয়া থাকে। এই যোগের সহিত শনি অন্যতম এক অধিকারী হইয়া দশমস্থ হইলে, লৌহাঘাতে মৃত্যু হয়।

অষ্টম ভাব

বর্ষপ্রবেশ-কালে রবি, মঙ্গল ও বুধ একরাশিস্থ হইলে, বিদেশে বন্ধন বা মৃত্যু হয়। উক্ত স্থান যদি বর্ষলগ্নের অষ্টমস্থান হয়, তাহা হইলে রাজভয়, অগ্নিভয় ও আঘাত-প্রাপ্তির ভয় হয়।

মঙ্গল বর্ষলগ্নের দশমস্থ হইলে, চতুষ্পদ জন্তু হইতে ভয় ও রক্তবিকার-জনিত রোগ হয়,

বর্ষপতি বৃহস্পতি বলহীন হইয়া দ্বিতীয় বা অষ্টমস্থ হইলে, শৌর্য্যহানি ও শনি সপ্তমে থাকিলে তিরস্কার, অপবাদ ও দুর্ব্বাক্য সহ্য করিতে হয়।

বুধ ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ হইয়া মঙ্গলের সহিত ইত্থশালী ও মঙ্গল কর্ত্তৃক ক্ষুত দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে, মৃত্যু-তুল্য ফল হয়, ঐরূপ বুধ মঙ্গলের হদ্দায় থাকিলে ধননাশ হয়, কিন্তু শুভদৃষ্ট হইলে কথঞ্চিৎ শুভ হয়।

বর্ষলগ্নপতি অস্তগত, পরাজিত বা পাপযুক্ত হইলে, স্ত্রীলোকের সহিত বিবাদ হয়।

জন্মলগ্নের অষ্টমস্থ বৃহস্পতি যদি বর্ষপ্রবেশ-কালে কোন অধিকারী না হয়, তাহা হইলে অতিশয় কলহ হয়। উক্তরূপ বৃহস্পতি শুক্রদৃষ্ট হইলে, বিবাদে জয়লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ষলগ্নের দ্বাদশে মঙ্গল এবং দ্বিতীয় রবি থাকিলে, বিবাদ অত্যন্ত ক্লেশকর হয়।

বর্ষপতি মঙ্গল দ্বারা পীড়িত হইলে, শত্রু-বৃদ্ধি ও জ্ঞাতি সহ কলহ হইয়া থাকে। জন্ম-লগ্নপতি বর্ষলগ্নের অষ্টমস্থ হইয়া অস্তগত হইলে, রোগ ও বিবাদ হয়।

জন্মকালের মঙ্গলস্থিত রাশিতে জন্ম ও বর্ষপ্রবেশ কালের অধিকারী বৃহস্পতি পাপযুক্ত ও দৃষ্ট হইলে বিবাদ হয়। ঐরূপ জন্ম ও বর্ষপ্রবেশ-

কালের অধিকারী চন্দ্র জন্মকালের শনিস্থিত রাশিগত হইয়া পাপযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে, বিবাদ হইয়া থাকে।

চন্দ্র জন্ম ও বর্ষপ্রবেশ-কালের অধিকারী হইয়া জন্মকালের বুধস্থিত রাশিগত হইলে ও পাপ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে বিদেশ-গমন হয়।

বর্ষপতি মঙ্গল অগ্নি-রাশিগত হইয়া অষ্টমস্থ হইলে অস্ত্রভয় হয়।

বর্ষলগ্নের অষ্টমে যদি অষ্টমপতি ও বর্ষলগ্নপতি পাপদৃষ্ট হইয়া স্থিত হয়, তাহা হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে।

জন্মকুণ্ডলীর মঙ্গলস্থিত রাশি যদি বর্ষলগ্ন হয় এবং নষ্টবলী বুধ বর্ষপতি হইয়া লগ্নস্থ হয়, তাহা হইলে সে বৎসর সুখ হয় না।

বর্ষলগ্নের দশমে যদি রবি, মঙ্গল ও শনি একত্র থাকে, তাহা হইলে বাহন হইতে ভয় এবং বর্ষলগ্নের অষ্টমে রবি মঙ্গল একত্রে থাকিলে, বাহন হইতে কষ্ট হয়।

বর্ষপতি মঙ্গল অষ্টমে এবং চন্দ্র ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে থাকিলে মৃত্যু হয়। উক্ত যোগের সহিত মৃত্যুসহম-পতি লগ্নগত হইয়া বলহীন হইলে, অকস্মাৎ মৃত্যু হয়।

পুণ্য-সহম-পতি পুণ্যসহম হইতে অষ্টমস্থ হইয়া পাপযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে মৃত্যু হয়। জন্মকালের অষ্টমপতি পাপযুক্ত বা দৃষ্ট হইয়া পুণ্য-সহমস্থ হইলেও, মৃত্যু হইয়া থাকে।

বর্ষ বা জন্মলগ্নের অষ্টম স্থান পুণ্যসহম হইয়া তাহাতে পুণ্যসহমপতি যুক্ত হইলে, মৃত্যু-তুল্য ফল হইবে। পুণ্যসহম পাপযুক্ত ও অষ্টমপতি ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ হইলে মৃত্যু হয়। বর্ষপতি ও মুন্থাপতি পাপযুক্ত

হইয়া বর্ষলগ্নের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ হইলেও ঐরূপ ফল হয়।

জন্মলগ্নপতি পাপযুক্ত হইয়া বর্ষলগ্ন হইতে অষ্টমস্থ হইলে মৃত্যু, এবং শনি-যুক্ত মুন্থার উপর মঙ্গলের ক্ষুত দৃষ্টি থাকিলে অপমৃত্যু হয়।

শনির সহিত অষ্টমপতির শত্রুপ্রেক্ষায় ইথশাল যোগ থাকিলে মৃত্যু, অন্য শুভগ্রহের সহিত শুভপ্রেক্ষা থাকিলে কথঞ্চিৎ শুভ হয়।

জন্মলগ্নের অষ্টমপতি শনি বর্ষলগ্নের অষ্টমস্থ হইয়া বর্ষলগ্নাধিপের সহিত ইথশালী হইলে, যদি উক্ত শনি লগ্নাধিপের ক্ষুত দৃষ্টিতে পীড়িত হয়, তাহা হইলে মৃত্যু হইবে, পুণ্যসহমে চন্দ্র এবং লগ্ন বা সপ্তমে পাপ-গ্রহ থাকিলে মৃত্যু। বর্ষলগ্নপতি এবং পাপগ্রহ অষ্টম বা দ্বাদশস্থ হইলেও মৃত্যু হয়।

নবম ভাব

মঙ্গল বর্ষপতি হইয়া বর্ষলগ্নের তৃতীয় বা নবমস্থ হইলে, এবং পাপ-পীড়িত না হইয়া বলবান হইলে, সর্ব্ব কার্য্যসিদ্ধি ও বিশেষ লাভ হয়। উক্ত মঙ্গল দুর্ব্বল ও পাপগ্রহের ক্ষুত প্রেক্ষায় পীড়িত হইলে, ভ্রমণে বিপদ বা দুর্ঘটনা নির্দ্দেশ করে।

রবি বর্ষপতি হইয়া শুভপ্রেক্ষায় কম্বুল-যোগ-বিশিষ্ট ও তৃতীয় বা নবমস্থ হইলে, ভ্রমণে সুখ হয়। কিন্তু, উক্ত রবি যদি পঞ্চাধিকারীর কোন এক অধিকারী না হয়, তাহা হইলে অন্য কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিদেশ যাত্রা করিতে হয়।

শুক্র বর্ষপতি হইয়া তৃতীয় বা নবমস্থ হইলে ভ্রমণে সুখ হয়, কিন্তু

উক্ত শুক্র বক্রী বা অস্তগত কিম্বা পাপগ্রহের দ্বারা পীড়িত হইলে, ভ্রমণের উদ্দেশ্য সফল হয় না।

বুধ বর্ষপতি হইয়া তৃতীয় বা নবমস্থ হইলে, তীর্থ-ভ্রমণে আনন্দ হয় না।

বর্ষপতি বৃহস্পতি তৃতীয় বা নবমস্থ হইলেও তীর্থ ভ্রমণ হয়, কিন্তু উক্ত বৃহস্পতিও দোষযুক্ত অর্থাৎ অস্তগত, বক্রী বা পাপপীড়িত হইলে, ভ্রমণে শান্তি হয় না।

বর্ষে লগ্নাধিপতির সহিত নবমাধিপতির ইত্থশাল হইলে, অকস্মাৎও অচিন্তিতপূর্ব্ব স্থানে যাত্রা করিতে হয়। যাত্রার কারণ গ্রহের ও প্রেক্ষার স্বভাব হইতে জানা যায়। কিন্তু এই যোগে যদি লগ্নপতি নবমপতিকে নিজ তেজ দান করে, অর্থাৎ লগ্নপতি নবমপতির প্রেক্ষায় সংযুক্ত হইতে যায়, তাহা হইলে চিন্তিত স্থানে গমন হয়।

বর্ষলগ্নাধিপতির সহিত মুন্থাপতির কিংবা বর্ষপতির ইত্থশাল হইলেও এইরূপ ফল কল্পনা করিতে হইবে। অর্থাৎ লগ্নপতি শীঘ্রগামী হইলে চিন্তিতস্থানে গমন, অন্যথা অকস্মাৎ অচিন্তিতপূর্ব্ব স্থানে যাত্রা।

জন্মকালীন বৃহস্পতিস্থিত রাশি যদি বর্ষলগ্নের নবম স্থান হয় এবং তাহাতে যদি মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে যাত্রায় শুভ এবং ভৃত্যের দ্বারা অর্থ-লাভ হয়। জন্মকালীন বুধস্থিত রাশিতে বর্ষলগ্নপতির সহিত শুভ প্রেক্ষাবিশিষ্ট মঙ্গল থাকিলে, যাত্রায় শুভ ও আনন্দ লাভ হয়।

জন্মকালে মঙ্গল স্বক্ষেত্রগত হইলে এবং বর্ষ-প্রবেশকালে উক্তস্থান নবমস্থান হইয়া তাহাতে শুভ-প্রেক্ষাবিশিষ্ট মঙ্গল থাকিলে, ভ্রমণ এবং ভ্রমণে সুখ হয়।

জন্মকালের শনিস্থিত রাশিতে বর্ষপ্রবেশ-কালে জন্মলগ্নপতি বুধ পাপ-যুক্ত হইয়া স্থিত হইলে, মামলা-মোকদ্দমা, কলহ ও প্রবাস হইয়া থাকে।

বর্ষপ্রবেশের সময় বুধ, চন্দ্র বা বৃহস্পতি জন্মকালে পঞ্চাধিকারীর এক-তম হইয়া যদি নবমে থাকে এবং উক্ত স্থানে যদি জন্মকালে শনি থাকে, তাহা হইলে শত্রুর সহিত কলহ হেতু বা মোকদ্দমা করিবার জন্য বিদেশ গমন করিতে হয়।

শনি পঞ্চাধিকারীর একতম না হইয়া বর্ষলগ্নের নবমস্থ হইলে, বিদেশ যাত্রা করিতে হয় এবং এইরূপ যাত্রায় শুভ হয় না।

বৃহস্পতি অধিকারী না হইয়াও বর্ষলগ্নের নবমস্থ হইলে, দূরদেশ যাত্রা এবং রাজ-সঙ্গ হয় এবং রাজা বা ধনী ব্যক্তির সাহায্যে লাভ হইয়া থাকে।

বর্ষলগ্নের সপ্তমে মুন্থা ও নবমে বলবান চন্দ্র থাকিলে, বিদেশ গমন হয়। বলবান বর্ষপতি কেন্দ্রস্থ হইয়া পাপযুক্ত না হইলে, নিজ অধিকৃত স্থানে গমন হইয়া থাকে।

বুধ বা মঙ্গল পঞ্চাধিকারীর কোন এক অধিকারী হইয়া বলী বৃহস্পতিযুক্ত হইয়া কেন্দ্রস্থ হইলে, পরের কার্য্যের জন্য বিদেশ যাত্রা এবং কার্য্যসিদ্ধি, জয়লাভ ও অতিশয় সুখ হয়।

বর্ষ-প্রবেশকালে বৃহস্পতির স্থানে মঙ্গল থাকিলে, ভ্রমণে সুখ হয়।

নবমে দুর্ব্বল মঙ্গল বর্ষপতি হইয়া থাকিলে, পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিদেশ যাত্রা করিতে হয়।

দশম ভাব

বলবান বর্ষপতি দশমস্থ হইলে কর্ম্মোন্নতি, অর্থ-প্রাপ্তি ও যশোলাভ

হয়। কিন্তু দশম ভিন্ন অন্য কেন্দ্রস্থ হইলে, স্থানান্তরে লাভ ও গৃহস্থালীর সুখ হইয়া থাকে।

বর্ষপতি বলবান রবি চতুর্থস্থ হইলে, পূর্ব্বার্জ্জিত পদপ্রাপ্তি হয়। উক্ত রবি একাদশস্থ হইলে, রাজা, মন্ত্রী বা গুণবান্ ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব হইয়া থাকে।

জন্মকালের রবিস্থিত-রাশি বর্ষলগ্ন বা বর্ষলগ্নের দশম স্থান হইলে, তাহা যদি মুন্থাযুক্ত হয়, তাহা হইলে রাজ্যলাভ ও সুখ-বৃদ্ধি হয়। কিন্তু উক্ত রবি নীচস্থ বা পাপপীড়িত হইয়া দশমস্থ হইলে, রাজরোষ, অপমান বন্ধন, মিথ্যাকলঙ্ক, কর্ম্মচ্যুতি প্রভৃতি অশুভ ফল হইয়া থাকে।

জন্মকালে ও বর্ষপ্রবেশ কালে সিংহস্থ রবি যদি লগ্নের দশমস্থ হয় এবং তাহার উপর যদি অন্য গ্রহের শুভ প্রেক্ষা থাকে, তাহা হইলে স্থান-প্রাপ্তি ও রাজাশ্রয়ে লাভ হয়।

জন্মকালের মঙ্গলস্থিত রাশিতে বর্ষপ্রবেশ-কালে চন্দ্র থাকিলে, তাহা যদি দশমস্থান হয়, তাহা হইলে স্থানান্তরে ক্ষমতা-প্রাপ্তি হয়।

বর্ষলগ্নপতি, বর্ষপতি ও দশমপতির শুভ প্রেক্ষায় ইত্থশাল থাকিলে রাজ্যলাভ হয়। বর্ষপতি রাজ্য-সহম যুক্ত হইয়া রবির সহিত শুভ প্রেক্ষায় ইত্থশালী হইলে, বিষয় লাভ সুনিশ্চিত।

জন্মকালের শনিস্থিত রাশি বর্ষলগ্নের দশম হইয়া মঙ্গল যুক্ত হইলে এবং মুন্থার উপর উক্ত মঙ্গলের অশুভ প্রেক্ষা থাকিলে, দুষ্কার্য্য হেতু রাজ-ভীতি ও ধন-নাশ হয়।

জন্মকালের শনিস্থিত রাশি বর্ষলগ্নের তৃতীয় বা নবম রাশি হইলে এবং

তাহাতে অস্তগত বা নষ্টবলী মঙ্গল থাকিলে, পাপ-বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বলবান শনি কোন এক অধিকারী বা বর্ষপতি হইয়া বর্ষলগ্নের তৃতীয় বা নবমস্থ হইলে, ধর্ম্ম-বৃদ্ধি হয়।

কোন এক অধিকারী শনি বা রবি বলহীন হইয়া বর্ষলগ্নের তৃতীয় বা নবমস্থ হইলে, পাপকার্য্য বৃদ্ধি বা ধর্ম্ম-নাশ হয়। বৃহস্পতি ঐরূপ হইলে, পাপ কার্য্যের দ্বারা অর্থলাভ হইয়া থাকে।

বর্ষলগ্নের তৃতীয় বা নবমে মুন্থা পড়িলে, পুণ্য বৃদ্ধি হয়। মুন্থা পাপ-পীড়িত বা পাপ-গৃহগত হইলে, পাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

জন্মকালের দশম-পতি রবি বর্ষলগ্নের দশমস্থ হইয়া লগ্নাধিপতির সহিত ইত্থশালী হইলে রাজ্যপ্রাপ্তি হয়। বর্ষলগ্নের নবমপতি অস্তগত বা পাপ-পরাজিত হইলে, ধর্ম্মক্ষয় ও অর্থনাশ হয়।

একাদশ ভাব

বর্ষপতি বুধ শুভদৃষ্ট বা যুক্ত হইয়া তৃতীয়স্থ হইলে, বাণিজ্যের দ্বারা অর্থলাভ হয়। উক্তরূপ বুধ মুন্থাযুক্ত হইয়া লগ্নস্থ হইলে, লেখাপড়ার ব্যাপার অর্থাগম হইয়া থাকে। কিন্তু উক্তরূপ বুধ ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ হইয়া পাপযুক্ত হইলে, নীচকার্য্যে প্রবৃত্তি জাগে, এবং উক্তরূপ বুধের উপর যদি পাপ গ্রহের দৃষ্টি থাকে কিংবা বুধ যদি অস্তগত হয়, তাহা হইলে সেই বর্ষে কিছুই লাভ হয় না।

বর্ষপতি বৃহস্পতি পাপ-পীড়িত হইয়া লগ্নস্থ হইলে, ধননাশ এবং রাজ-ভীতি হইয়া থাকে। কিন্তু বৃহস্পতি কোন এক অধিকারী হইয়া সপ্তমস্থ হইলে, বাণিজ্যের দ্বারা সৌভাগ্য বৃদ্ধি-হয়।

বর্ষলগ্নপতি ও একাদশপতি পরস্পর শুভ ইত্থশালী হইলে, লাভ ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট গৌরব-বৃদ্ধি হয়। একাদশস্থ গ্রহ বলী হইলে ধন লাভ হয়, কিন্তু বলী না হইলে হয় না।

বলবান বুধ মুন্থাযুক্ত হইয়া বর্ষলগ্নস্থ হইলে এবং ধন-সহম শুভযুক্ত হইয়া লগ্নগত হইলে, ভৃত্য হইতে ধনলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু পাপ-পীড়িত হইলে, ধনলাভ হয় না।

দ্বাদশ ভাব

বর্ষলগ্নপতি ও বর্ষপতি বলহীন হইয়া ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ স্থানে থাকিলে, রাশির স্বভাব (দ্বিপদ, চতুষ্পদ ইত্যাদি) অনুযায়ী জীব বা বস্তু হইতে ক্ষতি হইয়া থাকে।

হীনবল শুক্র বর্ষপতি হইয়া পাপ কর্তৃক ক্ষুতপ্রেক্ষায় পীড়িত হইলে এবং ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ হইলে, যদি উক্ত রাশি দ্বিপদ হয়, তাহা হইলে ভৃত্যহানি এবং চতুষ্পদ হইলে গৃহপালিত পশু নাশ হয়।

শনিযুক্ত বর্ষপতি মঙ্গল দশমস্থ হইলে, গৃহপালিত পশু-হানি হয় এবং মনের ব্যাকুলতা জন্মে। উক্তরূপ মঙ্গল পাপ-পীড়িত হইয়া দ্বাদশস্থ হইলেও ঐরূপ ফল হয়। চন্দ্রযুক্ত শনিতেও ঐরূপ ফল কল্পনা করিতে হইবে।

বর্ষপতি রবি পাপ-পীড়িত হইয়া ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ হইলে, উক্ত রাশি যদি চতুষ্পদ জন্তু জ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে অধীন কর্ম্মচারীর সহিত বিবাদ হইয়া থাকে।

বর্ষপতি বলবান্ শনি লগ্ন, ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ হইলে, গ্রাম, জলাশয়-

প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কার্য্য হইয়া থাকে। অবশ্য, শনি যদি পাপ পীড়িত না হয়।

বর্ষপতি শনি বা বৃহস্পতি দশমে উচ্চস্থ বা স্বগৃহগত হইলে, যথাক্রমে শিরঃপীড়া ও অর্থলাভ সূচনা করে। রবি ঐরূপ হইলে রাজা হইতে, ধনাগম হয়। মঙ্গল হইলে স্বীয় বাহুবলে, বুধ হইলে বৈশ্যবৃত্তি, জ্যোতির্ব্বিদ্যা কাব্য বা লেখ্য কার্য্যের দ্বারা অর্থলাভ হইয়া থাকে।

হীনবল শনি বর্ষপতি হইয়া দশমস্থ হইলে, সকল কার্য্য নাশ ও দুরবস্থা উপস্থিত হয়।

রবি বা শনি বর্ষপতি হইয়া জন্ম-কালের চন্দ্রস্থিত রাশিগত হইয়া পাপযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে, সকল কার্য্য নাশ হয়। কোন কার্য্যেই আশানুরূপ ফল হইতে পারে না। উক্তরূপ শনি যদি বর্ষপ্রবেশ কালে বক্রী বা অস্তগত থাকে, তাহা হইলে সকল কার্য্যেই শৈথিল্য জন্মে।

দশম ভাব, দশমপতি ও কর্ম্মসহম শনিযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে, সকল কার্য্য বিফল হয়।

বর্ষপতি ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ হইলে, অথবা বর্ষলগ্নের দশমপতি জন্মকালে ও বর্ষপ্রবেশকালে বলহীন হইলে, সেই বৎসর শুভ হয় না। বর্ষলগ্নের অষ্টম-পতি ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ হইয়া বলহীন হইলে, এইরূপ ফলই হইয়া থাকে।

মন্তব্য

উপরে ভাববিচারের মধ্যে যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ সম্পূর্ণ নহে। বিচারের প্রণালী দেখাইবার জন্য কতকগুলি উদাহরণ মাত্র উহাতে দেওয়া হইয়াছে। গ্রহের রাশির ও ভাবের কারকতা জানা

থাকিলে, ঐ বিচারগুলি প্রথম শিক্ষার্থী নিজে হইতেই করিতে পারিবেন, এবং বস্তুতঃ, প্রথম শিক্ষার্থীর সেই চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

বর্ষপ্রবেশ বিচারের সময় এইটুকু মনে রাখা উচিত যে, বর্ষপতি গ্রহের গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী। যে বৎসর বর্ষপতি যেরূপ যোগদৃষ্টি লইয়া যে ভাবে থাকিবে এবং যে যে ভাবকে বা যে যে ভাবপতিকে অনুগৃহীত বা পীড়িত করিবে—সে বৎসর সেই সেই ভাবোত্থ ব্যাপারগুলি জাতকের জীবনে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইবে।

বর্ষপতির পরই দেখিতে হইবে মুন্থাকে। দেখিতে হইবে যে, বর্ষপতি দ্বারা সূচিত শুভ বা অশুভ ফলগুলি মুন্থার পোষকতা পাইতেছে কি না। বস্তুতঃ, বর্ষপ্রবেশে বর্ষপতি ফলগুলি সূচনা করে এবং মুন্থা ফলগুলিকে প্রকাশ করে। মুন্থার অনুকূল্য না পাইলে, ফলের সম্যক্ প্রাকাশ কখনই হইতে পারে না। কাজেই মুন্থার ভাব লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন। বর্ষপতি দ্বারা সূচিত যে যে ব্যাপার মুন্থা দ্বারাও সূচিত হইবে, শুধু সেইগুলিই সেই বর্ষের বিশেষ ফল।

অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী আচায্য মুন্থার পরই পুণ্য-সহমকে দেখিতে বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের যাহা অভিজ্ঞতা, তাহাতে মনে হয় পুণ্যসহমের স্থান গৌণ মাত্র। বস্তুতঃ, মুন্থার পরই লক্ষ্য দিতে হইবে বর্ষলগ্নের উপর। আসলে, বর্ষপতি এবং মুন্থাই প্রধান সূচক ও নির্দ্দেশক, কিন্তু, তাহাদের দ্বারা সূচিত ও নির্দ্দিষ্ট ঘটনাগুলি যদি লগ্ন ও লগ্নপতির অবস্থা দ্বারাও পরি-পোষিত হয়, তাহা হইলে সেই ঘটনাগুলি স্মরণীয়ভাবে ঘটে।

যে বৎসর মুন্থাপতি অথবা স্বয়ং লগ্নপতি বর্ষপতি হয়, সে বৎসরের ঘটনাগুলি প্রায়ই লক্ষ্য করিবার মত হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দশাবিচার

দশা

বর্ষ-কুণ্ডলী বিচার করিবার সময় সাধারণতঃ তিন প্রকার দশা বিচার করা হইয়া থাকে ; যথা—পাত্যাংশ দশা, মুদ্রা দশা ও মুকুন্দা দশা।

নীলকণ্ঠের তাজিক গ্রন্থে শুধু পাত্যাংশ দশার কথাই বলা হইয়াছে। এই দশা-প্রকরণে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই সাতটি গ্রহ এবং লগ্ন লইয়া আটটি দশা কল্পিত হইয়াছে। নাক্ষত্রিক দশাগুলিতে কোন্ গ্রহের দশার পর কোন্ গ্রহের দশা হইবে তাহা যেমন ধরা-বাঁধা আছে, পাত্যাংশ দশায় সেরূপ কোন নিয়ম নাই। এই দশায় কোন্ গ্রহের দশার পর কোন্ গ্রহের দশা পড়িবে, তাহা লগ্ন ও গ্রহগুলির স্ফুট দিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। যে গ্রহের স্ফুটের অংশ ও কলা (রাশি বাদ দিয়া) সর্ব্বাপেক্ষা কম তাহার দশা হইবে সর্ব্বপ্রথমে। বাকী সাতটির মধ্যে যাহার স্ফুট সবচেয়ে কম হইবে তাহার দশা হইবে দ্বিতীয়। এই ভাবে পরপর গ্রহগুলি ও লগ্নকে সাজাইয়া গেলে যাহার স্ফুট সবচেয়ে বেশী তাহার দশা হইবে একেবারে শেষে। নাক্ষত্রিক দশাগুলিতে কোন্ গ্রহের দশা-পরিমাণ কত তাহা নির্দ্দিষ্ট, এই দশায় কিন্তু সেরূপ কিছু নাই। এই দশায় প্রত্যেক গ্রহের ভোগ-কাল নির্ণয় করিতে হইলে, বিশেষ প্রক্রিয়া প্রয়োজন। তাহা নীচে দেওয়া গেল।

দশাকাল-নির্ণয়

উপরোক্ত সাতটি গ্রহ এবং লগ্ন এই আটটির মধ্যে যাহার স্ফুটের অংশ-কলাদি সর্ব্বাপেক্ষা কম তাহাকে প্রথমে লইতে হইবে। তাহার পর তদপেক্ষা যাহার স্ফুট বেশী তাহাকে লইতে হইবে, এই ক্রমে গ্রহগুলি ও লগ্নকে একধারে সাজাইয়া লিখিতে হয়, এবং এইভাবে লেখার পর গ্রহগুলির যেরূপ পরপর অবস্থান হইবে সেই অনুসারেই পরপর দশা হইবে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এখন, কোন্ গ্রহের দশা কত মাস বা দিন হইবে, তাহা জানিতে হইলে, প্রথমে উপরোক্ত গ্রহগুলির ও লগ্নের স্ফুট শোধন করিতে হইবে। শোধন করিবার নিয়ম এই—যে গ্রহের স্ফুটের অংশ-কলা সর্ব্বাপেক্ষা কম তাহার পাশে সেই অংশ-কলাই লিখিতে হইবে। তারপর, দ্বিতীয় গ্রহটির স্ফুটের অংশ-কলাদি হইতে প্রথম গ্রহের স্ফুটের অংশ-কলাদি বাদ দিয়া যাহা হইবে, তাহা দ্বিতীয় গ্রহের পাশে লিখিতে হইবে। তেমনি, তৃতীয় গ্রহের স্ফুট হইতে দ্বিতীয় গ্রহের স্ফুট বাদ দিয়া যাহা হইবে তাহা তৃতীয় গ্রহের পাশে, চতুর্থ গ্রহ হইতে তৃতীয় গ্রহের স্ফুটাংশাদি বাদ দিয়া অবশেষ চতুর্থ গ্রহের পাশে, এইভাবে শেষ পর্য্যন্ত লিখিতে হইবে। এইরূপ বাদ দিয়া যে স্ফুটগুলি লেখা হয়, তাহার পারিভাষিক নাম শোধিত স্ফুট। এই শোধিত স্ফুটগুলি সব যোগ করিলে দেখা যাইবে যে, যোগফল অষ্টম গ্রহটির অর্থাৎ যাহার স্ফুটাংশ সর্ব্বপেক্ষা বেশী তাহার আসল স্ফুটের অংশ-কলাদির সমান হইয়াছে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হইবে।

এক ব্যক্তির বর্ষপ্রবেশে গ্রহ ও লগ্নের স্ফুট হইয়াছে এইরূপ—

র ৫।৭।৪ ; চ ১১।১৪।৩৫ ; ম ৩।২২।১৫ ; বু ৫।২৭।৩৮ ; বৃ ৬।৩।২৪ ; শু ৪।২২।৪০ ; শ ৯।২৯।২৭ বং ; রা ৯।১৪।৩৪ ; কে ৩।১৪।৩৪ ; প্র ০।৭।৪০ বং ; ব ৪।১৯।৫২ ; লং ২।১৩।১৩ ;

ইহার পাত্যাংশ দশা কিরূপ হইবে ?

পাত্যাংশ দশায় আমাদের প্রয়োজন রাশি হইতে শনি পর্য্যন্ত সাতটি গ্রহের স্ফুট এবং লগ্নের স্ফুট ; এইগুলি লইয়া সব চেয়ে কম অংশে স্থিত গ্রহ হইতে সুরু করিয়া সব চেয়ে বেশী অংশে স্থিত গ্রহ পর্য্যন্ত সাজাইতে হইবে, এবং, তাহাদের পাশে পাশে স্ফুটগুলি (অংশ কলাদি) লিখিতে হইবে। যেমন, উপরের স্ফুটগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, বৃহস্পতির স্ফুটের অংশ-কলাদি সব চেয়ে কম, সুতরাং, আগে বৃহস্পতি লিখিতে হইবে এবং তাহার পাশে বৃহস্পতির স্ফুটের রাশি বাদ দিয়া অংশ-কলাদি, তাহার পর, রবি, তাহার পর লগ্ন, তাহার পর চন্দ্র, তাহার পর মঙ্গল, তাহার পর শুক্র, তাহার পর বুধ এবং সব শেষে শনি—যথা

বৃ ৩।২৪

র ৭।৪

লং ১৩।১৩

চ ১৪।৩৫

ম ২২।১৫

শু ২২।৪০

বৃ ২৭।৩৮

শ ২৯।২৭

এইবার শোধন। বৃহস্পতির পাশে বৃহস্পতির অংশ-কলাদি ঐ ৩।২৪ই লিখিতে হইবে। রবির পাশে লিখিতে হইবে রবির স্ফুট ৭।৪ হইতে বৃহস্পতির স্ফুট বাদ দিলে যাহা হইবে অর্থাৎ ৩।৪০ ; এইরূপে লগ্নের পাশে লগ্ন ও রবির অন্তর, চন্দ্রের পাশে চন্দ্র ও লগ্নের অন্তর, ইত্যাদি। অতএব, শোধিত স্ফুট হইবে—

বৃ ৩।২৪

র ৩।৪০

লং ৬।৯

চ ১।২২

ম ৭।৪০

শু ০।২৫

বু ৪।৫৮

শ ১।৪৯

যোগ দিলে হইবে ২৯।২৭

অর্থাৎ, শনির আসল স্ফুটের অংশ-কলার সমান। এইবার কোন্ দশা কতদিন তাহা নির্ণয় করতে হইবে। গ্রহের শোধিত স্ফুটের সমষ্টি হইয়াছে ২৯।২৭১ ; ইহা লইয়া ত্রৈরাশিক কসিতে হইবে—

২৯ অংশ ২৭ কলায় যদি হয় ৩৬৫ দিন, তাহা হইলে গ্রহের শোধিত স্ফুটে কত হইবে ?

এই ত্রৈরাশিক আটটি কসিতে হইলে, সমষ্টিকে এবং প্রত্যেক গ্রহের শোধিত স্ফুটকে কলা করিয়া লওয়া দরকার। সুতরাং গোড়াতেই প্রত্যেক গ্রহের শোধিত স্ফুটের পাশে কলা-পরিমাণ লিখিয়া লওয়া ভাল। যেমন—

বৃ ৩।২৪	কলা	২০৪
র ৩।৪০	,,	২২০
লং ৬।৯	,,	৩৬৯
চ ১।২২	,,	৮২
ম ৭।৪০	,,	৪৬০
শু ০।২৫	,,	২৫
বু ৪।৫৮	,,	২৯৮
শ ১।৪৯	,,	১০৯
২৯।২৭	,,	১৭৬৭

এখন এক একটি গ্রহের জন্য এক একটি ত্রৈরাশিক কসিয়া তাহাতে যত মাস ও দিন হইবে, তাহা সেই সেই গ্রহের পাশে লিখিতে হইবে। যেমন এখানে বৃহস্পতির জন্য এই ত্রৈরাশিক কসিতে হইবে।

১৭৬৭ কলায় যদি হয় ৩৬৫ দিন তাহা হইলে ২০৪ কলায় কতদিন হইবে ?

ইহা হইবে—

$$\frac{২০৪ \times ৩৬৫}{১৭৬৭}$$

ইহা কসিলে হইবে ৪২ দিন ৮ দণ্ড। ৮ দণ্ড ছাড়িয়া দিয়া ৪২ দিন ধরিলেই চলিবে। সুতরাং এই বর্ষপ্রবেশে প্রথমে হইবে বৃহস্পতির দশা এবং তাহা থাকিবে বর্ষপ্রবেশের দিন হইতে ৪২ দিন। এইরূপ পর পর সব দশাগুলি কসিতে হইবে

এইভাবে সবগুলি কসিলে হইবে

বৃ	৪২	দিন
র	৪৫	,,
লং	৭৬	,,
চ	১৭	,,
ম	৯৫	,,
শু	৫	,,
বু	৬২	,,
শ	২৩	,,
মোট	৩৬৫	দিন

লগ্নের দশা

লগ্নের দশায় প্রথমে দেখিতে হইবে, লগ্ন চর, স্থির অথবা দ্বিস্বভাব কিরূপ রাশিতে এবং কোন্ দ্রেক্কাণে পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে সাধারণ বিধি এই যে, চর রাশির প্রথম দ্রেক্কাণে লগ্ন হইলে, দশা শুভ, দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে শুভাশুভ মিশ্র, এবং তৃতীয় দ্রেক্কাণে অশুভ। তেমনি লগ্ন স্থির রাশির প্রথম ও দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ হইলে অশুভ, ও তৃতীয় দ্রেক্কাণ হইলে শুভ। দ্ব্যাত্মক রাশির প্রথম দ্রেক্কাণে লগ্ন হইলে অশুভ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেক্কাণ

শুভ। ইহা ছাড়া আরও লক্ষ্য করা দরকার যে, লগ্ন শুভক্ষেত্রে বা পাপ-ক্ষেত্রে। লগ্ন শুভক্ষেত্রে হইয়া যদি শুভগ্রহ যুক্ত অথবা শুভগ্রহের মিত্রপ্রেক্ষা দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহা হইলে লগ্নের দশার ফল শুভ হইবে, লগ্ন যে রাশির যে দ্রেক্কাণেই থাক্। তেমনি অশুভ ক্ষেত্রে অশুভ ক্ষেত্রের যোগ বা দৃষ্টি দ্বারা পীড়িত লগ্নের দশায় অশুভ ফল কল্পনা করিতে হইবে, এখানেও লগ্নের রাশি বা দ্রেক্কাণের কোন প্রশ্ন নাই। লগ্নে যদি কোন গ্রহ না থাকে, তাহা হইলে লগ্নপতির বলাবল দেখিতে হইবে। লগ্নপতি যদি পঞ্চবর্গী বলে বলবান্ হইয়া শুভগ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহা হইলে লগ্নের দশার ফল হইবে শুভ এবং লগ্নপতি দুর্ব্বল ও পাপপীড়িত হইলে হইবে অশুভ। লগ্নপতি ও লগ্ন শুভাশুভ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে লগ্নের রাশি ও দ্রেক্কাণ দেখিয়া স্থির করিতে হইবে, দশার ফল শুভ অথবা অশুভ। শুভাশুভ ভেদে লগ্নের দশার ফল নীচে লিখিত হইল।

লগ্ন-দশা শুভ হইলে, অর্থ ও স্বর্ণ রৌপ্যাদি দ্রব্য-লাভ, আরোগ্য ও সম্মান-লাভ হইয়া থাকে। মধ্যবলী লগ্ন দশায় লাভ ও মনোবিকার প্রভৃতি মাধ্যমিক ফল হয়, এবং বলহীন হইলে, বিদেশ গমন, ক্লেশ, বুদ্ধিভ্রংশ, ব্যয়-বৃদ্ধি ও যান-বাহনের কষ্ট হয়। ক্রূর লগ্ন দশায় স্বল্প-সুখ, ধনব্যয়, পীড়া, মৃত্যু এবং কলহ হইয়া থাকে।

রবির দশা

পূর্ণবলী রবির দশায় যান-বাহন, স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি রত্ন, রাজ-সম্মান ও দেবদ্বিজে ভক্তির জন্য যশোলাভ হয়। মধ্যবলী রবির দশায় মিশ্রফল এবং ব্যবসা দ্বারা উন্নতি ও সুখ-লাভ হয়। অল্পবলী রবির দশায় দুঃখ,

স্বজনের সহিত বিবাদ, মতিভ্রম ও রোগ হয়। রবি বলহীন হইলে, রাজ-ভয়, শত্রুভয়, অর্থনাশ, স্ত্রী-পুত্র মিত্রসহ কলহ এবং বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে। যদি রবি লগ্ন হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম বা একাদশস্থ হয়, তাহা হইলে অনিষ্টপ্রদ রবিতেও কিঞ্চিৎ শুভফল আশা করা যায়।

চন্দ্রের দশা

পূর্ণবলী চন্দ্রের দশায় শুভ্র বস্ত্র, মণি মুক্তা ও রাজ্য-লাভ এবং স্ত্রী-সঙ্গম, যশ ও সুখ হইয়া থাকে। মধ্যবলী চন্দ্রের দশায় মিশ্রফল এবং বাণিজ্যে সুখ, ধর্ম্মে মতি ও কৃষিকার্য্যে লাভ হয়। অল্পবলী চন্দ্রের দশায় কফরোগ, কীর্ত্তিনাশ, দুঃখ, স্বজনের সহিত কলহ, কন্যা-জন্ম এবং ধর্ম্ম ও অর্থ নাশ হইয়া থাকি। নষ্টবলী চন্দ্রের দশায় অপবাদ, ধর্ম্ম ও অর্থ নাশ স্ত্রী পুত্রসহ কলহ ও কদন্ন ভোজন হয়। চন্দ্র ষষ্ঠ, অষ্টম এবং দ্বাদশ ভিন্ন অন্য স্থানস্থ হইলে অশুভফলদায়ী হইলেও, কিঞ্চিৎ শুভ ফল হইয়া থাকে।

মঙ্গলের দশা

পূর্ণবলী মঙ্গলের দশায় নায়কত্ব, যুদ্ধে জয়, প্রবাল-স্বর্ণ-রক্ত বস্ত্রাদি লাভ ও সাহসিক কার্য্যে অনুরাগ জন্মে। মধ্যবলী মঙ্গলের দশায় স্বীয় অবস্থানুযায়ী অর্থলাভ, রাজ্যাধিকার, কার্য্যে তৎপরতা, তেজস্বিতা ও দেহবলবৃদ্ধি হয়। স্বল্পবলী মঙ্গলের দশায়, পিত্তরোগ, রক্তবমন, শত্রুভয়, বন্ধন ও স্বজন সহিত কলহ ও শত্রুতা হয়। নষ্টবলী মঙ্গলের দশায় বিবাদ, কলহ, চৌরভয় ও রক্ত-বিকার-জনিত জ্বর হইয়া থাকে। ষষ্ট, অষ্টম ও দ্বাদশস্থ মঙ্গল অশুভপ্রদ হইলেও, যদি মঙ্গল হীনবলী হয়, তাহা হইলে

শুভাশুভ মিশ্রফল, মধ্যবলা হইলে শুভফল ও পূর্ণবলী হইলে অতিশুভ ফল দিয়া থাকি।

বুধের দশা

পূর্ণবলী বুধের দশায় খ্যাতি, রাজকার্য্যে যশ ও সৎস্বভাব-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। মধ্যবলী বুধের দশায় গুরু, বন্ধু, কাব্য বা শিল্প হইতে অর্থাগম, সুত-মিত্র-সমাগম ও মধ্যবিধ সুখ-শান্তি ঘটে। অল্পবলী বুধের দশায় সম্মান-হানি, স্বজনের দ্বারা অপবাদ, হঠকারিতা, অধৈর্য্য, ধনব্যয় ও রোগ হয়। হীনবলী বুধের দশায় নিজ বুদ্ধির দোষে বধ বা বন্ধন-ভয়, দূর দেশে যাত্রা, বাত-শ্লেষ্ম রোগ এবং সঞ্চিত ধন নাশ হয়। ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ বুধ নষ্টবলী হইলে মিশ্রফল, হীনবলে শুভফল ও পূর্ণবলে অতিশুভ ফল দেয়।

বৃহস্পতির দশা

পূর্ণবলী বৃহস্পতির দশায় সম্মান লাভ, রাজা, গুরু ও বন্ধুর নিকট কীর্ত্তি, অর্থলাভ, সুখ, রাজ্যলাভ, সন্তানপ্রাপ্তি, রিপু ও রোগনাশ হইয়া থাকে। মধ্যবলী বৃহস্পতির দশায় ধর্ম্মে মতি, রাজামাত্যের সহিত বন্ধুত্ব, সৎকার্য্যে উৎসাহ এবং সুখের অভিলাষ বৃদ্ধি। অল্পবলী বৃহস্পতির দশায় রোগ, দারিদ্র্য, শত্রুভয়, কর্ণরোগ, ধর্ম্ম, ধন ও প্রাণ নাশ, নষ্টবলী হইলে দুঃখ, রোগ, কফ-ঘটিত পীড়া, স্ত্রীপুত্র স্বজন ও শত্রুভয়, ধর্ম্ম ও ধন নাশ এবং শারীরিক ক্লেশ হয়।

শুক্রের দশা

পূর্ণবলী শুক্রের দশায় সৌখ্য, রমণীসঙ্গ ও সৌখ্য লাভ, আরোগ্য, কীর্ত্তি, সন্তান হইতে আনন্দ লাভ, রতি ও পদপ্রাপ্তি। মধ্যবলে বাণিজ্য

ও কৃষি অথবা শিল্পকর্ম্মে অর্থলাভ এবং স্ত্রীপুত্রের সুখ। অল্পবলে মতিভ্রম জ্ঞান-যশ-অর্থনাশ, কদন্ন ভোজন, কলহ, পীড়া, স্ত্রী-শত্রুসৃষ্টি এবং শত্রুসম কলহ। নষ্টবলে বিদেশ-গমন, স্বজন-বিরোধ, স্ত্রীপুত্রের সহিত বিবাদ, অর্থনাশ, রোগ, মতিভ্রম এবং কলহ।

শনির দশা

পূর্ণবলী শনির দশায় নূতন গৃহ নির্ম্মাণ, বস্ত্র ও ভূমি লাভ, সুখ, আনন্দ ও ধনাগম, মধ্যবলে ধনপ্রাপ্তি, বৃদ্ধাঙ্গনা-সঙ্গম, চিন্তা ও অসময়ে ভোজন, অল্পবলে রিপু ও তস্কর হইতে দুঃখ, দারিদ্র, আত্মীয়স্বজনটি হইতে অপবাদ এবং পীড়া, নষ্টবলে অনেক প্রকার দুঃখ, স্ত্রী পুত্র-মিত্র-স্বজন বিরোধ, এবং মৃত্যুতুল্য রোগ।

মুদ্রা ও মুকুন্দা দশা

বর্ষকুণ্ডলী বিচারে আরও দুইটি দশার প্রচলন আছে। এই দুইটি দশার নাম মুদ্রা দশা ও মুকুন্দা দশা। বিংশোত্তরী দশাতে সমস্ত গ্রহগুলির দশা-ভোগ-কাল যেমন একত্রে ১২০ বৎসর, মুদ্রা দশাতে সেইরূপ সমস্ত গ্রহগুলির দশাভোগ-কাল একত্রে ১ বৎসর। ১২০ বৎসর মোট দশাভোগ-কাল ধরিয়া লইয়া বিংশোত্তরী দশা নির্ণয়ে যে যে গ্রহের দশা যত বৎসর ধরা হইয়াছে, মুদ্রাদশা নির্ণয়ের সময় মোট দশা-ভোগকাল এক বৎসর ধরিয়া ঠিক সেই অনুপাতে প্রত্যেক গ্রহের দশাভোগ-কাল নির্ণয় করিতে হইবে। এই অনুপাতে কোন্ গ্রহের দশা কত দিন তাহা নীচে দেওয়া গেল—

১।	রবি	০	মাস	১৮	দিন
২।	চন্দ্র	১	,,	০	,,

৩।	মঙ্গল	০	মাস	২১	দিন
৪।	রাহু	১	,,	২৪	,,
৫।	বৃহস্পতি	১	,,	১৮	,,
৬।	শনি	১	,,	২৭	,,
৭।	বুধ	১	,,	২১	,,
৮।	কেতু	০	,,	২১	,,
৯।	শুক্র	২	,,	০	,,

এই দশার বিচার অবিকল বিংশোত্তরী দশা-বিচারের ন্যায় করিতে হয়। অষ্টোত্তরী দশাতে গ্রহগণ যেরূপ নিয়মানুক্রমে দশাভোগ করিয়া থাকে, মুকুন্দা দশাতেও গ্রহগণ ঠিক সেইরূপ পরপর দশাভোগ করিয়া থাকে। তবে অষ্টোত্তরী দশাতে গ্রহগণের মোট দশাভোগ্য কাল ১০৮ বৎসর। মুকুন্দা দশাতে মোট দশাভোগ কাল ৯ বৎসর ধরিয়া ঠিক অষ্টোত্তরী দশার অনুপাতেই গ্রহগণের দশাভোগ-কাল নির্ণয় করিতে হয়। এই অনুপাতে কোন গ্রহের দশা কত দিন হইবে, তাহা নীচে দেওয়া গেল—

১।	রবি	০	মাস	২০	দিন
২।	চন্দ্র	১	,,	২০	,,
৩।	মঙ্গল	০	,,	২৭	,,
৪।	বুধ	১	,,	২৭	,,
৫।	শনি	১	,,	৩	,,
৬।	বৃহস্পতি	২	,,	৩	,,

৭।	রাহু	১	মাস	১০	দিন
৮।	শুক্র	২	,,	১০	,,

এই দশার বিচার অবিকল অষ্টোত্তরী দশা-বিচারের ন্যায় করিতে হয়। মুদ্রা বা মুকুন্দা দশাতে কোন্ বর্ষে কোন্ গ্রহের দশা প্রথমে হইবে, তাহা জানিতে হইলে, বিংশোত্তরী বা অষ্টোত্তরী যে দশায় জন্ম হইয়াছে উপরের তালিকায় লিখিত সেই দশার সংখ্যা লইয়া, ঐ সংখ্যার সহিত গত বর্ষের সংখ্যা যোগ করিয়া, মুদ্রা দশার স্থলে ৯ দিয়া ও মুকুন্দা দশার স্থলে ৮ দিয়া ভাগ দিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা হইতে জানা যাইবে কোন্ গ্রহের দশা প্রথমে হইবে।

উদাহরণ—

ধরা যাক্, কোন ব্যক্তি হস্তা নক্ষত্রে জন্মিয়াছে। তাহা হইলে তাহার ৩১ বর্ষের বর্ষপ্রবেশে মুদ্রা বা মুকুন্দা দশার কোন্ গ্রহের দশা প্রথম আরম্ভ হইবে, তাহা এইরূপে বাহির করিতে হইবে। ৩১ বর্ষের বর্ষপ্রবেশে গত বর্ষের সংখ্যা হইবে ৩০। সুতরাং—

মুদ্রা দশা

জাতকের বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশায় জন্ম।

চন্দ্রের দশা-সংখ্যা	২
গত বর্ষের সংখ্যা	৩০
	মোট ৩২

এই ৩২কে ৯ দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকিবে ৫। তাহা হইলে জানা গেল ৫ম গ্রহের দশা অর্থাৎ বৃহস্পতির দশা প্রথম হইবে।

মুকুন্দা দশা

জাতকের অষ্টোত্তরী বুধের দশায় জন্ম

বুধের দশা-সংখ্যা		৪
গত বর্ষের সংখ্যা		৩০
	মোট	৩৪

এই ৩৪কে ৮ দিয়া ভাগ করিলে ২ ভাগশেষ থাকে। তাহা হইলে জানা গেল, দ্বিতীয় গ্রহের দশা অর্থাৎ চন্দ্রের দশা প্রথম হইবে।

জন্মকালে বিংশোত্তরী বা অষ্টোত্তরী দশায় যেরূপ ভুক্ত-ভোগ্য নির্ণয় করিতে হয়, বর্ষপ্রবেশের মুদ্রা বা মুকুন্দা দশায় সেরূপ কিছু করিতে হইবে না। উপরের হিসাবে কসিয়া যে দশা পাওয়া যাইবে তাহার সমস্তটি পুরাপুরিই ভোগ হইবে। যেমন উপরের উদাহরণে জাতকের মুদ্রা দশার বৃহস্পতির দশায় এবং মুকুন্দা দশার চন্দ্রের দশায় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। এখানে বুঝিতে হইবে যে, মুদ্রা দশায় বৃহস্পতির দশা বর্ষারম্ভ হইতে পুরা ১মাস ১৮ দিন ভোগ হইবে, তাহার পর শনির দশা ১মাস ২৭ দিন, বুধের দশা ১মাস ২১ দিন, এইরূপ পরপর রাহুর দশা পর্য্যন্ত চলিবে। মুকুন্দা দশার বেলাতেও ঐরূপ চন্দ্রের দশা বর্ষারম্ভ হইতে পুরা ১মাস ২০ দিন থাকিবে, তাহার পর মঙ্গলের দশা ২৭ দিন, বুধের দশা ১মাস ২৭ দিন, প্রভৃতি পর পর ভোগ হইবে।

এই মুদ্রা ও মুকুন্দা দশাবিচার সম্বন্ধে উপরে লেখা হইয়াছে যে, তাহাদের বিচার যথাক্রমে বিংশোত্তরী ও অষ্টোত্তরী দশাভাবের মত হইবে। অর্থাৎ মুদ্রা দশার বেলায় ত্রিষড়ায়পতি পাপ, দ্বিতীয় ও

সপ্তম মারক স্থান, কেন্দ্রকোণের যোগ রাজযোগ প্রভৃতি ধরিয়া দশার শুভাশুভ বিচার করিতে হইবে এবং মুকুন্দা দশার বেলায় নিধনস্থ, নিধনদর্শী, নিধনপতি, লগ্নেশ ও অষ্টমেশের শত্রু-গ্রহকে পাপগ্রহ ধরিয়া সেই হিসাবে দশার শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হইবে। বিংশোত্তরী ও অষ্টোত্তরী দশা-বিচারের নিয়ম এখানে দেওয়া সম্ভব নহে, তাহা শিক্ষার্থীকে অন্যত্র সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু, দশাবিচারের সংশ্রবে একটা জিনিষ শিক্ষার্থীর স্মরণ রাখা দরকার। বর্ষপ্রবেশ-কুণ্ডলী হইতে সেই বর্ষের ফল বিচার করিবার সময় তাজিকের নিয়ম অনুসারে ফল নির্ণয় করা প্রথমে কর্ত্তব্য এবং এই হিসাবে বর্ষের মধ্যে যে সকল শুভাশুভ ফলের সম্ভাবনীয়তা পাওয়া যায় শুভাশুভ দশা হিসাবে সেই সকল ফলের কল্পনাই করিতে হইবে। বর্ষপ্রবেশ বিচারে যে ফল পাওয়া যাইবে না, দশায় তাহার কল্পনা করা চলিবে না। যদি বর্ষপ্রবেশ বিচারে ঐশ্বর্য্য ও প্রতিষ্ঠার যোগ থাকে, তাহা হইলেই মুদ্রা দশায় কেন্দ্রকোণপতির দশায় তাহার কল্পনা করা চলিবে, নতুবা নহে। তেমনি বর্ষ-কুণ্ডলীতে যদি রিষ্টযোগ পাওয়া যায়, তাহা হইলেই মারকগ্রহের দশায় পীড়ার আশঙ্কা করা যাইবে, কিন্তু বর্ষপ্রবেশ কুণ্ডলীতে যদি পীড়ার যোগ না থাকে, তাহা হইলে মুদ্রা বা মুকুন্দা দশার কোন গ্রহ প্রবল মারক-লক্ষণযুক্ত হইলেও তাহাতে পীড়া হইবে না, সেখানে বর্ষপ্রবেশে যদি পীড়া ছাড়া অন্য কোন অশুভ ফলের সম্ভাবনা থাকে তাহাই নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

মুদ্রা ও মুকুন্দা দশায় অন্তর্দ্দশা

জন্মকুণ্ডলীতে বিংশোত্তরী ও অষ্টোত্তরী দশায় যেমন অন্তর্দ্দশা নির্দ্দেশ

করা যায় বর্ষপ্রবেশেও সেইরূপ মুদ্রা ও মুকুন্দা দশার অন্তর্দ্দশা দিয়া ফলবিচার করা চলিতে পারে। ইহাদের অন্তর্দ্দশা কসিবার নিয়ম একই। যে গ্রহের দশায় যে গ্রহের অন্তর্দ্দশা নির্ণয় করিতে হইবে, তাহাদের দশার দিন-পরিমাণ দুইটি গুণ করিয়া তাহাকে ৩৬০ দিয়া ভাগ করিলেই ভাগফলটি অন্তর্দ্দশার দিন পরিমাণ হইবে। যেমন, মুদ্রা দশার রবির দশায় রাহুর অন্তর্দ্দশা কতদিন হইবে? রবির দশা ১৮ দিন রাহুর দশা ১ মাস ২৪ দিন অর্থাৎ ৫৪ দিন সুতরাং রবি রাহু হইবে ১৮×৫৪÷৩৬০ অর্থাৎ ২ দিন ৪২ দণ্ড। এইরূপ মুকুন্দা দশায় রবি-রাহু হইবে—রবির ২০ দিন×রাহুর ৪০ দিন ÷৩৬০ অর্থাৎ ২ দিন ১৩ দণ্ড ২০ পল। এইভাবে সর্ব্বত্র কসিয়া লইতে হইবে।

ভাব-চালনা দ্বারা সময় নির্দ্দেশ

উপরোক্ত তিনটি দশা ছাড়াও বর্ষপ্রবেশে কোন্ সময় কোন্ ঘটনা ঘটিবে, তাহা পাশ্চাত্য মতে ভাব-চালনা দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়। জন্ম-কুণ্ডলীতে যেমন ১ অংশ ধ্রুবক (R. A.) বা ৪ মিনিট বিষুবকালকে (Sidereal Time) ১ বৎসর ধরিয়া ভাববিন্দুগুলিকে চালিত করা হয়, এবং সেই চালিত ভাববিন্দুগুলির সহিত মূল জন্মকুণ্ডলীর যে গ্রহের যেরূপ প্রেক্ষা হয়, সেই হিসাবে ফল নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, বর্ষপ্রবেশে তেমনি ১ অংশ ধ্রুবক বা ৪ মিনিট বিষুব-কালকে ৩ দিন কল্পনা করিয়া ফলাদেশ করিতে হয়।

পাশ্চাত্যমতে ভাব-চালনার সমস্ত সঙ্কেত এখানে দেওয়া সম্ভব নহে, তাহা অন্য গ্রন্থ হইতে শিক্ষার্থীকে জানিয়া লইতে হইবে। এখানে শুধু

এইটুকু বলিলেই হইবে যে, ভাববিন্দুর সহিত গ্রহের শুভ প্রেক্ষায় শুভফল ও অশুভ প্রেক্ষায় অশুভ ফল কল্পনা করা হয়। কিন্তু, যে গ্রহটি শুভ প্রেক্ষা করিতেছে, বর্ষকুণ্ডলীতে সে যদি শুভদায়ী না হয়, তাহা হইলে বিশেষ শুভ ফল কিছু হয় না, তেমনি যে গ্রহ অশুভ প্রেক্ষা করিতেছে সে যদি বলবান এবং শুভপ্রেক্ষা বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ভাববিন্দুর সহিত অশুভ প্রেক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ অশান্তি ও ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হইলেও, শেষ ফল শুভ হইয়া থাকে। বর্ষপ্রবেশে সময়নির্দ্দেশ করিবার সময় সমস্ত ভাব-বিন্দুগুলিকে চালনা না করিয়া, শুধু দশম ও লগ্নবিন্দুকে চালনা করিয়া তাহাদের সহিত ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের প্রেক্ষা বিচার করিলেই, সেই বর্ষের লক্ষ্য করিবার মত প্রায় সমস্ত ঘটনারই নির্দ্দেশ করা যায়।

উপরোক্ত দশা ও ভাব-চালনা ছাড়াও, বর্ষপ্রবেশে সময়-নির্দ্দেশের আরও কয়েকটি উপায় জ্যোতিষজ্ঞেরা অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে মাসপ্রবেশ ও দিনপ্রবেশ এই দুইটি উপায়ের কথা তাজিকে উল্লিখিত হইয়াছে।

মাস-প্রবেশ

জন্মকালে রবি যে রাশির যত অংশ যত কলা যত বিকলায় ছিলেন, সেই রাশির ঠিক তত অংশ তত কলা তত বিকলায় যে মুহূর্ত্তে ফিরিয়া আসেন, সেই মুহূর্ত্তের রাশি-চক্র প্রস্তুত করিয়া যেমন বর্ষপ্রবেশ বিচার করা হইয়া থাকে, তেমনি রবি জন্মকালে যত অংশ যত কলা যত বিকলায় ছিলেন যে কোন রাশির তত অংশ তত কলা তত বিকলায় যে মুহূর্ত্তে উপস্থিত হন, সেই মুহূর্ত্তের রাশিচক্র হইতে মাসপ্রবেশ বিচার করার নিয়ম।

বর্ষপ্রবেশে রবির স্ফুটের রাশি, অংশ, কলা, বিকলা জন্ম-কালীন রবিস্ফুটের সহিত অবিকল এক হইবে, কিন্তু, মাস-প্রবেশে রবিস্ফুটের কোন অংশ-কলা-বিকলা জন্ম-কালীন রবিস্ফুটের সহিত অবিকল মিলিলেও রাশি ভিন্ন হইবে। এই মাসকুণ্ডলী বর্ষকুণ্ডলীর সঙ্গে মিলাইয়া বিচার করিতে হয়। প্রত্যেক বর্ষে বারটি মাস। বর্ষকুণ্ডলীটিই বর্ষের প্রথম মাস-কুণ্ডলী জন্ম-মাসের পরের মাসে রবির অংশ-কলা-বিকলা যে তারিখে যে সময়ে জন্মকালীন রবির সমান হইবে, সেই সময়ের রাশিচক্রটি হইবে দ্বিতীয় মাস-কুণ্ডলী। এইরূপে তৃতীয় মাসে যেদিন যে সময় রবির স্ফুটের অংশ-কলাদি জন্মকালীন রবির সমান হইবে, সেই সময়ের রাশিচক্রটি হইবে তৃতীয় মাস-কুণ্ডলী। এইভাবে দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত বর্ষকুণ্ডলী ছাড়া আরও এগারটি মাস-কুণ্ডলী হইবে। বর্ষকুণ্ডলীর মত মাসকুণ্ডলীতেও মুন্থা স্থাপন করিতে হয়। বর্ষকুণ্ডলীতে যেমন জন্মলগ্ন প্রত্যেক বৎসর এক এক রাশি বা ৩০ অংশ সরিয়া যাইতেছে এইরূপ কল্পনা করিয়া মুন্থা স্থাপন করিতে হয়, মাসকুণ্ডলীতে তেমনি মুন্থাকে বর্ষকুলী হইতে প্রত্যেক মাসে ২ অংশ ৩০ কলা করিয়া সরাইয়া স্থাপন করিতে হইবে। সুতরাং দ্বিতীয় মাসে মুন্থার স্ফুট বর্ষকুণ্ডলীর চেয়ে ২ অংশ ৩০ কলা বেশী হইবে, তৃতীয় মাসে ৫ অংশ, চতুর্থমাসে ৭ অংশ ৩০ কলা, ইত্যাদি। মাসকুণ্ডলীর সকল বিচার ঠিক বর্ষকুণ্ডলীর মতই হইবে। কেবল একটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ষকুণ্ডলীতে যে ঘটনা সূচিত না হইবে, মাসকুণ্ডলীর মধ্যে তাহার যতই যোগ থাক, তাহার কোন কাজ হইবে না। এই মাস প্রবেশ-গুলি বিচার করিয়া বর্ষপ্রবেশে সূচিত কোন্ ফলটি কোন্ মাসে হইবে,

তাহা জানা যাইতে পারে। মাসপ্রবেশে ঠিক বর্ষপ্রবেশের মত পাত্যাংশ দশা কসিয়া মাসের মধ্যে কখন কি ফল হইবে, তাহা বলিবার বিধিও আছে। এবং পাশ্চাত্যমতে ভাব-চালনা করিয়া প্রত্যেক অংশ ৬ ঘণ্টার সমান ধরিয়া ফল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু, এগুলি বাস্তবিক ফলের সঙ্গে মেলে কি না সন্দেহ। শিক্ষার্থীগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। বর্ষপ্রবেশ কসিবার জন্য যেরূপ টেবিল দেওয়া হইয়াছে—মাসপ্রবেশ কসিবার সেরূপ কোন টেবিল দেওয়া সম্ভব নয়। মাসপ্রবেশের সময়টি রবির স্ফুট হইতেই বাহির করিয়া লইতে হইবে।

দিন-প্রবেশ

মাস-প্রবেশ যেমন রবির অংশ-কলাদির ঐক্য ধরিয়া নির্ণয় করিতে হয়; দিন-প্রবেশ তেমনি রবিস্ফুটের রাশি-অংশ বাদ দিয়া কেবল কলা-বিকলার ঐক্য ধরিয়া নির্ণয় করা হয়। যে কোন মাস-প্রবেশের পরের দিন রবির স্ফুটের কলা-বিকলা যে সময় মাস-প্রবেশের রবিস্ফুটের কলা-বিকলার সঙ্গে অবিকল এক হইবে, সেই সময়ে সেই মাসের দ্বিতীয় দিন প্রবেশ হইবে। এইরূপে প্রত্যেক মাসপ্রবেশে মাসকুণ্ডলী ছাড়া আরও ২৯টি করিয়া দিনকুণ্ডলী হইবে। এই দিনকুণ্ডলীতে মুন্থাকে প্রতিদিন ৫ কলা করিয়া সরাইতে হয়। মাসের মধ্যে কোন্ দিন কি হইবে, তাহা এই দিনকুণ্ডলী হইতে বিচার করিতে হয়।

অমাত্য-চক্র

বর্ষপ্রবেশ হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর ফল গণনার জন্য এই যে মাস-প্রবেশ ও দিন-প্রবেশের কথা তাজিকে উক্ত হইয়াছে, ইহার চেয়ে সহজে বেশী ফল

পাওয়া যায় অমান্ত-চক্র হইতে। এই অমান্ত-চক্র বৎসরে প্রায় বারটি হইয়া থাকে। এই অমান্ত-চক্র সকলের পক্ষে একই; সুতরাং, এক বৎসরের বারটি অমান্ত-চক্র করিয়া রাখিলে, তাহা হইতে যে কোন বর্ষ-প্রবেশের কোন্ ফলটি কোন্ মাসে ঘটিবে তাহা নির্দ্দেশ করা যায়। অমান্ত কথাটির অর্থ অমাবস্যা তিথির শেষ—যে দিন যে সময় অমাবস্যা তিথি শেষ হইবে, সেই সময়ের একটি কুণ্ডলী প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং সেই অমান্তচক্রের গ্রহগুলি বর্ষকুণ্ডলীর কোন্ গ্রহ বা কোন্ ভাবের সহিত কি সম্বন্ধ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া ফল বিচার করিতে হইবে। অমান্ত-কুণ্ডলীতে কোন গ্রহ যদি বর্ষকুণ্ডলীর লগ্ন বা দশম ভাব-বিন্দুর উপর পড়ে, তাহা হইলে তাহার সূচিত ফল সেই অমান্ত হইতে পরবর্ত্তী অমান্তের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট হইয়া থাকে। এখানে অমান্ত-চক্রের বিস্তারিত বিচারপ্রণালী দেওয়া সম্ভব নহে, তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থে দেখিয়া লইতে হইবে।

তিথি-প্রবেশ

জাতকের জন্মকালে যে তিথি যতখানি ভোগ হইয়াছে, বর্ষপ্রবেশের পর প্রতিমাসে যে যে দিন যে যে সময় সেই তিথির ঠিক ততখানি ভুক্ত হইবে, সেই সেই দিন সেই সেই সময়ের এক একটি কুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়া তিথিপ্রবেশ বিচার করিতে হয়। এই তিথিপ্রবেশ দুই ভাবে কসা যায়, তিথিমান ধরিয়া, কিম্বা রবি ও চন্দ্রের স্ফুট ধরিয়া। তিথিমান ধরিয়া কসিতে হইলে জন্মদিনের তিথিমান এবং তাহার ভুক্ত দণ্ডাদি এবং তিথিপ্রবেশের দিনের তিথিমান এই তিনটিই জানা চাই। যদি কাহারও কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে জন্ম হইয়া থাকে এবং জন্মদিনের তিথিমান হয় ৬৪ দণ্ড ও তাহার ভুক্ত

দণ্ডাদি হয় ১৬ দণ্ড এবং তিথি-প্রবেশের দিন কৃষ্ণাষ্টমীর মান যদি হয় ৫৬ দণ্ড। তাহা হইলে এই ভাবে অনুপাত কসিতে হইবে, ৬৪ দণ্ডে যদি ১৬ দণ্ড ভোগ হয়, তাহা হইলে ৫৬ দণ্ডে কত ভোগ হইবে? ইহা কসিলে হইবে ১৪ দণ্ড। কৃষ্ণাষ্টমী যে সময় আরম্ভ হইয়াছে তাহার সহিত এই ১৪ দণ্ড যোগ করিলেই, জাতকের তিথি-প্রবেশের সময় পাওয়া যাইবে। রবি ও চন্দ্রের স্ফুট হইতে কসিতে হইলে, জন্মকালীন রবি ও চন্দ্রের স্ফুটের অন্তর যত ছিল যে দিন যে সময় উভয়ের অন্তর ঠিক তত হইবে, সেই দিন সেই সময় তিথি-প্রবেশ হইবে। ইহার বিচারও ঠিক অমান্ত-চক্রের মতই করিতে হইবে।

পঞ্চবর্গীবল

এই বলের কথা পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। কিন্তু, সেখানে যদিচ পূর্ণ-বলের পরিমাণ ৮০ কলা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কত কলা বল হইলে গ্রহ বলবান্ এবং কত কলা হইলে মধ্যবলী বা হীনবলী তাহা বলা হয় নাই। তান্ত্রিক গ্রন্থে বলা হইয়াছে ২০ কলা পর্য্যন্ত যাহার বল সেই গ্রহ হীনবলী, ৪০ কলা পর্য্যন্ত মধ্যবলী এবং তদূর্দ্ধে পূর্ণবলী। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে গ্রহ ৩০ কলা পর্য্যন্ত হীনবলী ৪৫ কলা পর্য্যন্ত মধ্যবলী এবং তদূর্দ্ধে পূর্ণবলী হইয়া থাকে। পঞ্চবর্গী বল কসিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রহের নৈসর্গিক ও তাৎকালিক শত্রুমিত্রাদি বিচার করিয়া একটি শত্রুমিত্রের তালিকা করিয়া লইলে ভুলের সম্ভাবনা কম থাকিবে। পূর্ব্বে বলের কথায় বলা হইয়াছে যে, গ্রহ নিজের ক্ষেত্রাদিতে থাকিলে বলের পূর্ণ পরিমাণ, অধিমিত্র ক্ষেত্রাদিতে ¾ পরিমাণ, মিত্রক্ষেত্রাদিতে ½ পরিমাণ

ইত্যাদি বল হইবে। নীচের তালিকায় তাহা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া গেল—

	স্ব	অধিমিত্র	মিত্র	সম	শত্রু	অধিশত্রু
ক্ষেত্র	৩০।০	২৬।১৫	২২।৩০	১৫।০	৭।৩০	৩।৪৫
হদ্দা	১৫।০	১৩।৮	১১।১৫	৭।৩০	৩।৪৫	১।৫৩
দৃকাণ	১০।০	৮।৪৫	৭।৩০	৫।০	২।৩০	১।১৫
নবাংশ	৫।০	৪।২৩	৩।৪৫	২।৩০	১।১৫	০।৩৮

গ্রহগণ নিজের, অধিমিত্রের, মিত্রের, ইত্যাদি ক্ষেত্রাদিতে থাকিলে কত কলা কত বিকলা বল হইবে, তাহা এই তালিকা হইতে সহজেই বোঝা যাইবে। এইরূপে প্রত্যেক গ্রহের অবস্থান ধরিয়া, সে কোন্ ক্ষেত্রে, কোন্ হদ্দায়, কোন্ দৃকাণ, কোন্ নবাংশে আছে তাহা ঠিক করিয়া তাহার তুঙ্গবল, ক্ষেত্রবল, হদ্দাবল, দৃকাণবল ও নবাংশ বলের সমষ্টি যদি ৩০ কলার কম হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সে দুর্ব্বল, এই সমষ্টি ৩০ কলার বেশী কিন্তু ৪৫ কলার কম হইলে সে মধ্যবলী এবং ৪৫ কলার বেশী হইলে পূর্ণবলী।

সহম

তাজিকের বিচারে সহমের কল্পনা একটি বিচিত্র ব্যাপার। অন্য সকল পদ্ধতিতে গ্রহ ও ভাব লইয়াই জীবনের সমস্ত ঘটনার বিচার করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাজিকের মতে গ্রহ ও ভাব ছাড়াও এমন কতকগুলি বিশেষ বিন্দু আছে, যাহার এক একটি হইতে জীবনের এক একটি বিশেষ ব্যাপারের বিচার হইয়া থাকে। এই বিন্দুগুলি গ্রহ ও ভাবের অবস্থান হিসাবে পরিবর্ত্তিত হয়। উদাহরণ-স্বরূপ তাজিককার

যাহাকে পুণ্যসহম বলিয়াছেন সেই বিন্দুটির কথা গ্রহণ করা যাক্। রবি, চন্দ্র এবং লগ্নের আপেক্ষিক অবস্থান হইতে এই বিন্দু নির্ণীত হইয়া থাকে। দিবাভাগে রবি হইতে চন্দ্র যতদূরে অবস্থান করে, লগ্ন হইতে ঠিক ততদূরে যদি একটি বিন্দু কল্পনা করা হয়, তাহাই পুণ্য-সহমের বিন্দু হইবে; এবং রাত্রে চন্দ্র হইতে রবি যতদূরে আছে লগ্ন হইতে ঠিক ততদূরে যে বিন্দুটি হইবে, তাহাই পুণ্যসহম। এখানে বোঝা যায় যে, তাজিককার দিবাভাগে লগ্নের সহিত রবির এবং রাত্রে লগ্নের সহিত চন্দ্রের একটি অনুষঙ্গ কল্পনা করিতেছেন এবং তাঁহার মতে দিবাভাগে চন্দ্র ও রাত্রে সূর্য্য পরোক্ষভাব নির্দ্দেশ করে। অবশ্য দিবারাত্রে এই প্রভেদ কতদূর সঙ্গত, তাহা গবেষণার বিষয়। পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণ এই পুণ্যসহমকে Part of Fortune বা Pars Fortuna বলিয়া থাকেন, এবং তাঁহারা বলেন যে জাতক-বিচারে ও বর্ষপ্রবেশ-বিচারে উভয়ত্রই এই উদ্দীপক বিন্দুটির বিশেষ সার্থকতা আছে। তাঁহারা কিন্তু দিবারাত্রি ভেদে ইহার পার্থক্য স্বীকার করেন না। রবি হইতে চন্দ্রের দূরত্ব যত অংশ যত কলা, লগ্ন হইতে তত অংশ তত কলা দূরের বিন্দুটিকেই তাঁহারা কি দিবা কি রাত্রি সব সময়েই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৺নবকৃষ্ণ ঘোষ তাঁহার "জ্যোতিষ প্রকাশ" গ্রন্থে ইহাকে ধনলগ্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই উদ্দীপক বিন্দু হইতে আর্থিক সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের বিচার করিতে বলিয়াছেন। আমাদের যাহা অভিজ্ঞতা, তাহা হইতে আমরা ইহা বলিতে পারি যে, পুণ্যসহমের বিশেষ গুরুত্ব আছে। কিন্তু তাজিকের মতে দিবারাত্রি-ভেদের কোন সার্থকতা

নাই। তাজিকে পুণ্যসহম নির্ণয়ের ব্যাপারে আর একটি নিয়মের উল্লেখ আছে যে, দিবাভাগে রবি হইতে চন্দ্রের মধ্যে এবং রাত্রে চন্দ্র হইতে রবির মধ্যে যদি লগ্ন না পড়ে, তাহা হইলে পুণ্যসহমকে একরাশি বাড়াইয়া লইতে হইবে। কিন্তু ইহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না এবং কার্য্যক্ষেত্রে ইহা ঠিক মেলে না।

তাজিকে পুণ্যসহম ছাড়া আরও কতকগুলি উদ্দীপক বিন্দু বা সহম কল্পিত হইয়াছে। ইহাদেরও পুণ্যসহমের মতই দিবা-রাত্রি-ভেদে স্বতন্ত্র নিয়ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি সহমের উপযোগিতা আছে, কিন্তু সকলগুলির সার্থকতা আছে কিনা, তাহা গবেষণার বিষয়। আমরা নীচে তাজিকের মতে সহমের নাম ও তাহা নির্ণয় করিবার নিয়ম দিলাম। কিন্তু আমাদের মতে দিবাভাগে সহম নির্ণয়ের যে নিয়ম দেওয়া হইয়াছে, তাহা দিবা এবং রাত্রি উভয়ত্রই প্রযুজ্য। এবং তাজিক যে স্থল-বিশেষে এক রাশি যোগ করিতে বলিয়াছেন, তাহাও আমাদের মতে ঠিক নহে। অতএব যদিও তাজিকের মতে দিবা-রাত্রিভেদে সহমের তালিকা দেওয়া হইল, শিক্ষার্থী মনে রাখিবেন যে, দিবাভাগের সহমটিই যুক্তিসঙ্গত।

সহমগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের অধিকাংশই এরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, লগ্নের সহিত তাহাদের একটা সম্বন্ধ আছে। দুইটি গ্রহের মধ্যে বা একটি গ্রহ ও একটি বিন্দুর মধ্যে অথবা দুইটি বিন্দুর মধ্যে যে দূরত্ব, লগ্ন হইতে ঠিক সেই ব্যবধানে যে বিন্দু পড়িবে, তাহার যেন একটা বিশেষ শক্তি আছে ইহাই অধিকাংশ

সহমের ভিত্তি। কিন্তু আর কতকগুলি সহম আছে, যাহাতে লগ্ন হইতে ব্যবধান না ধরিয়া, অন্য কোন ভাব-বিন্দু বা অন্য কোন গ্রহ হইতে এই ব্যবধান ধরা হইয়াছে।

	সহম	দিবা	রাত্রি	যোজ্য
১	পুণ্য	চ — র	র — চ	লং
২	বিদ্যা	র — চ	চ — র	লং
৩	গুরু	র — চ	চ — র	লং
৪	যশঃ	বৃ — পুণ্য	পুণ্য — বৃ	লং
৫	মিত্র	গুরুসহম — পুণ্য	পুণ্য — গুরুসহম	শুক্র
৬	মাহাত্ম্য	পুণ্য — ম	ম — পুণ্য	লং
৭	কন্যা	শু — চ	শু — চ	লং
৮	আশা	শ — শু	শু — শ	লং
৯	সামর্থ্য	* ম — লগ্নপ	* লগ্নপ — ম	লং
১০	ভ্রাতৃ	বৃ — শ	বৃ — শ	লং
১১	গৌরব	বৃ — চ	বৃ — র	(দিবা) র (রাত্রি) চ
১২	রাজ	শ — র	র — শ	লং
১৩	পিতৃ	শ — র	র — শ	লং
১৪	মাতৃ	চ — শু	শু — চ	লং

* মঙ্গল নিজে লগ্নপতি হইলে, দিবা-রাত্রি উভয়ত্রই বৃ — ম + লং = সামর্থ্য সহম হইবে।

সহম

	সহম	দিবা	রাত্রি	যোজ্য
১৫	অম্বু	চ — শু	শু — চ	লং
১৬	পুত্র	বৃ — চ	বৃ — চ	লং
১৭	জীবিত	শ — বৃ	বৃ — শ	লং
১৮	ক্ষমা	বৃ — ম	ম — বৃ	লং
১৯	কলি	ঐ	ঐ	ঐ
২০	শাস্ত্র	বৃ — শ	শ — বৃ	বুধ
২১	বন্ধু	বু — চ	বু — চ	লং
২২	বন্দক	বু — চ	চ — বু	লং
২৩	জলপথ	৩।১৫° — শ	শ — ৩।১৫°	লং
২৪	মৃত্যু	৮ম — চ	চ — ৮ম	শনি
২৫	দেশান্তর	৯ম — ৯প	৯ম — ৯প	লং
২৬	অর্থ	২য় — ২প	২য় — ২প	লং
২৭	পরদার	শু — র	শু — র	লং
২৮	অন্যকর্ম্ম	চ — শ	শ — চ	লং
২৯	বণিক	বু — চ	চ — বু	লং
৩০	অশ্ব	পুণ্য — র	র — পুণ্য	একাদশ
৩১	শ্রদ্ধা	শু — ম	শু — ম	লং
৩২	দেহ	যশঃ	যশঃ	—
৩৩	বল	ঐ	ঐ	—
৩৪	জাড্য	ম — শ	শ — ম	বধ

	সহম	দিবা	রাত্র	জ্যোষ্য
৩৫	কর্ম্ম	বু—ম	বু—ম	লং
৩৬	রোগ	লং—চ	লং—চ	লং
৩৭	মন্মথ	চ—লংপ	লংপ—চ	লং
৩৮	কার্য্যসিদ্ধি	শ—র	শ—চ	দিবা রবিরাশিপ রাত্রি চন্দ্ররাশিপ
৩৯	বিবাহ	শু—শ	শু—শ	লং
৪০	প্রসূতি	বৃ—বু	বু—বৃ	লং
৪১	সন্তাপ	শ—চ	শ—চ	লং
৪২	ব্যাপার	ম—বু	ম—বু	ষষ্ঠ
৪৩	পানীয়পাত্র	শ—চ	চ—শ	লং
৪৪	রিপু	ম—শ	শ—ম	লং
৪৫	শৌর্য্য	পুণ্য—ম	ম—পুণ্য	লং
৪৬	দারিদ্র	পুণ্য—বু	বু—পুণ্য	বুধ
৪৭	বন্ধন	পুণ্য—শ	শ—পুণ্য	লং
৪৮	গুরুতা	সূর্য্যোচ্চ—র	চন্দ্রোচ্চ—চ	লং

সহমের বিচার করিতে হইবে ঠিক ভাববিন্দুর মতই। অর্থাৎ সহম বিন্দুর সহিত যেরূপ গ্রহের যোগ হইবে তাহার উপর যেরূপ গ্রহের শুভ বা পাপ যেরূপ প্রেক্ষা থাকিবে, এবং সহমটি যে রাশিতে পড়িয়াছে তাহার অধিপতির অবস্থা যেরূপ সেই হিসাবে সহমের ফল হইবে। অবশ্য, সহম লইয়া বিচার করিবার সময় মনে

রাখিতে হইবে যে কুণ্ডলীবিচার করিয়া কোন একটি ভাবের যে ফল হইবে তাহাই মুখ্য, সহমের ফল গৌণমাত্র। ভাববিচারে যদি ফল শুভ হয়, তাহা হইলে সহম অশুভ হইলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না, এবং যেখানে ভাবের ফল অশুভ সেখানে সহম শুভ হইয়া বিশেষ কিছু ভাল করিতে পারিবে না। অবশ্য যেখানে ভাব ও সহম দুই-ই শুভ অথবা দুই-ই অশুভ সেখানে সূচিত ফলটি পূর্ণভাবে পাওয়া যাইবে।

শেষ

শুদ্ধিপত্র

				অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৬	পৃষ্ঠা	৪	পংক্তি	৫২ পল	৫৪ পল
৪৭	,,	১৭	,,	অশুভ প্রেক্ষায়	শুভ প্রেক্ষায়
৪৮	,,	১৩	,,	চন্দ্র ৫ অথবা	চন্দ্র ৫ শনি অথবা